তাফসীর

আল-কুরআনের বাণী

[প্রথম খণ্ড]

ISLAMIC PROVISION

আপনার কপি সংগ্রহের জন্য আমাদের

কোনো প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি

ইসলামিক প্রভিশন, যুক্তরাজ্য। ০২৩ ৯৩১৩ ০৮১৬
ব্যারিস্টার মুজিবুর রহমান, লন্ডন। ০৭৫৪০ ৬৬০৫৯৩
মাওঃ আফতাবুর রহমান, নর্থ লিংকনশিয়ার। ০৭৪৯০ ৭২১৭

ঢাকা প্রতিনিধি

শাহপরান। ০১৭৮২৩৮৪৭৮৪
ইশরাক। ০১৭১৯১০১৮৩২

সিলেট প্রতিনিধি

ইমরান হোসাইন। ০১৭১৯১৯১৯৭৫
শাহরিয়ার হোসাইন। ০১৭২১৯৮৪৯১৩

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

ইয়াহইয়া বিন হাবীব। ০১৭১৯৮৯৩৯৪৩

খুলনা ও যশোর প্রতিনিধি

সাইফুল আলম সাগর। ০১৯৭২৮৩৩৩৮৩

Islamic Provision
Website: www.islamicprovision.org.uk
Email: info@islamicprovision.org.uk
Tel: 023 9313 0816
Address: Unit 903, Victory Business Centre
Somers Road North
Portsmouth, PO1 1PJ

তাফসীর

আল-কুরআনের বাণী

[প্রথম খণ্ড]

সংকলনে

মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

সাবেক মুহাদ্দিছঃ দারুল উলুম বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
মেম্বারঃ হিয়ারিং ও ফতোয়া কমিটি, মিডল্যান্ড শারীয়াহ কাউন্সিল, যুক্তরাজ্য।
প্রতিষ্ঠাতা মহা-পরিচালকঃ আ'ইশাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ
নাসিরপুর, দিরাই, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।
উপদেষ্টাঃ ইসলামিক প্রভিশন, যুক্তরাজ্য।
ডাইরেক্টরঃ আল-জামিয়া'হ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-ইউরুবিয়্যাহ
(ইউরোপিয়ান জামিয়া ইসলামিয়া) বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।

ISLAMIC PROVISION

তাফসীর
আল-কুরআনের বাণী

প্রকাশনায়
ইসলামিক প্রভিশন, যুক্তরাজ্য।

২য় সংস্করণ
মে ২০২৫

স্বত্ত্ব
এ কিতাবসহ আমার লেখা সকল বইয়ের সকল স্বত্ব ফী–সাবীলিল্লাহ। দ্বীন ও উম্মাহর সার্থে যে কেউ এ সকল বই প্রকাশ, প্রচার, ছাপা, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারবেন।

উৎসর্গ
এ বইসহ আমার জীবনের সকল কাজ (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী ভাইবোনদের হিদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য) মহান আল্লাহর নামে উৎসর্গ কৃত

মুদ্রণ
বোখারা মিডিয়া
বন্দর বাজার, সিলেট
+৮৮০ ১৩২৩-৬৪৭৩৪১

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ তাআ'লা, যিনি মানবজাতির জন্য আল-কুরআনকে সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে নাজিল করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব জীবন্ত উদাহরণ ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী।

আল-হামদুলিল্লাহ, *তাফসির 'আল কুরআনের বাণী'* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, গ্রন্থটি থেকে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন এবং আরও কপি চেয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। তাই মানুষের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এই সংস্করণে আগের চেয়ে কিছু পরিমার্জন, সংযোজন এবং উন্নত উপস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকবৃন্দ আরও সহজে কুরআনের গভীরতর অর্থ ও শিক্ষা অনুধাবন করতে পারেন।

আসলে আল-কুরআনের শিক্ষাকে উপলব্ধি করা এবং তা অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

আমরা এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি গ্রহণ করার (বাস্তবে মেনে চলার) জন্য। গ্রহণ করার কেউ আছে কি? (৫৪ আল-ক্বামারঃ ১৭)

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

(হে মুহাম্মাদ!) আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি এটা অতি বরকতময়। (আমরা এটা নাযিল করেছি) যেন তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে। আর বুদ্ধিমানেরা যেন এটা মেনে চলে। (৩৮ স্বাদঃ ২৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা গবেষণা) করে না? না কি তাদের অন্তরকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে? (৪৭ মুহাম্মাদঃ ২৪)

هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

এটা (এ কুরআন) হলো চূড়ান্ত বাণী/হুশিয়ারি (এর পর আর কোনো বাণী/হুশিয়ারি পাঠানো হবে না।) তাই এর মাধ্যমে মানুষ যেন সাবধান হয়ে যায় এবং তারা যেন জেনে রাখেঃ আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। (এ কুরআনের বিধান) মেনে চলবে কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই। (১৪ ইবরাহীমঃ ৫২)

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন: **"কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা হল আল্লাহর হিদায়াত অনুসরণ করা"**

নবী ﷺ আরও বলেন: "যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তা অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে একটি মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল হবে..." — আবু দাউদ: ১৪৫৩, হাসান হাদীস

এখানে বোঝা যাচ্ছে, শুধুমাত্র তিলাওয়াত নয়, কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করাও অপরিহার্য, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও পুরস্কার অর্জিত হয়।

কুরআনকে বোঝা এবং তার অর্থকে হৃদয়ে ধারণ করা আমাদের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যই হলো বিশুদ্ধ দলিলের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসির উপস্থাপন করা, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে কুরআনের বাণী বুঝতে পারে এবং তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ গ্রন্থকার মুফতি শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ -এর কাছে, যিনি পূনরায় দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন *''আল কুরআনের বাণী''* দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য। বিশেষ করে দ্বিতীয় সংস্করণে চমৎকারভাবে যুক্ত করেছেন বিষয়ভিত্তিক আয়াত এবং আয়াতগুলোর আগে হেডলাইন দিয়ে পাঠককে সহজেই ধারণা দিয়েছেন পরবর্তী আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে। আল্লাহ তাঁর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন বোঝার এবং তার অনুসারে জীবন গঠনের তাওফিক দান করুন। তিনি যেন এই বিনীত প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং আমাদের জন্য পরকালীন মুক্তির সোপান হিসেবে গ্রহণ করেন। আমিন!

প্রকাশক
রবিউল ইসলাম সুমন
চেয়ারম্যান
ইসলামিক প্রভিশন, U.K.

লেখক পরিচিতি

নামঃ মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ, পিতাঃ মুছদ্দর উল্লাহ, দাদাঃ ফজিলত উল্লাহ। গ্রামঃ টুক-দিরাই, উপজেলাঃ দিরাই, জেলাঃ সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।

জন্মঃ ১৯৬৯ ঈসায়ী সনে তখনকার সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার দিরাই থানাধীন চন্ডিপুর গ্রামে ৫ই জুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য তখনকার সিলেট জেলা বর্তমানে সিলেট বিভাগ হয়েছে, তখনকার সুনামগঞ্জ মহকুমা বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলা হয়েছে এবং তখনকার দিরাই থানা বর্তমানে দিরাই উপজেলা হয়েছে।

শিক্ষাঃ তিনি চান্দিপুর ইসলামিয়া মাদরাসাহ থেকে প্রাথমিক এবং তারাপাশা মাদরাসাহ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে সিলেট শহরস্ত জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম (দরগাহ মাদরাসাহ) থেকে উচ্ছ শিক্ষা অর্জন করে ফজিলত (স্নাতক) শ্রেণীতে একই শহরের জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজির বাজারে চলে যান।

তারপর বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানাধীন জামিয়া ইসলামিয়া গওহর ডাঙ্গা থেকে হাদীছে স্নাতক উত্তর ডিগ্রী (তাকমীল ফিল হাদীছ) সমাপ্ত করেন এবং কওমী মাদরাসাহ বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান দখন করে মমতাজ (স্টার) মার্ক নিয়ে উত্তীর্ন হন। পরে উক্ত মাদরাসাহ থেকেই "তাখাসসুস ফিল ফিক্বহ" (ইসলামী আইনে বিশেষ কোর্স) সমাপ্ত করে মুফতী (ইসলামী আইন বিশারদ) ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্ম জীবনঃ তিনি প্রথমে একটি বিদেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অফিসে প্রজেক্ট সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মন তাকে শিক্ষকতায় টেনে আনে। তাই সিলেট শহরস্ত স্বনাম ধন্য বিদ্যাপিঠ জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজির বাজারে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সাথে সহকারী হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমান অবস্থানঃ ২০০৩ ঈসায়ী সনে "মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন" ভিসা নিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যে গমন করেন। এবং বর্তমানে এখানকার একটি মসজিদে ইমাম ও খতিব, মাদরাসায় মুহাদ্দীছ, স্থানীয় শারীয়া'হ কাউন্সিলের মুফতী এবং একটি ইন্টারন্যাশনাল চ্যারাটি অর্গানাইজেশনে উপদেষ্টাসহ দ্বীনি, সামাজিক ও কমিউনিটির আরও অনেক দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে তিনি একটি দাওয়াতী ওয়েবসাইট এবং সরাসরি ও অনলাইনে অনেকগুলো পাবলিক ক্লাস পরিচালনা করে যাচ্ছেন এবং ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

রচনা ও সংকলনঃ ইসলামী জ্ঞানকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি বেশ কিছু সিলেবাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। এর মধ্যে ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস, ফিক্বহ সিলেবাস, ডিপ্লমা ইন শারীয়া'হ সিলেবাস, আদাব ও আখলাক সিলেবাস, ছোট মনিদের গল্প সিলেবাস বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া তিনি তাফসীর ও হাদীছ

সমাপ্ত করেছেন। ইতিমধ্যেই যা গ্রন্থাকারে এবং অনলাইনে তাফসীর আল-কুরআনের বাণী নামে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

তার লেখালেখি জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ "তাফসীর আল-কুরআনের বাণী"। এছাড়াও তার লেখা বই সমূহের মাঝে; ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা, প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা, যেভাবে ঈমান আনতে হয়, ঈমানের উপর অবিচল থাকা, অধিকার, দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা, মুঅমিন ও মুনাফিক, ফরজে আইন, শারীয়াহ বুঝার মৌলিক নীতিমালা, জীবন ও সমাজ, সাধারণ জ্ঞান, আদব ও আখলাক, ঈমান, গল্পের বই ১, গল্পের বই ২, আমার বই, আমার বাংলা ১-৪ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

তাফসীর আল-কুরআনের বাণী

এ তাফসীরের বৈশিষ্ট সমূহঃ

- সহজ সরল ভাষা, তাই সব শ্রেণীর মানুষই সহজে বুঝতে পারবে।
- পারিভাষিক তরজমা। তাই বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সহজ হবে।
- সাধারন জনতার উদ্দেশ্যে লিখিত। তাই একাডেমিক বিষয়ের চেয়ে আল-কুরআনের মূল বাণী ও বিষয়বস্তু সহজ ভাবে উপস্থাপনের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- প্রতিটি আয়াতকে পূর্নভাবে বুঝার জন্য আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট পটভূমি, ঈমান ও আক্বীদাহ, আইন ও বিধান, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়াদি আলাদ আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অতি সহজেই আয়াতের মর্ম বুঝা যাবে।
- সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যবহুল। তাই পড়তে 'ভালো লাগবে।
- আমাদের তাফসীরটি আরও অনেক বৈশিষ্টের অধিকারী। আশা করি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

ভূমিকা

আল-ক্বুরআন আল্লাহর কালাম। আল-ক্বুরআনের ভাবার্থ, ভাষা, শব্দ চয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, বিন্যাস সবই আল্লাহর। আল্লাহ যেমন অদ্বিতীয়, লা-শারীক। আল্লাহর যেমন সমান নেই, সমকক্ষ নেই, তুলনা নেই। আল্লাহর কালামও তেমনি অদ্বিতীয়, লা-শারীক। আল্লাহর কালামেরও সমান নেই, সমকক্ষ নেই, তুলনা নেই।

আল্লাহর কালামে যে নিপুণতা ও মাধুর্যতা ফুটে উঠেছে, কোনো অনুবাদে এমন নিপুণতা ও মাধুর্যতা ফুটে উঠবে না, উঠতে পারে না, উঠা সম্ভব নয়। তাই আল-ক্বুরআনকে তার মূল ভাষা আরবিতে পড়াই আসল পড়া, আরবি থেকে বুঝাই আসল বুঝা। আরবি পড়ে যে স্বাদ ও মজা পাওয়া যাবে, আরবি থেকে যে ভাবে নিপুন ভাবে বুঝা যাবে, অন্য কোনো ভাষা বা তরজমা থেকে এমন স্বাদ পাওয়া যাবে না, এমন নিপুন ভাবে বুঝাও যাবে না। আর এটাই যথার্থ এবং চির সত্য। তাই মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহবান রইলঃ যাদের সুযোগ আছে আরবি শিখুন, আল্লাহর কালামকে সরাসরি আরবি থেকে বুঝার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন আল-কুরআন আমাদের জীবনের পথিকৃৎ। মহান আল্লাহ থেকে আগত জীবনের এ গাইড না বুঝলে জীবনের লক্ষ্যে পৌছা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলা ভাষাবাসী ভাইবোনদের আল-কুরআন বুঝতে সাহায্য সহায়তা করার জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা, "তাফসীর আল-কুরআনের বাণী"।

আমরা জানি সমাজে বাংলা তরজমা ও তাফসীর অনেক আছে। তথাপিও কেন করতে গেলাম পড়লেই বুঝতে পারবেন, ইন শা-আল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল-কুরআন বুঝার এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর জীবন গঠনের তাওফিক্ব দান করুক।

মায়া'সসালাম
মুফতী শরীফ মুহাম্মাদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, গবেষক।
বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।

আল-কুরআনে উল্লেখিত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সূচি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা হচ্ছেন আমাদের মহান স্রষ্টা, মালিক। আর আমরা তার দাস। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও বিধিবিধান মেনে নেওয়ার এবং মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু রীতিনীতি, নিয়ম ও নীতিমালা। এসব রীতিনীতি, নিয়ম ও নীতিমালা বহির্ভূত কোনো ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না।

পথ ভুলা মানুষকে আল্লাহর ইবাদাতের সঠিক রীতিনীতি, নিয়ম ও নীতিমালা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যুগে যুগে পাঠানো হয়েছে অনেক রাসূল আর দেওয়া হয়েছে কিতাব।

সুতরাং যে বা যারা আল্লাহর কিতাব পড়বে, বুঝবে এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত নীতিমালা মেনে চলবে তাকেই প্রকৃত ইবাদাতকারী হিসেবে ধরা হবে এবং কেবল তার ইবাদাতই গ্রহনযোগ্য হবে।

বাংলা ভাষাবাসী ভাইবোনদেরকে আল্লাহর কিতাব বুঝতে সহায়তা করার জন্যই আমাদের এ তাফসীর। আর পাঠকদের তরে বিষয় ভিত্তিক অনুসন্ধানকে আরও সহজ করার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়সমূহের বিষয়ভিত্তিক সূচী তৈরি করার চেষ্টা করেছি। এখানে বিষয়গুলোকে আমরা এভাবে বিন্যস্ত করেছি —

১. ঈমান ও আক্বীদাহ।
২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহঃ কুফর, শিরক ও শিরকের উপকরন।
৩. নিফাক ও মুনাফিক।
৪. ইবলিস ও শয়তান।
৫. আ'মাল ও ইবাদাত।
৬. কিয়ামত, হাশর ও পরকাল।
৭. নবী রাসূল সৎব্যক্তিবর্গ এবং তাদের শত্রুদের তালিকা।
৮. দ্বীন বুঝার কয়েকটি মূলনীতি।
৯. আল-কুরআনে উল্লেখিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ।
১০. আল-কুরআনে উল্লেখিত উপমাসমূহ।
১১. দেশ, জাতি, সমাজ ও ইক্বামতে দ্বীন।
১২. বিচার ও শাসন।
১৩. আইন ও বিধান।
১৪. পাপ, পাপের প্রতিক্রিয়া, পাপের পরিণতি, পাপ মোচনের উপায় বা কাফফারাহ।
১৫. আল-কুরআনে উল্লেখিত মানুষের গুণাগুণ।
১৬. আল-কুরআনে উল্লেখিত মানুষের বদ-স্বভাব।
১৭. আল-কুরআনে উল্লেখিত মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
১৮. আল-কুরআনে উল্লেখিত জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদ।
১৯. আল-কুরআনে উল্লেখিত শাকসবজি, ফলমূল, খাদ্য ও পানিয়।
২০. আল-কুরআনে উল্লেখিত যন্ত্রপাতি, ধাতু ও ধাতব পদার্থ।
২১. আল-কুরআনে উল্লেখিত স্থান, স্থাপনা ও বস্তুসমূহ।
২২. আল-কুরআনঃ গুরুত্ব, মর্যাদা, পরিচিতি ও কার্যকারিতা।
২৩. ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি।
২৪. তথ্য ও রহস্য।
২৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
২৬. বানী-ইসরাঈলের বদ-স্বভাব ও বিভ্রান্তির ৭২ পথ।
২৭. জান্নাতে যাওয়ার উপায় ও জান্নাতের নিয়ামত।
২৮. জাহান্নামে যাওয়ার কারন ও জাহান্নামের আযাব।
২৯. পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার।
৩০. কথোপকথন।

১- ঈমান ও আক্বীদাহ

ইসলাম গ্রহনের পর একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার ঈমান। কারন ঈমানই জান্নাতের সনদ। যার ঈমান সঠিক হবে সে-ই জান্নাতী হবে আর যে মুসলিম তার ঈমান নষ্ট করে ফেলবে সে মুসলিম হয়েও চির জাহান্নামী হবে। তাই ঈমান সম্পর্কে জানা এবং বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা একান্তভাবেই কাম্য। আর আমাদের এসুচীপত্রটি ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে আপনাকে সাহায্য করবে, ইন শা-আল্লাহ।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	আলোচনার কারণ /গুরুত্ব	মন্তব্য
ঈমান পরিচিতি	বাক্বারাহঃ ৫	উক্ত আয়াত শেষে প্রাসঙ্গিকভাবে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তোলে ধরা হয়েছে	
ঈমান আনার পদ্ধতি	বাক্বারাহঃ ২-৫		
ঈমানের নমুনা	বাক্বারাহঃ ২৮৫	আমাদের ঈমানের নমুনা হচ্ছেন রাসূল সাঃএর সাহাবাগন। উনারা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই ঈমান আনতে হবে।	
ঈমানের অবস্থান অন্তরে	হুজরাতঃ ১৪ নাহ'লঃ ১০৬	যে ব্যক্তির মুখে ঈমান আছে কিন্তু অন্তরে নেই সে মুনাফিক।	
কুফর বা শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়	বাক্বারাহঃ ১০৮ আল-ইমরানঃ ৮৬,১০৬ মাইদাহঃ ০৫ নাহ'লঃ ১০৬ যুমারঃ ৬৫	ঈমান বিনষ্টকারী পাপ ২টিঃ কুফর ও শিরক। কুফর বা শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।	
ঈমান বাড়ে-কমে	আল-ই'মরানঃ ১৭৩ আনফালঃ ০২ তাওবাহঃ ১২৪ আহযাবঃ ২২ ফাতহঃ ০৪ মুদ্দাসসিরঃ ৩১	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	
পাপ ঈমানকে প্রভাবিত করে	আনয়া'মঃ ৮২	কুফর ও শিরক ঈমানকে নষ্ট করে দেয় আর অন্যান্য মহাপাপ ঈমানকে দর্বল করে ফেলে।	
ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে	তাওবাহঃ ২৩	এমন কাউকে ওয়ালী তথা মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে মেনে নিলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়	
ঈমানের সহিত আমল	বাক্বারাহঃ ২৭৭	পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনার পর ঈমানের সহিত নেক-কাজ করলে ইহা ফলপ্রসু হয়, নতুবা আমল ফলপ্রসু হয় না।	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে
আল্লাহর উপর যেভাবে ঈমান আনতে হয়	আল ই'মরানঃ ১১৪ বাক্বারাহঃ ২৮৫	আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হয় সঠিক ভাবে, সঠিক নিয়ম মেনে। নতুবা এ ঈমান গ্রহনযোগ্য হয় না।	
শুধু আল্লাহর অস্থিত্বে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়	আনফালঃ ৩২ মুঅমিনূনঃ ২৪	আগেকার কাফির মুশরিকরাও আল্লাহর অস্থিত্বে বিশ্বাস করত	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	আলোচনার কারণ /গুরুত্ব	মন্তব্য
তাওহীদ	বানী-ইসরাঈলঃ ৪৬	আল্লাহর উপর ঈমান আনার একমাত্র সঠিক পদ্ধতি তাওহীদ তথা মহান আল্লাহর জাতিসত্ত্বা ও যাবতীয় বৈশিষ্টে একত্ববাদের আদর্শ মেনে চলা।	
ইলাহ পরিচিতি	নাসঃ ০৩		ইলাহ
নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া	আল-ই'মরানঃ ১৮ বানী-ইসরাঈলঃ ৩৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।	
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইলাহ বানানো	ফুরক্বানঃ ৪৩ জাছিয়াহঃ ২৩		
ইবাদাত করতে হবে শুধুই ইলাহ'র	ত্বাহাঃ ১৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।	
স্রষ্টা ব্যতীত কেউ ইলাহ হতে পারে না	আহক্বাফঃ ০৪ ফাতিরঃ ০৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	
রাব্ব পরিচিতি	ফাতিহাহঃ ০২		রাব্ব
সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র রাব্ব হলেন আল্লাহ	ফাতিহাহঃ ০২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	
মনগড়া বা বানানো রাব্ব	তাওবাহঃ ৩১	অনেক মানুষই আল্লাহ ছাড়া নিজেদের উলামা, পীর ও নেতাদেরকে রাব্ব বানায়	
সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর	ফাহিহাহঃ ০৪ আল-ই'মরানঃ ২৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে	
হু-কম এর মালিক একমাত্র আল্লাহ	আনয়া'মঃ ৫৭,৬২, ক্বাস্বাস্বঃ ৭০,	হুকম অর্থ কর্তৃত্ব, বিচার, শাসন, আইন প্রনয়ন, নীতিনির্ধারন, আদেশ বা অধ্যাদেশ জারি করা, ইত্যাদি	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে
আল্লাহ কোথায়	বাক্বারাহঃ ১৮৬		
ফিরিস্তাগনের উপর ঈমান	বাক্বারাহঃ ১৭৭, ২৮৫ নিসাঃ ১৩৬	উল্লেখ্য পবিত্র কুরআনে ফিরিস্তা (মালাইকাহ) শব্দটি ৮৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং শয়তান শব্দটিও ৮৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে।	ফিরিস্তাদের উপর ঈমান
ফিরিস্তা আল্লাহর অবাধ্য হয় না,	নাহ'লঃ ৪৯-৫০ তাহরীম ০৬	ফিরিস্তা আল্লাহর অবাধ্য হয় না, আদেশ লঙ্ঘন করে না, যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে	
ফিরিস্তাদের নাম	বাক্বারাহঃ ৯৮ সাজিদাহঃ ১১ যুখরুফঃ ৭৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	
ফিরিস্তাদের কর্ম ও বৈশিষ্ট	তাকওয়ীরঃ ১৯-২১ আল-হাক্কাহঃ ১৭ ইনফিতারঃ ১০-১২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	
কোনো ফিরিস্তার সাথে শত্রুতা রাখাও কুফর	বাক্বারাহঃ ৯৮		
কিতাব সমূহের উপর ঈমান	নিসাঃ ১৩৬ বাক্বারাহঃ ২৮৫	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	কিতাবের উপর ঈমান

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	আলোচনার কারণ /গুরুত্ব	মন্তব্য
কিতাবের উপর ঈমান মানে কী	বাক্বারাহঃ ৪১, ৯৩	কিতাবের উপর ঈমানের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত সকল বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলা।	
আল্লাহর কিতাব হলো মানব জীবনের একমাত্র পথিকৃত ও হেদায়াত	বাক্বারাহঃ ২, ১৮৫ স্বাফফঃ ০৯ ফাতহঃ ২৮ নাজমঃ ২৩ লুক্বমানঃ ৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।	
আল্লাহর কিতাব মত বিচার ও শাসন করা	মাইদাহঃ ৪৯ নিসাঃ ৫৮, ১০৫,	বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে। আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অন্যসবকিছুই মনগড়া ও মানবরচিত। এমন কোনোকিছু তৈরি করা কুফর আর মেনে নেওয়া শিরক।	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে
বিচার বা শাসন করলে আল্লাহর কিতাব মেনেই করতে হবে	মাইদাহঃ ৪২	আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অন্যসবকিছুই মানবরচিত ও মনগড়া। এমন কোনো বিধান তৈরি করা কুফর আর মেনে নেওয়া শিরক।	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে
মুঅমিন হওয়ার পূর্বশর্ত আল্লাহর কিতাব মত বিচার ও শাসন করা	নিসাঃ ৬৫	কোনো মুসলিম যদি আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত আইন ও বিধান মত বিচার ও শাসন না করে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে
বিচার ও শাসন না করার পরিণতি	মাইদাহঃ ৪৪ (শেষাংশ)	যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির হয়ে যায়।	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে
মুঅমিন ও মুনাফিক	নূরঃ ৪৭-৫১	মুঅমিন ও মুনাফিকের মাঝে অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে আল্লাহর আইন মত বিচার ও শাসন	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে
কিছু মানা আর কিছু না মানা	বাকারাহঃ ৮৫	যে বা যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু মানে আর কিছু মানে না, তারা নিশ্চিত জাহান্নামী।	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে
আল-কুরআনের অধিকার	বাক্বারাহঃ ১২১	আল-কুরআন পাঠ করা, এর মর্ম বুঝা এবং বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলা আল-কুরআনের অধিকার। এ অধিকার খর্ব করলে বিচার দিনে আল-কুরআন আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।	
নবী সাঃ যাদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন	ফুরক্বানঃ ৩০	যে বা যারা বাস্তব জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে না, বিচার দিবসে নবী সাঃ মহান আল্লাহ তায়া'লার আদালতে মামলা দায়ের করবেন।	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	আলোচনার কারণ /গুরুত্ব	মন্তব্য
তাদাব্বুরু-ল-কুরআন	নিসাঃ ৮২ মুহাম্মাদঃ ২৪ মুঅমিনূনঃ ৬৮ স্বোয়াদঃ ২৯	**তাদাব্বুর হচ্ছেঃ** আল-কুরআন পাঠ করা, আল-কুরআনের মর্ম বুঝা, আল-কুরআনে বর্ণিত সবকিছুতে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের বিধান মেনে চলা, সমাজে আল-কুরআনের রাজ কায়েম করা, কুরআন ভিত্তিক জাতি গঠন ও পরিচালনা করা, কুরআন ভিত্তিক জাতি গঠনের জন্য সময়োপযোগি পথ ও পন্থা খুজে বের করা এবং এর বাস্তবায়ন করা।	
রাসূলগনের উপর ঈমান	নিসাঃ ১৩৬ বাক্বারাহঃ ২৮৫	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	রাসূলগনের উপর ঈমান
রাসূলগনের উপর ঈমানের মূলকথা	নিসাঃ ৬৪ ফাতাহঃ ২৮,	রাসূলগনের উপর ঈমানের মূলকথা হচ্ছে সমাজ ও জাতি গঠন এবং বিচার ও শাসনে রাসূলের নীতি আদর্শ ও নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ও মেনে চলা এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরন করা	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে
তাক্বদীরের উপর ঈমান	ক্বামারঃ ৪৯ ফুরক্বানঃ ২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	তাক্বদীরের উপর ঈমান
আখেরাতের উপর ঈমান	বাক্বারাহঃ ১৭৭, ২২৮, ২৩২,	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	আখেরাতের উপর ঈমান
মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক	বাক্বারাহঃ ৭ আনকাবূতঃ ১১	মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এরমাঝে মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী, মুনাফিক নিশ্চিতভাবে চিরজাহান্নামী আর ফাসিকের আখেরাত অনিশ্চিত। আল্লাহ মাফ করে দিলে সে জান্নাতে যাবে নতুবা তাকে জাহান্নামে মেয়াদী সাজা ভোগ করতে হবে।	বিষয়টি আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে

২- ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহঃ কুফর, শিরক ও শিরকের উপকরন

সঠিক ঈমানই জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা। তাই আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে অবশ্যই বেচে থাকতে হবে। আর ঈমান বিনষ্টকারী মূল বিষয় হলো ২টিঃ কুফর ও শিরক। সুতরাং আশা করছি বুঝতে আর বাকি নেই যে, ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় এবং এর উপকরন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা কেন আবশ্যক এবং কতটুকু আবশ্যক।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
কুফর	বাক্বারাহঃ ৬-৭	পরিচিতি ও পরিণতি	কুফর
কুফর ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ	মাইদাহঃ ৫ (শেষাংশ) নিসাঃ ১৩৭, ১৬৮ বাক্বারাহঃ ১৬১,১৬২	কুফর করলে বা কুফরে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	কুফর/ঈমান বিনষ্টকারী
কুফর মাফ হয় না	নিসাঃ ১৬৮		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
রাশিফল ও জ্যোতিষী বিদ্যা	বাক্বারাহঃ ৬২	সনাতন ও আধুনিক সকল প্রকার কুফরই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।	কুফর/ঈমান বিনষ্টকারী
আল্লাহর লা'নত	বাক্বারাহঃ ১৬১,১৬২	যারা কুফর করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত	কুফরের পরিণতি
অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়	নিসাঃ ১৫৫	যে বা যারা কুফর করে তাদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয় ফলে আর হেদায়াত পায় না	কুফরের পরিণতি
কুফরের প্রভাবে হিংসা বেড়ে যায়	ফাতিরঃ ৩৯	কুফর হিংসাকে বাড়িয়ে দেয়, কুফর মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়	কুফরের পরিণতি
কুফর করলে হেদায়াত বঞ্চিত হতে হয়	আল-ই'মরানঃ ৮৬-৮৭	যে মুসলিম কুফর করবে সে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে	কুফরের পরিণতি
কুফর করলে তাওবাহ কবুল হয় না	আল-ই'মরানঃ ৯০	যে মুসলিম কুফর করবে তার তাওবাহ কবুল করা হয় না এবং তাকে মাফ করা হবে না	কুফরের পরিণতি
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ	নিসাঃ ৭৬	কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ (কখনো ফরজ) হয়ে যায় যদি তারা ইসলামী সমাজ ও সরকারের আনুগত্য ও শ্রেষ্টত্ব মেনে না নেয়।	
সন্দেহ কুফরের অংশ	বাক্বারাহঃ ২৩-২৪	আল-কুরআনে উল্লেখিত কোনো ব্যাপারে সন্দেহ করাও কুফর	কুফর
অকৃতজ্ঞতাও কুফর	বাক্বারাহঃ ২৮	আল্লাহর কৃতজ্ঞ হওয়া ফরজ আর আল্লাহর সাথে অকৃতজ্ঞতা কুফর	কুফর
অবাধ্যতাও কুফর	বাক্বারাহঃ ৩৪	আল্লাহর অনুগত হওয়া ফরজ আর আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হওয়াও কুফর	কুফর
শত্রুতা রাখাও কুফর	বাক্বারাহঃ ৯৭-৯৮	আল্লাহ, নবী, রাসূল অথবা কোনো ফিরিস্তার সাথে (এবং যথাযথ দলীল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনি বিষয় নিয়ে মুঅমিনদের সাথে) শত্রুতা রাখাও কুফর	কুফর
যাদুও কুফর	বাক্বারাহঃ ১০২	যাদু, তাবিজ ও ঝাড়ফুক সম্পর্কে জানতে আয়াত এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো পাঠ করুন	কুফর
আল্লাহ নিয়ে বিবাদ	বাক্বারাহঃ ১৩৯	আল্লাহকে নিয়ে বিবাদে জড়ানোও কুফরের পথ	কাফিরদের স্বভাব
প্রপাগান্ডা	মুঅমিনূনঃ ২৪	ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করা কাফিরদের অন্যতম স্বভাব	কাফিরদের স্বভাব
চক্রান্ত ও প্রতারনা	বাক্বারাহঃ ৯ আল-ই'মরানঃ ৫৪ ত্বাহাঃ ৬০-৬৩	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী সমাজ ও সরকারের সাথে চক্রান্ত ও প্রতারনা করা কাফিরদের স্বভাব	কাফিরদের স্বভাব
মানব রচিত ও মনগড়া বিধান মেনে নেওয়া	মারইয়ামঃ ৫৯ ক্বাস্বাস্বঃ ৫০ ইউসুফঃ ৩৬	মানব রচিত ও মনগড়া বিধিবিধান, নীতিমালা, মতবাদ ও আদর্শ মেনে নেওয়া কুফর ও মেনে চলা কাফিরদের স্বভাব	কাফিরদের স্বভাব/কুফর
ইসলামকে সেকেলে বলা	আনয়ামঃ ২৫ আনফালঃ ৩১	ইসলামী বিধান ও রীতিনীতিকে সেকেলে মনে করা কাফিরদের স্বভাব	কাফিরদের স্বভাব

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
মুমিনকে নির্বোধ ভাবা	বাক্বারাহঃ ১৩ আ'রাফঃ ৭	কাফিররা মনে করে; মুসলিমরা নির্বোধ	কাফিরদের স্বভাব
দ্বীন নিয়ে উপহাস	কাহাফঃ ১০৬	ইসলাম, ইসলামী রীতিনীতি ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস করা কুফর	কাফিরদের স্বভাব
আযাব নিয়ে উপহাস	আনফালঃ ৩২ আ'রাফঃ ৭৭	আল্লাহর আযাব নিয়ে উপহাস করা কুফর	কাফিরদের স্বভাব
দ্বীনের উপর অভিযোগ উত্থাপন	নামলঃ ৩২	ইসলামী বিধান ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের উপর নানা অভিযোগ উত্থাপন করা কাফিরদের স্বভাব	কাফিরদের স্বভাব
দ্বীন পালনে শর্তের বেড়াজাল তৈরি করা	ইসরাঃ ৯০-৯৩	কাফিররা নানা শর্তের বেড়াজালে ইসলামকে আবদ্ধ করে ফেলতে চায়	কাফিরদের স্বভাব
দম্ভ, অহমিকা ও হিংসা	আ'রাফঃ ৩৬ নিসাঃ ৫৪, ১৭৩	দম্ভ, অহংকার, অহমিকা ও হিংসা, কাফিরদের অন্যতম স্বভাব	কাফিরদের স্বভাব
কাফিররা চায়ঃ যেন আমরাও কুফর করি	নিসাঃ ৮৯	কাফিররা চায় যেন আমরাও কুফর করি আর কুফরের পথে সবাই একাকার হয়ে যাই	কাফিরদের স্বভাব
আমরা অস্ত্র ও যুদ্ধ থেকে গাফিল থাকি	নিসাঃ ১০২	কাফিররা চায় মুসলিমরা অস্ত্র ও যুদ্ধ থেকে গাফিল থাকুক এবং নিরস্ত্র হয়ে থাকুক	কাফিরদের স্বভাব
কাফিরদের আনুগত্য ও অনুকরনের কুফল	আল-ই'মরানঃ ১৪৯	কাফিরদের অনুকরন করলে তারা আমাদেরকে কুফরে ফিরিয়ে নেবে	কুফরের পথ
জ্ঞানশূন্য আলিমগন মানুষকে কুফরের পথে ঠেলে দেয়	বাক্বারাহঃ ৭৮	জ্ঞানশূন্য আলীমরা দ্বীন বুঝে না। এরা মনগড়া পথে চলে এবং ধারনা নির্ভর ওয়াজ নসিহত করে মানুষকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয়।	কুফরের পথ
বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি কুফরের পথ উন্মুক্ত করে দেয়	বাক্বারাহঃ ৮৫ আল-ই'মরানঃ ১০৩,১০৫ আনয়া'মঃ ১৫৩ শূরাঃ ১৩, ১৪	দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তির পথ	কুফরের পথ
দুনিয়াকে প্রাধান্য	বাক্বারাহঃ ৮৬	দ্বীনের উপর অথবা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া বিভ্রান্তির পথ	কুফরের পথ
শিরক	বাক্বারাহঃ ৯২	পরিচিতি ও প্রকারভেদ	শিরক
অধিকাংশ মুসলিমই শিরকে জড়িয়ে পড়ে	ইউসুফঃ ১০৬	অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনা স্বত্তেও শিরকে জড়িয়ে পড়ে /মুশরিক থেকে যায়	শিরক/ঈমান বিনষ্টকারী
শিরকের পরিণতি	যুমারঃ ৬৫	শিরক করলে ঈমান ও আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আগেকার সকল শারীয়া'তেই এ বিধান কার্যকর ছিল।	শিরকের পরিণতি
বানী-ইসলাঈলের বাছূর পূজা	বাক্বারাহঃ ৫১-৫২	"ওয়াহদাতু-ল-ওয়ুজূদ" এর সূত্র ধরে তখন তারা বাছূরকে সিজদাহ করেছিল আর এখন সমান সূত্র ধরে পীরপূজা করে যাচ্ছে কত লোক	শিরক, পদ্ধতি ও উপকরন
বানী-ইসলাঈলের তাওবাহ	বাক্বারাহঃ ৫৪	বানী-ইসরাঈলের শিরক ও শিরক থেকে তাওবাহর পদ্ধতি	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
নুস্বব	মাইদাহঃ ৯০	সৌধ, ভাস্কর্য, মিনার ও মূর্তি শিরকের উপকরন	উপকরন
মূর্তি	নাজমঃ ১৯-২০ নূহঃ ২৩	মূর্তি শিরকের অন্যতম উপকরন	শিরকের উপকরন
নবী ও রাসূল	তাওবাহঃ ৩০ নিসাঃ ১৭১	নবী ও রাসূল মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত। কিন্তু কিছু মানুষ উনাদেরকে নিয়ে অতি বাড়াবড়ি করে উনাদেরকে শিরকের উপকরন বানিয়ে ফেলে।	শিরকের উপকরন
মানবরচিত নীতি আদর্শ ও মানবপ্রবৃত্তি	জাছিয়াহঃ ২৩	মানবরচিত ও মনগড়া মতবাদ আদর্শ ও দর্শন শিরকের অন্যতম উপকরন	শিরকের উপকরন
জাতিসত্ত্বায় শিরক	তাওবাহঃ ৩০		শিরক
উলুহিয়্যাতে শিরক	আশ-শূরাঃ ২১ আনয়া'মঃ ১৩৬,	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	শিরক/ঈমান বিনষ্টকারী
"শুফায়া' থেকে "শুরাকা"	আনয়া'মঃ ৯৪ (আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে)	শিরকের একটি সূত্র হচ্ছে "শুফায়া' থেকে "শুরাকা" তথা প্রথমে বানানো হয় শাফায়াতকারী তারপর এসবকেই বানিয়ে ফেলা হয় খোদা।	শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ
রুবুবিয়্যাতে শিরক	তাওবাহঃ ৩১	আল্লাহর আইনের বিপরীতে উলামা পীর ও নেতাদের আইন মেনে নিয়ে উনাদেরকে রাব্ব বানানো হয়।	শিরক ও শিরকের উপকরন
হাকিমিয়্যাতে শিরক	কাহাফঃ ২৬	কতৃত্ব, বিচার শাসন ও নীতি নির্ধারনে আল্লাহর বিপরীতে গিয়ে অন্যকে মেনে নিলে হা'কিমিয়্যাতে শিরক হয়।	শিরক/ঈমান বিনষ্টকারী

৩- নিফাক ও মুনাফিক

নিফাক ও মুনাফিকী আসলে কুফর ও শিরকেরই নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করেছে, নিজেকে মুসলিম মনে করে এবং মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করে অথচ স্নাতন বা আধুনিক কোনো প্রকার কুফর বা শিরকেও জড়িয়ে পড়েছে এমন মুসলিমকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির বা মুশরিক। মুনাফিক নিশ্চিরভাবে চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। তাই নিজের ঈমান বাচাতে হলে মুনাফিক সম্পর্কে জানা এবং বুঝা নিতান্তই জরুরী। আর এ ব্যাপারে পাঠকদের সহযোগিতে করতেই আমাদের এ সূচীপত্র।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
কাফির ও মুনাফিক	বাক্বারাহঃ ৬-৭	মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক	
নিফাক ও মুনাফিক	বাক্বারাহঃ ৮-২০	পরিচিতি ও পরিণতি	পরিচিতি
ত্বাগূত বর্জন	নিসাঃ ৬	যে মুসলিম ত্বাগূত বর্জন করে না সে মুনাফিক	পরিচিতি
জিহাদ বিমুখ মুসলিম	তাওবাহঃ ৮১,৮৬-৮৭	যে মুসলিম জিহাদ বিমুখ হয়ে যায় সে মুনাফিক	পরিচিতি
ইসিলামী বিচার ও শাসন	নূরঃ ৪৭-৫১	যে মুসলিম ইসিলামী বিচার ও সাশন পছন্দ করে না সে মুনাফিক	পরিচিতি
ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে নতূন পথ	নিসাঃ ১৫০	যে মুসলিম ইসিলামী ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে নতুন পথ তৈরি করে সে মুনাফিক	পরিচিতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়	তাওবাহঃ ৮৪	মুনাফিকের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা নিষিদ্ধ। কারন তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তাদের জন্য হারাম হয়ে যায়	পরিণতি
মুনাফিকদের ঈমান নেই	বাক্বারাহঃ ৮ আহযাবঃ ১৯		পরিণতি
মুনাফিকরা প্রতারক	বাক্বারাহঃ ৯	নিজের ঈমান জাহির করে এরা আল্লাহ রাসূল ও মুঅমিনদের সাথে প্রতারনা করে	পরিণতি
মুনাফিকদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়	তাওবাহঃ ৮৭	প্রতারনা, বিশ্বাসঘাতকতা আর কুফরের ফলে এদের অন্তরে মোহর এটে দেওয়া হয়।	পরিণতি
মুনাফিকরা অন্ধ, বধির ও বোবা	বাক্বারাহঃ ১৮	মুনাফিকরা দ্বীনি ব্যাপারে অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে থাকে। ফলে এদের ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই বাকি থাকে না।	পরিণতি
আল্লাহর অসন্তুষ্টি	তাওবাহঃ ৯৬	আল্লাহ মুনাফিকের প্রতি চিরতরে অসন্তুষ্ট	পরিণতি
মুনাফিকদের ক্ষমা করা হবে না	তাওবাহঃ ৮০	মুনাফিকের জন্য নবী দোয়া করলেও তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।	পরিণতি
মুনাফিকরা আসল কাফির	নিসাঃ ১৫০-১৫১	মুনাফিকরা মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির।	পরিণতি
মুনাফিকদের আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	মাইদাহঃ ০৫, ৫২-৫৩ আহযাবঃ ১৮-১৮	মুনাফিকদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই তাদের নামায, রোজাসহ সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।	পরিণতি
মুনাফিকের জানাযা	তাওবাহঃ ৮৪	মুনাফিকের জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ	পরিণতি
মুনাফিকের নূর	হাদীদঃ ১৩-১৫	আখেরাতে মুনাফিকের জন্য কোনো নূর থাকবে না	পরিণতি
মুনাফিক কাফিরের মতই	নিসাঃ ১০৪ তাওবাহঃ ৬৮		পরিণতি
নিকৃষ্টতম জাহান্নাম	নিসাঃ ১৪৫	মুনাফিকের জন্য নিকৃষ্টতম জাহান্নাম	পরিণতি
মুখে ঈমান, অন্তরে নেই	বাক্বারাহঃ ৮ হুজরাতঃ ১৪	মুনাফিকরা মুখে ঈমানের কথা বলে কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না	স্বভাব
মানুষের কাছে ভালো হবার জন্য	নিসাঃ ১৪২	মুনাফিকরা সতকাজ করে মানুষের কাছে ভালো হবার জন্য	স্বভাব
কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে নয়	বাক্বারাহঃ ২৭ নূরঃ ৪৭-৫১ নিসাঃ ১৫০-১৫১	মুনাফিকরা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে মানে, পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ হিসেবে নয়	স্বভাব
কথায় পটু, ধুর্ত ও হিংসুটে	বাক্বারাহঃ ২০৪-২০৬	মুনাফিকরা কথায় পটু, তারা খুবই ধুর্ত ও হিংসুটে স্বভাবের হয়	স্বভাব
নীতিভ্রষ্ট, আদর্শহীন	নূরঃ ১৪৭-১৫১	মুনাফিকরা নীতিভ্রষ্ট, আদর্শহীন ও স্বার্থপর হয়	স্বভাব
ক্ষমতার অপব্যাবহার ও অবৈধ ফায়দা	নিসাঃ ৬০	মুনাফিকরা ক্ষমতার অপব্যাবহার করে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে থাকে	স্বভাব

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
ইসলামের পর কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়া	ইউসূফঃ ১০৬ নাহ'লঃ ১০৬	মুনাফিকরা ইসলাম গ্রহনের পরও কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়ে	স্বভাব
মন্দকে ভালো আর ভালোকে মন্দ	বাক্বারাহঃ ১১-১২	মুনাফিকরা নিজের মন্দকে ভালো আর অন্যের ভালোকে মন্দ হিসেবে উপস্থাপন করে	স্বভাব
গোপন সম্পর্ক	বাক্বারাহঃ ১৪	মুনাফিক কাফিরদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখে	স্বভাব
ধর্মান্ধ	আনফালঃ ৪৯	মুনাফিকরা মনে করে মুঅমিনগন ধর্মান্ধ	স্বভাব
জিহাদ বিমুখ	তাওবাহঃ ৪২-৪৩	মুনাফিকরা ভোগবাদী ও জিহাদবিমুখ হয়	স্বভাব
ফাসাদ ছড়ানো/ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে জিহাদবিমুখ রাখা	তাওবাহঃ ৪৭-৪৮	সমাজে ফাসাদ ছড়ানো, নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে জিহাদবিমুখ রাখা মুনাফিকদের অন্যতম প্রধান স্বভাব	স্বভাব
সাধু সাজা ও সংশোধন হওয়া	তাওবাহঃ ৪৯	মুনাফিকরা সাধু সাজতে পছন্দ করে তবে সংশোধন হতে চায় না	স্বভাব
পেলে খুশী আর না পেলে বেজাড়	তাওবাহঃ ৫৮	মুনাফিকরা দুনিয়া পেলে খুশী হয় আর না পেলে বেজাড় হয়	স্বভাব
স্বার্থে আঘাত এলে	ত্তাওবাহঃ ৬১	স্বার্থে আঘাত এলে মুনাফিকরা যেকারো বিরুদ্ধে দাড়াতে পারে	স্বভাব
মিথ্যা কসম খাওয়া	তাওবাহঃ ৬২ তাওবাহঃ ৯৫-৯৬	নিজের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করাতে আর মানুষকে খুশী করতে কথায় কথায় কসম খাওয়া মুনাফিকদের অন্যতম বদ-স্বভাব	স্বভাব
সদা আতংকিত থাকা	তাওবাহঃ ৬৪	অন্তরের গোমর ফাস হয়ে যাবার ভয়ে মুনাফিকরা সর্বদা আতংকিত থাকে	স্বভাব
দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা মশকারা	তাওবাহঃ ৬৫-৬৬	দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা মুনাফিকদের স্বভাব	স্বভাব
ভালোকাজে প্রতিবন্ধকতা আর মন্দকাজে উৎসাহিত করা	তাওবাহঃ ৬৭-৬৮	ভালোকাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা আর মন্দকাজে উৎসাহিত করা মুনাফিকদের আরেকটি বদ-স্বভাব	স্বভাব
ওয়াদা ভঙ্গ করা	তাওবাহঃ ৭৫-৭৭	ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের বদ-স্বভাব	স্বভাব
দলাদলি	তাওবাহঃ ১০৭-১০৮	মুনাফিকরা দলাদলি করে এবং দলীয় স্বার্থে মসজিদ মাদরাসাহ তৈরি করে	স্বভাব
মুনাফিকরা বস্তুবাদী	আহযাবঃ ১০-১২ আল-ই'মরানঃ১৬৬-১৬৮	মুনাফিকরা বস্তুবাদী হয়, তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথার চেয়েও বস্তুর উপর বেশী ভরসা করে	স্বভাব
যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকা	আহযাবঃ১৩-১৪, ১৮-১৯,	মুনাফিকরা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকে	স্বভাব
মুনাফিকদের আনুগত্য মেনে নেওয়া নিষিদ্ধ	আহযাবঃ ৪৮	মুনাফিকদের আনুগত্য মেনে নেওয়া মুঅমিনদের জন্য নিষিদ্ধ	আমাদের করনীয়

৪- ইবলিস ও শয়তান

শয়তান আমাদের চিরশত্রু। শয়তানের আনুগত্য ও অনুকরন করা নিষিদ্ধ। শয়তানকে আপন করে নিলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়। এসবই সত্যকথা এবং জানা কথা। কিন্তু আমাদের অনেকেই যা জানি না তা হলো শয়তান আসলে কে বা কারা। তাই আল-কুরআন থেকে শয়তান সম্পর্কে জানতেই আমাদের এআয়োজন। আশা করি আয়োজনটি আপনাদের জন্য শহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
ইবলিস	ইবলিস আসলে জিন্ন জাতিভুক্ত তবে সে ফিরিস্ততাদের সঙ্গে থাকত	কাহাফঃ ৫০	পরিচিতি
ইবলিস যেভাবে শয়তান হয়ে গেলো	আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করার কারনে ইবলিস যেভাবে অভিশপ্ত শয়তানে পরিনত হলো।	বাক্বারাহঃ ৩৪	পরিচিতি
ইবলিসের হায়াত	ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত বেচে থাকবে	হিজরঃ ৩৮	পরিচিতি
শয়তানগন	ইবলিস আসলে একজন। কিন্তু শয়তান অনেক। শয়তান শব্দটি আল-কুরআনে (একবচনে) ৬৮ আর বহুবচনে ২০, সর্বমোট ৮৮বার ব্যবহৃত হয়েছে।	বাক্বারাহঃ ১৪	পরিচিতি
মানব শয়তান	শয়তান জিন্ন জাতি থেকেও হতে পারে আবার মানব জাতি থেকেও হতে পারে।	সূরাহ নাসঃ ৬ আনয়ামঃ ১১২	পরিচিতি
শয়তান পরিচিতি	যে বা যারা কুমন্ত্রনা দেয় ও কুপথে ডাকে সে-ই শয়তান। শয়তান আমাদের পরিবারের হতে পারে, হতে পারে বন্ধুদের কেউ অথবা সমাজের কেউ।	সূরাহ নাসঃ ৫	পরিচিতি
নেতা শয়তান	ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে	বাক্বারাহঃ ১৪	পরিচিতি
চির শত্রু	জিন্ন শয়তান বা মানব শয়তান; সকল শয়তান-ই আমাদের শত্রু, সুতরাং তাদেরকে শত্রু হিসেবেই দেখতে হবে	ফাত্বিরঃ ৬	পরিচিতি
শয়তানের কাজই শত্রুতা করা	ইসলাম, নবী রাসূল ও মুঅমিনদের সাথে শত্রুতা করাই শয়তানদের কাজ, মানব শয়তান ও জিন্ন শয়তান সবাই একাজে উস্তাদ।	আনয়ামঃ ১১২	শয়তানদের স্বভাব
শয়তানের পলিসি	অভাব ও দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে অশ্লিলতা ও পাপের পথে ঠেলে দেওয়া	বাক্বারাহঃ ২৬৮	স্বভাব
হঠকারিতা	জিন্ন শয়তান বা মানব শয়তান; সকল শয়তান-ই হঠকার হয়ে থাকে। হঠকারিতা শয়তানের স্বভাব।	হাশরঃ ১৬	স্বভাব
সাজানো কথা	সাজিয়ে গুজিয়ে প্রতারনামূলক রঙ্গিন কথা বলা শয়তানদের স্বভাব। মানব শয়তান ও জিন্ন শয়তান সবাই এমন করে থাকে	আনয়ামঃ ১১২	স্বভাব
প্রতারনা	শয়তানদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে প্রতারনা, শয়তানরা প্রতারনার মাধ্যমে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চায়	আ'রাফঃ ২২	স্বভাব
প্রতারনার ধরন ও পদ্ধতি	শয়তানের প্রতারনার প্রধান পদ্ধতি মার্কেটিং /উপস্থাপনা /সুন্দর নাম। শয়তান প্রতারনা করে বাদ জিনিসকে ভালো নামে মার্কেটিং করে সুন্দর করে উপস্থাপন করে মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে।	ত্বাহাঃ ১২০	স্বভাব
অক্ষম শয়তান	শয়তান যেখানে অক্ষম হয়ে যায়	হিজরঃ ৪০	

বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
মানব শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	মানব শয়তানরা আসল শয়তানের এলাই/অনুচর। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।	নিসাঃ ৭৬	আমাদের করনীয়
শয়তান থেকে বাচার উপায়		নাহলঃ ৯৮-১০০	
হাশরের ময়দানে শয়তানের ভাষন	বিচারের পর ইবলিস তার মানব মিত্রদের লক্ষ্য করে এক ভাষন দেবে এবং তাদের তিরস্কার করবে	ইবরাহীমঃ ২২	ভাষন
লা'নত	অবাধ্যতার কারনে আল্লাহ শয়তানকে লা'নত করেছেন এবং তদীয় রহমত থেকে বঞ্চিত করেছেন	স্বাদঃ ৭৭	পরিণতি
চির জাহান্নামী	শিয়তানরা চির জাহান্নামী, জিন্ন শয়তান ও মানব শয়তান সকল শয়তানই চিরকাল জাহান্নামে থাকবে		পরিণতি

৫- আ'মাল ও ইবাদাত

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুই তার ইবাদাতের জন্য। আল্লাহর ইবাদাত আবার যেমন তেমন ভাবে করা যায় না। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্ধারিত নীতিমালা ও আদর্শ রয়েছে। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এসব নীতিমালা ও আদর্শ মেনেই আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়।

মহান আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত যে আদর্শ ও নীতিমালা দেওয়া হয়েছে একে বলা হয় দ্বীন। আমাদের দ্বীনের নাম ইসলাম। আমাদের দ্বীনের দুটি দিক রয়েছেনঃ নৈতিক দিক আর বাস্তবিক দিক। আমাদের দ্বীনের নৈতিক বিষয়সমূহকে বলা হয় ঈমান আর বাস্তবিক বিষয়সমূহকে বলা হয় আ'মাল। আ'মাল করতে যেসব রীতি ও বিধান মেনে চলতে হয় এর নাম শারীয়া'হ।

আল-কুরআনে আ'মাল ও ইবাদাত সম্পর্কে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াত সম্পর্কে পাঠকদেরকে একটু গাইড দেওয়ার জন্যই আমাদের এ সূচীপত্র। আশা করি কুরআন অধ্যয়নে এ সূচী আপনাদের সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব/ প্রসঙ্গ	মন্তব্য
ঈমান ও আমল	কাহাফঃ ১০৭	আমাদের দ্বীনের অংশ দুটি; ঈমান ও আমল। এ দুটির সমন্বয়েই আমাদের দ্বীন পূর্ণতা পেয়ে থাকে। ঈমান ব্যতীত আমাল মূলহীন আর আমাল ব্যতীত ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
ইবাদাত করতে হবে শুধুই আল্লাহর	বাক্বারাহঃ ২১	মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুই তার ইবাদাতের জন্য। আর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদার করা।	ইবাদাত
আমল করতে হয় ঈমানের সহিত	বাক্বারাহঃ ২৫ ও ২৭৭	পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনার পর ঈমানের সহিত নেক-কাজ করলে এসব ফলপ্রসু হয়, নতুবা এসব আমল ফলপ্রসু হয় না।	এ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
দ্বীন পালনের সঠিক পদ্ধতি "হানীফ পদ্ধতি"	নাহ'লঃ ১২৩	ইসলাম ছাড়া অন্যসব নীতি, আদর্শ, দর্শন ও মতবাদকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা।	এ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব/ প্রসঙ্গ	মন্তব্য
আমলের সঠিক পদ্ধতি "ইখলাস্ব"	বাক্বারাহঃ ১৩৯, গাফিরঃ১৪,৬৫, যুমারঃ ১১, বায়্যিনাতঃ ৫,	ইখলাস্ব অর্থ খাটি, ভেজালমুক্ত। নিজের দ্বীন তথা ঈমান, আমল ও নিয়্যতকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রেখে নির্ভেজাল ভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম ইখলাস্ব তথা নিজের দ্বীনকে ভেজালমুক্ত রাখা।	এ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
রাসূল সাঃএর ইবাদাত পদ্ধতি	যুমারঃ ১৪	রাসূল সাঃ উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনেই ইবাদাত করতেন।	আমলে রাসূল সাঃএর পদ্ধতি
আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি	বাক্বারাহঃ ৪৫	বিপদ আপদ ও মুসীবতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আয়াতটি দেখে নিন।	সাহায্য চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি
আমল কবুলের শর্ত	ত্বাহাঃ ১১২	আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হবার ৬টি শর্ত	আমল কবুলের শর্ত
ইসলাম গ্রহনের ১ম শাহাদাহ	আ-ল-ই'মরানঃ ১৮	ইসলাম গ্রহন করতে হলে দুটি ঘোষনা দিতে হয় আর এ দুটি ঘোষনাকে বলা হয় শাহাদাহ তথা সাক্ষ্যদান।	শাহাদাহ
ইসলাম গ্রহনের ২য় শাহাদাহ	ফাতাহঃ২৯, মুনাফিক্বূনঃ ১	ইসলামের ৫টি মূলনীতির ১মটি হচ্ছে শাহাদাহ।	শাহাদাহ
সালাতঃ পদ্ধতি ও পরিচিতি	বাক্বারাহঃ ২-৫	ইসলামের ৫টি মূলনীতির ২য়টি হচ্ছে সালাত কায়েম করা।	সালাত
সালাতে ক্বিবলাহ	বাক্বারাহঃ ১৪২-১৪৫, ১৪৮-১৫০	ক্বিবলাহ পরিবর্তন ও সালাতে ক্বিবলাহর দিকে মুখ করার বিধান	সালাত
সালাতের জন্য তাহারাত	মাইদাহঃ ৬	অযু, গোসল ও তায়াম্মুম	সালাত
সতর ঢাকা	আ'রাফঃ ৩১		সালাত
সালাতে কিয়াম	বাক্বারাহঃ ২৩৮		সালাত
সালাতে কিরাত	মুযযাম্মিলঃ ২০		সালাত
রুকু ও সাজিদাহ	হাজ্জঃ৭৭, নিসাঃ ১০২		সালাত
ভীতিকর অবস্থায় সালাত	বাক্বারাহঃ ২৩৯		সালাত
যুদ্ধের ময়দানে সালাত	নিসাঃ ১০২		সালাত
যাকাত আদায় করা ফরজ	বাক্বারাহঃ ৪৩	ইসলামের ৫টি মূলনীতির ৩য়টি হচ্ছে যাকাত।	যাকাত
যাকাত না দেওয়ার পরিণতি	তাওবাহঃ ৩৫		যাকাত
যাকাত কাদেরকে দিতে হবে	তাওবাহঃ ৬০		এছাড়া আরও অনেক আয়াতে যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব/ প্রসঙ্গ	মন্তব্য
সাওম ফরজ	বাক্বারাহঃ ১৮৩	ইসলামের ৫টি মূলনীতির ৪র্থটি হচ্ছে সাওম।	সাওম
সাওম ও রামাদ্বান মাস	বাক্বারাহঃ ১৮৫	সাওম পালন করতে হয় রামাদ্বান মাসে	সাওম
অসুস্থ বা মুসাফীরের সাওম	বাক্বারাহঃ ১৮৪		সাওম
সিয়ামের সূচনা ও সমাপ্তি কাল	বাক্বারাহঃ ১৮৭		সাওম
সিয়ামের রাতে স্ত্রী সহবাস	বাক্বারাহঃ ১৮৭		সাওম
ই'তিকাফ	বাক্বারাহঃ ১২৫	রামাদ্বান মাসের বিশেষ সুন্নাহ আমল ই'তিকাফ	ই'তিকাফ
ই'তকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস	বাক্বারাহঃ ১৮৭		সাওম ও ই'তিকাফ
সাওমের বদলে ফিদয়াহ	বাক্বারাহঃ ১৮৪		সাওম
হাজ্জ ও উমরাহ	বাক্বারাহঃ ১৯৬	ইসলামের ৫টি মূলনীতির ৫মটি হচ্ছে হাজ্জ	হাজ্জ
ইহ'রাম	মাইদাহঃ ৯৫		হাজ্জ
তাওয়াফ	হাজ্জ ২৯		হাজ্জ
সালাত	বাক্বারাহঃ ১২৫	তাওয়াফের পর সালাত	হাজ্জ
সায়ী'	বাক্বারাহঃ ১৫৮	সাফা–মারওয়ার সায়ী'	হাজ্জ
অবস্থান /ওক্বুফ	বাক্বারাহঃ ১৯৮	আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থান	হাজ্জ
মিনায় অবস্থান	বাক্বারাহঃ ২০৩		হাজ্জ
হাজ্জের সফরে উপার্জন করা	বাক্বারাহঃ ১৯৮		হাজ্জ
মাথা মুন্ডানো ও চুল কাটা	ফাতাহঃ ২৭		হাজ্জ
বর্জনীয় কাজসমূহ	বাক্বারাহঃ ১৯৭	হাজ্জ ও উমরাহ পালনকালে বর্জনীয় কাজসমূহ	হাজ্জ
শিকার	মাইদাহঃ৯৫-৯৬	ইহ'রাম অবস্থায় শিকার	হাজ্জ
বাধাপ্রাপ্ত হলে	বাক্বারাহঃ ১৯৬	ইহ'রাম বাধার পর হাজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হলে	হাজ্জ
হাজ্জে হাদী বা কুরবানী	বাক্বারাহঃ ১৯৬ সূরাহ কাওছার		হাজ্জ
সন্তান মান্নত	আল-ই'মরানঃ ৩৫	মারইয়াম আঃএর মায়ের মান্নত	নযর ও মান্নত
রোজা মান্নত	মারইয়ামঃ ২৬	মারইয়াম আঃএর মান্নত	নযর ও মান্নত
ওয়াদা পূর্ণ করা	মা-ইদাহঃ ১	ওয়াদা পূর্ণ করতে হয়	ওয়াদা
শপথ ও অঙ্গিকার	মা-ইদাহঃ ৮৯	শপথ বা অঙ্গিকার পূর্ণ করতে হয়	শপথ ও অঙ্গিকার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব/ প্রসঙ্গ	মন্তব্য
জিহাদ	মাইদাহঃ ৫৪ তাওবাহঃ ৪১	জিহাদ শব্দটি আল-কুরআনে ৪১বার উল্লেখ করা হয়েছে। জিহাদ একটি ফরজ দায়িত্ব। জিহাদ বিমুখ ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। জিহাদের অনেকগুলো স্তর ও শাখা রয়েছে। জিহাদের সর্বচ্চ স্তর ক্বিতাল বা যুদ্ধ।	জিহাদ
মুজাহিদের সম্মান	নিসাঃ ৯৫-৯৬		
জিহাদের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসলে	তাওবাহঃ ২৪, ৮১,	আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসলে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়	(এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে)
ক্বিতাল বা যুদ্ধ করা ফরজ	বাক্বারাহঃ ২১৬ (এ ছাড়াও মোট ৯৬ বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে)	ক্বিতাল বা যুদ্ধ হচ্ছে জিহাদের সর্বোচ্চ রূপ। আল-কুরআনে সূরাহ আনফাল, সূরাহ তাওবাহ, সূরাহ আহযাব, সূরাহ মুহাম্মাদ, সূরাহ হাশর, সম্পূর্ণ এবং সূরাহ বাক্বারাহ, সূরাহ আ-ল ই'মরান, সূরাহ নিসা, এছাড়াও আরও অনেক সূরায় আংশিক ভাবে জিহাদ ও ক্বিতালের কথা বলা হয়েছে।	জিহাদ ও ক্বিতালের মূল লক্ষ্য মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বের পথকে সুগম করে দেওয়া এবং সমাজে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ কায়েক করা।
যুদ্ধের মূল লক্ষ্য	আনফালঃ ৪৯		
যুদ্ধের প্রস্তুতী ও মারনাস্ত্র	আনফালঃ ৬০	যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন এবং মারনাস্ত্রের ভান্ডার একটি জাতির জন্য একান্তই প্রয়োজন	
মানবাধিকার	আনফালঃ ১২	যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করতেও তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে	
শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া	তাওবাহঃ ৬	যুদ্ধরত শত্রু যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে	
যুদ্ধ বন্দী	আনফালঃ ৬৭	নিজেদের অবস্থান মজবুত করার আগে কাউকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে রাখা যাবে না	যুদ্ধ বন্দী
বন্দীদেরকে বেধে রাখতে হবে	আনফালঃ ১২ মুহাম্মাদঃ ৪	যুদ্ধের প্রশিক্ষন, শত্রুকে আঘাত করা ও বন্দীদেরকে বেধে রাখা	যুদ্ধ বন্দী
হারাম মাসে যুদ্ধ	বাক্বারাহঃ ১৯৪		
সর্বাত্মক যুদ্ধ	তাওবাহঃ ৩৬		
শত্রুপক্ষ প্রস্তাব করলে	নিসাঃ ৯০ আনফালঃ ৬১		যুদ্ধ বিরতি বা শান্তিচুক্তি
শান্তিচুক্তির প্রস্তাব	মুহাম্মাদঃ ৩৫	মুসলিমদের থেকে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব	শান্তিচুক্তি
চুক্তি মেনে চলা	তাওবাহঃ ৪,৭,		শান্তিচুক্তি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব/ প্রসঙ্গ	মন্তব্য
বেইমানদের চুক্তি	তাওবাহঃ ৮-১২	বেইমানদের যুদ্ধ বিরতি বা শান্তিচুক্তিও অনেক সময় তাদের প্রতারনারই অংশ হয়ে থাকে	শান্তিচুক্তি
ভঙ্গের পদ্ধতি	তাওবাহঃ ১-৩	চুক্তি ভঙ্গের পদ্ধতি	শান্তিচুক্তি
প্রতিটি পদক্ষেপেই	তাওবাহঃ ১২০	যুদ্ধ অভিযানের প্রতিটি পদক্ষেপেই ছাওয়াব হয়	যুদ্ধের অভিজান
যুদ্ধে যাওয়ার কড়া নির্দেশ	তাওবাহঃ ১৩, নিসাঃ ৭৫	এ ছাড়াও মোট ৯৬ বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে	যুদ্ধ
সম্মুখ ও গেরিলা	নিসাঃ ৭১	সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ	
সাহাবাদের সাজা ভোগ	তাওবাহঃ তাওবাহঃ ১০২, ১০৬, ১১৮,	যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার কারনে সাহাবাদেরকে যে সাজা ভোগ করতে হয়েছে	যুদ্ধ
যুদ্ধে না গেলে	তাওবাহঃ ৩৯	যুদ্ধে না গেলে আযাবে নিপতিত হতে হবে	যুদ্ধ
চির জাহান্নামী	আনফালঃ ১৫-১৬	যুদ্ধ থেকে পালালে চির জাহান্নামী হতে হবে	যুদ্ধ
যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি	সূরাহ ফাতহঃ ১৭	যাদের জন্য যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি আছে	যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি
যুদ্ধে না যাওয়ার বাহানা	তাওবাহঃ ৪৪-৪৫, ৪৯, ৬৬,	বিনা কারনে যুদ্ধে না যাওয়ার বাহানা করা বা বাহানা হিসেবে অনুমতি প্রার্থনা করা কুফর	যুদ্ধে না যাওয়ার বাহানা
বদর যুদ্ধ	সূরাহ আনফাল		যুদ্ধের ইতিহাস
ওহুদ যুদ্ধ	আল-ই'মরানঃ ১২২	এখান থেকে শুরু হয়েছে	যুদ্ধের ইতিহাস
খন্দক/আহযাব যুদ্ধ	সূরাহ আহযাব		যুদ্ধের ইতিহাস
বানী নাদ্বীর ও বানি কুরাইদ্বাহ	সূরাহ হাশর, আহযাবঃ ২৬-২৭	বানী নাদ্বীর ও বানি কুরাইদ্বাহ যুদ্ধ	যুদ্ধের ইতিহাস
হুদাইবিয়্যাহ	ফাতহঃ ২৪-২৭ ফাতহঃ১০-১৫, ১৮,		যুদ্ধের ইতিহাস
তাবুক যুদ্ধ	সূরাহ তাওবাহ		যুদ্ধের ইতিহাস
হুনাইনের যুদ্ধ	তাওবাহঃ ২৫-২৭		যুদ্ধের ইতিহাস
কুরআনে উল্লেখিত কিছু সৎকাজ	তাওবাহঃ ১২০, বাক্বারাহঃ ১৭৭, আ-ল ই'মরানঃ ৯২,		সৎকাজ
ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ	মাইদাহঃ ৮	জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা ফরজ। এব্যাপারে আল-কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্বিসত শব্দটি ২৭ আর আ'দল ২৯, দুয়ে মিলে মোট ৫৮বার ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের কথা বলা হয়েছে	ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ
বিচার ও শাসন	নিসাঃ ৫৮,৬৫,১০৫, নূরঃ ৪৭-৫১	আল্লাহর বিধান মেনে বিচার ও শাসন করার কথা আল-কুরআনে অনেক আয়াতে বলা হয়েছে	বিচার ও শাসন
অধিকার ও আমানাত	নিসাঃ ৫৮	সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া এবং সকলের কাছে তার আমানাত পৌছে দেওয়া	অধিকার ও আমানাত

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব/ প্রসঙ্গ	মন্তব্য
সুন্দর কথা	বাক্বারাহঃ ৮৩	সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলা	সুন্দর কথা
বিবাদ মিমাংসা	হুজরাতঃ ৯		বিবাদ মিমাংসা
		এ ছাড়াও আরও অনেক আমলের কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।	
কুফর করলে	মাইদাহঃ ৫	কুফর করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল প্রকার আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	ঈমান ও আ'মাল নষ্ট
শিরক করলে	যুমারঃ ৬৫	শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল প্রকার আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	ঈমান ও আ'মাল নষ্ট
আমল নষ্ট	মুহাম্মাদঃ ৯	আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো তথ্য বিধান বা অন্যকিছু অপছন্দ করলে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	আ'মাল নষ্ট
রিয়া	বাক্বারাহঃ ১৬৪	রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য আ'মাল ও ইবাদাত করলে এর ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়	ছাওয়াব নষ্ট
খোটা বা কষ্ট	বাক্বারাহঃ ১৬৪	গ্রহিতাকে কষ্ট বা খোটা দিলে ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়	ছাওয়াব নষ্ট
দুনিয়ার জন্য ইবাদাত করা	বাক্বারাহঃ ২০০ আল-শূরাঃ ২০		ছাওয়াব নষ্ট

৬- কিয়ামত, হাশর ও পরকাল

আল-কুরআনের অনেক আয়াতে কিয়ামত, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম ও আখেরাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বলতে গেলে মক্কায় নাযিল হওয়া অধিকাংশ সূরাহ-ই এমন আলোচনায় ভরপুর। তথাপিও সামান্যকিছু সূচী নিম্নে পেশ করা হলো।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
চাঁদ ফেটে গেছে	ক্বামারঃ ১		কিয়ামতের আলামত
দাব্বাতু-ল-আরদ্ব	নামলঃ ৮২	কিয়ামতের আগে যে জন্তু বের হয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে	কিয়ামতের আলামত
পশ্চিম থেকে সূর্য উদয়	আনয়া'মঃ ১৫৮ ক্বিয়ামাহঃ৭-১২		কিয়ামতের আলামত
ভূমিকম্প	যিলযাল:১		কিয়ামতের আলামত
ভূ-গর্বস্থ সম্পদ বেরিয়ে আসা	যিলযালঃ ২		কিয়ামতের আলামত
সম্পদ অবহেলিত	তাকওয়ীরঃ ৪	কিয়ামতের আগে এমন অবস্থা হবে	কিয়ামতের আলামত
সাগর ফুলে উঠা	তাকওয়ীরঃ ৬ ইনফিত্বারঃ ৩		কিয়ামতের আলামত
নক্ষত্ররাজি ভেঙ্গে পড়বে	ইনফিত্বারঃ ২ তাকওয়ীরঃ ২		কিয়ামতের আলামত
কিয়ামতের সময়কাল	আ'রাফঃ ১৮৭		
কিয়ামতের ধরন বা পদ্ধতি		সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ, তাকওয়ীর, ইনফিত্বার, নাবা, ইত্যাদি দেখে নিন	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
কিয়ামত হঠাৎ চলে আসবে	আনয়া'মঃ ৩১ ইউসুফঃ ১০৭ নাহ'লঃ ৭৭		
পুনরুত্থান	আনয়া'মঃ ৩৬ আ'রাফঃ ১৪ হূদঃ ৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
হাশর	বাক্বারাহঃ ২০৩ আল-ই'মরানঃ১৫৮ নিসাঃ ১৭২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
আমলনামা	মুঅনূনঃ ২৬ ইসরাঃ ৭১	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
ডান হাতে আমলনামা	ইনশিক্বাক্বঃ ৭-৮ হাক্বক্বাহঃ১৯-২৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
বামহাতে আমলনামা	হাক্বাক্বাহঃ ২৫-৩৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
৩ দল	ওয়াক্বিয়াহঃ ৭	হাশরের মাঠে মানুষ ৩ দলে বিভক্ত হবে	
যারা অগ্রগামী	ওয়াক্বিয়াহঃ ১০-২৬		
যারা ডানহাতী	বালাদঃ ১৩-১৮ ওয়াক্বিয়াহঃ ২৭-৪০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
যারা বামহাতী	বালাদঃ ১৯-২০ ওয়াক্বিয়াহঃ ৪১-৫৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
বিচার	জাছিয়াহঃ ১৭ ইবরাহীমঃ ২২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
শাফায়াত	বাকারাহঃ ৪৮, ২৫৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
জাহান্নাম অতিক্রম	মারইয়ামঃ ৭১	মুঅমিন বান্দাদেরকেও জাহান্নাম অতিক্রম করেই জান্নাতে যেতে হবে	
জাহান্নামের আযাব	ওয়াক্বিয়াহঃ ৪১-৫৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
আকাশ উন্মুক্ত হবে	নাবাঃ ১৯	আকাশ উন্মুক্ত করে জান্নাতে যাওয়ার পথ তৈরি করা হবে	
জাহান্নামের অবস্থান	মারইয়ামঃ ৭১		
জান্নাতের অবস্থান	নাজমঃ ১৫		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
জান্নাতের নিয়ামত	বাক্বারাহঃ ২৫ ওয়াক্বিয়াহঃ ১০-৪০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
হূর	ওয়াক্বিয়াহঃ ২২-২৩, ৩৫-৩৭, নাবাঃ ৩৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
গিলমান	ওয়াক্বিয়াহঃ ১৭-১৮		
সোফা ও বিছানা	কাহাফঃ ৩১ ইনসানঃ ১৩, ২১ আর-রাহমানঃ ৭৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
অবর্ননীয়	সাজিদাহঃ ১৭	আসলে জান্নাতের বর্ননা দেওয়া এবং এসব বুঝা অসম্ভব	
আ'রাফ বাসী	আ'রাফঃ ৪৬-৫১		
জনতা ও নেতাদের কথোপকথন	স্বাফফাতঃ ২৬-৩৩ আ'রাফঃ ৫০-৫১ বাক্বারাহঃ ১৬৬-১৬৭ ইবরাহীমঃ ২১		আখেরাতে
মুঅমিন ও মুনাফিক	হাদীদঃ ১২-১৫	মুঅমিন ও মুনাফিকের কথোপকথন	
জান্নাতে বসে জাহান্নামী দেখা	স্বাফফাতঃ ৫০-৫৭	জান্নাতে বসে জাহান্নামীদের দেখা এবং তাদের সাথে কথা বলা যাবে	

৭-নবী রাসূল সৎব্যক্তি বর্গ এবং তাদের শত্রুদের তালিকা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
পারস্পারিক মান	বাক্বারাহঃ ২৫৩	রাসূলগনের পারস্পারিক মর্যাদা ও যুদ্ধ বিগ্রহের রহস্য	
আদম আঃ	বাক্বারাহঃ ৩১		মোট ২৫বার
ঈসা আঃ	আনয়া'মঃ ৮৫	আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হলো আদমের মত (৩/২৫)	মোট ২৫বার
নূহ আঃ	সূরাহ নূহ		মোট ৪৩বার
হূদ আঃ	সূরাহ হূদ		মোট ৭বার
যাকারিয়্যা আঃ	আনয়া'মঃ ৮৫		মোট ৭বার
ইয়াহইয়া আঃ	আনয়া'মঃ ৮৫		মোট ৫বার
মূসা আঃ	বাক্বারাহঃ ৫৩		মোট ১৩৬বার
হারূন আঃ	আ'রাফঃ ১২২		মোট ২০বার
দাউদ আঃ	বাক্বারাহঃ ২৫১		মোট ১৬বার
সুলাইমান আঃ	বাক্বারাহঃ ১০২		মোট ১৬বার
ইয়াকূব আঃ	বাক্বারাহঃ ১৩৬		মোট ১৬বার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
ইবরাহীম আঃ	বাক্বারাহঃ ২৫৮		মোট ৬৮বার
ইসমাঈ'ল আঃ	বাক্বারাহঃ ১৩৬		মোট ১২বার
ইসহাক আঃ	বাক্বারাহঃ ১৩৬		মোট ৬বার
ইউসুফ আঃ	সূরাহ ইউসুফ		মোট ২৭বার
লূত্ব আঃ	আ'রাফঃ ৮০		মোট ২৭বার
ইউনুস আঃ	সূরাহ ইউনুস		মোট ৪বার
আইয়্যুব আঃ	আম্বিয়াঃ ৮৩		মোট ৪বার
স্বালিহ আঃ	হূদঃ ৬১		মোট ৯বার
শুয়াইব আঃ	হূদঃ ৮৪		মোট ১১বার
ইলইয়াস আঃ	আনয়া'মঃ ৮৫		মোট ২বার
ইদরীস আঃ	মারয়ামঃ ৫৬		মোট ২বার
আল-ইয়াসা' আঃ	স্বোয়াদঃ ৪৮		মোট ২বার
উ'যাইর আঃ	তাওবাহঃ ৩০	বাক্বারাহ ২৫৯তম আয়াতে নাম উল্লেখ না করে উনার একটি ঘটনা বর্ননা করা হয়েছে	মোত ১ বার
মুহাম্মাদ সাঃ	সূরাহ মুহাম্মাদ	আর আহমাদ নামে ১বার	মোট ৫বার
যু-ল-কিফল	স্বোয়াদঃ ৪৮	নবী ছিলেন কী না সঠিক ভাবে জানা যায়নি	
খাদ্বির আঃ	কাহাফঃ ৬৫-৮২	কুরআনে শুধু বান্দা বলা হয়েছে, নাম উল্লেখ করা হয়নি। মূসা আঃ উনার সাথে সাক্ষাত করে ছিলেন	নবী ছিলেন কী না সঠিক ভাবে জানা যায়নি
লুক্বমান	সূরাহ লুক্বমান	নবী ছিলেন কী না সঠিক ভাবে জানা যায়নি তবে খুব জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ হাকীম ছিলেন	
যু-ল-ক্বারনাইন	কাহাফঃ ৮৩-৯৯	নবী ছিলেন কী না সঠিক ভাবে জানা যায়নি, তবে ন্যায় পরায়ন এক মহান শাসক ছিলেন	ইস্কান্দর নামেও খ্যাত
শামওয়ীল আঃ	বাক্বারাহঃ ২৪৬	কুরআনে শুধু নবীর কথা বলা হয়েছে, নাম বলা হয়নি	
ত্বালূত	বাক্বারাহঃ ২৪৭	বানী ইসরাঈলের একজন ন্যায় পরায়ন রাজা ছিলেন, যিনি দুর্দান্ত জালূত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে জেরুসালেম /জেরুজালেম উদ্ধার করে ছিলেন।	
জালূত	বাক্বারাহঃ ২৫১	রাজা জালূত কাফির শাসক ছিল, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মুসলিম রাজা ত্বালূত	
ই'মরান	আল-ই'মরানঃ ৩৫	ঈসা আঃএর নানা এবং মারইয়ামের বাবা, তিনি তাওরাতের পন্ডিত, বানী-ইসরাঈলের দক্ষ আলীম এবং মাসজিদ আক্বস্বার ইমাম ছিলেন	
ই'মরানের স্ত্রী	আল-ই'মরানঃ ৩৫	মারইয়াম আঃএর মা হান্নাহ, ঈসা আঃএর নানী ছিলেন,	
মারইয়াম আঃ	সূরাহ মারইয়াম	ঈসা আঃএর মা, উনার কাছে ওহী এসেছে বলে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে তাই অনেকের মতে নবী ছিলেন।	
মূসার আঃএর মা	ত্বাহাঃ ৩৮	উনার কাছে ওহী এসেছে তাই অনেকের মতে নবী ছিলেন	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
মূসা আঃএর বোন	ত্বাহাঃ ৪০	সিন্দুকের পিছু পিছু যাচ্ছিলেন	
শুয়া'ইব আঃএর ২ মেয়ে	ক্বাস্বাস্বঃ ২৩	মূসা আঃএর সাথে সাক্ষাত এবং একজনের সাথে বিয়ে হয়েছিল	
লূত্ব আঃএর মেয়ে	হূদঃ ৭৮		
ইবরাহীমের স্ত্রী	হূদঃ ৭১	মেহমানদের খাবার দিয়ে পাশেই দাড়িয়ে ছিলেন	
নূহ আঃ ও লূত্ব আঃএর স্ত্রীগন	তাহরীমঃ ১০	যারা নিজে পাপী কিন্তু আপনজন দ্বীনদার, তাদের উপমা হিসেবে এ দুজনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।	
ফেরাউনের স্ত্রী	তাহরীমঃ ১১	নিজে দ্বীনদার তবে অভিভাবক বা আপনজন পাপিষ্ঠ এমনলোকদের উপমা হিসেবে ফেরাউনের স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। তার নাম আসিয়া	
ইবলিস	কাহাফঃ ৫০	আরও অনেক আয়াতে ইবলিসের কথা বলা হয়েছে	মোট ১১ বার
শয়তানগন	বাক্বারাহঃ ১৪	ইবলিস একজন কিন্তু শয়তান অনেক। যে বা যারা আল্লাহর কোনো বান্দা/বান্দীকে পাপের পথে প্ররোচিত করে সে-ই শয়তান। আল-কুরআনে অনেক বার শয়তান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।	মোট ৭৫ বার
ফেরাউন	নাযিয়া'তঃ ২৩	মূসা আঃএর সময়ে মিশরের রাজা ছিল। আল-কুরআনে অনেক বার ফেরাউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।	মোট ৭৪বার
হামান	গাফিরঃ ৩৬	ফেরাউনের মন্ত্রী ছিল এবং ফেরাউনের আদেশে আল্লাহকে হত্যা করার জন্য টাওয়ার নির্মান করেছিল।	
ক্বারূন	ক্বাস্বাস্বঃ ৭৬-৮২	একজন দক্ষ আলীম ও সফল ব্যবসায়ী ইসরাঈলী ছিল। সম্পদের মোহে এবং ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য কাফির সরকারের সাথে আতাত করে নবী ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ছিল।	
নমরূদ	বাক্বারাহঃ ২৫৮	রাজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে নাম বলা হয়নি	
মূসা আঃএর খাদেম	কাহাফঃ ৬০	এ যুবকের নাম ছিল ইউশা বিন নূন। তিনি পরে বানী-ইসরাঈলের শাসক হয়েছিলেন।	
সামিরী	ত্বাহাঃ ৮৭	বানী ইসরাঈলের প্রসিদ্ধ পন্ডিত ও দক্ষ ভাস্কর্য নির্মাতা ছিল। স্বর্নের বাছুর বানিয়ে "ওয়াহদাতু-ল-ওয়ুজুদ" এর থিউরী আবিস্কার করে বাছুরকে সিজদাহ করিয়ে ৭০হাজার মানুষকে শিরকে লিপ্ত করেছিল।	
বালআ'ম বাউ'রা	আ'রাফঃ ১৭৫-৭৬	বানী ইসরাঈলের প্রসিদ্ধ আলিম ছিল। সরকারের চাপে এবং দুনিয়ার লোভে পড়ে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। আল-কুরআনে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি, শুধু তার কীর্তি বর্ননা করা হয়েছে।	
ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ	মুদ্দাচ্ছিরঃ ১১-২৬	সে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃএর পিতা, কুরআনে নাম উল্লেখ না করে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে।	
আবু-জেহেল	আনফালঃ ৩২	কুরআনে নাম উল্লেখ না করে তার কথা বলা হয়েছে।	
ত্বাগূত	বাক্বারাহঃ ২৫৬	আরও অনেক আয়াতে ত্বাগূতের কথা বলা হয়েছে	মোট ৮বার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
মিষ্টিভাষী ঝগড়াটে মানুষ	বাক্বারাহঃ ২০৪-২০৬	যাদের মুখে মধু আর অন্তরে বিষ এমন লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে	ইঙ্গিতপূর্ন আয়াত
একজন সফল ব্যবসায়ী	বাক্বারাহঃ ২০৭	আয়াতটিতে সুহাইল রাঃ এবং তার মত মানুষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে	ইঙ্গিতপূর্ন আয়াত
সংস্কৃতি ও সংস্কার	বাক্বারাহঃ ২০৮-৯	আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাঃএর মত যে বা যারা মুসলিম হয়েও মেনে চলে অন্য সংস্কৃতি বা সংস্কার	ইঙ্গিতপূর্ন আয়াত

৮- দ্বীন বুঝার কয়েকটি মূলনীতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
দ্বীনের সকল তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত	বাক্বারাহঃ ১৫৯-১৬০	কুরআন সুন্নাহর সকল তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। তাই এসব বিষয়ের কোনো কিছু কারো থেকে গোপন করা পাপ যা ক্ষেত্র বিশেষে কুফর পর্যন্ত হতে পারে	দ্বীন
দ্বীন অর্থ জীবন আদর্শ	তাওবাহঃ ৩৩	এখানে ইসলামকে দ্বীন বলা হয়েছে এবং অন্যান্য নীতি আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থাকেও দ্বীন বলা হয়েছে	দ্বীন
একমাত্র দ্বীন	আল-ই'মরানঃ ১৯	আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ হলো ইসলাম	দ্বীন
দ্বীন পরিপূর্ণ	বাক্বারাহঃ ২০৮-৯	সংস্কৃতি ও সংস্কারসহ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়েই আল্লাহর দ্বীন মেনে চলতে হয়	দ্বীন
জাতীয় ঐক্য	আল-ই'মরানঃ১০৩	ইসলামের মূল শিক্ষা মুসলিম জাতীর জাতীয় ঐক্য	জাতীয় ঐক্য
ঐক্য বিনষ্টকারী	আল-ই'মরানঃ১০৫	যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে দলাদলি করে তাদের সঙ্গ দেওয়াও নিষিদ্ধ	দলাদলি
দলাদলির মূল কারন প্রতিহিংসা	শূরাঃ ১৪		দলাদলি
দলবাজরা যাতে খুশী হয়	রূমঃ ৩২		দলাদলি
দলাদলি কুফরের শামিল	আনয়া'মঃ১৫৩,১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪,	উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ	দলাদলি
কারা দলাদলি করে না	হূদঃ ১১৮-১১৯		দলাদলি
দলাদলির পরিনাম	আনয়া'মঃ ১৫৯	যারা দলাদলি করে নবী সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়	দলাদলি
বাধ্যবাধকতা	বাক্বারাহঃ ২৫৬	দ্বীন গ্রহনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তবে দ্বীন গ্রহনের পর এর ফরজ বিধানগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে	বাধ্যবাধকতা
জবাবদিহিতা	বাক্বারাহঃ ২৮৪	সবাইকে নিজের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে	জবাবদিহিতা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
শারীয়া'হ	মা-ইদাহঃ ৪৮	শারীয়া'হ অর্থ জীবন বিধান। প্রত্যেক রাসূলকে নতুন শারীয়া'হ বা আইন দেওয়া হয়। শারীয়া'হর মূলনীতিসমূহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত	শারীয়া'হ
আনুগত্য	নিসাঃ ৫৯	শারীয়া'হ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য	আনুগত্য
অনুকরনীয় আদর্শ	আল-ই'মরানঃ ৯৫	আমাদের একমাত্র অনুকরনীয় আদর্শ হলো হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহিম আদর্শ মেনে চলা	অনুকরন
অনুকরনীয় কিতাব/বিধান	আনয়া'মঃ ১০৬	আমাদের একমাত্র অনুকরনীয় বিধান হচ্ছে ওহীর বিধান, যে বিধানের মূলে রয়েছে আল-কুরআন	অনুকরন
অনুকরনীয় ব্যক্তি	আল-ই'মরানঃ ৪১	আমাদের অনুকরনীয় একমাত্র ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ	অনুকরন
অনুকরনীয় সমাজ	বাক্বারাহঃ ১৩৭	আমাদের অনুকরনীয় একমাত্র সমাজ হলো সাহাবাদের সমাজ	অনুকরন
শারীয়া'হ আইনের ১টি সূত্র	বাক্বারাহঃ ২৮৬	সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না	আইনের সূত্র
ইসলামী সমাজের কয়েকটি মূলনীতি	ইসরাঃ ২৩-৩৮		সমাজনীতি
সমাজনীতি	ইসরাঃ ২৬-৩৮	এছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	সমাজনীতি
আমানত রক্ষা ও সাক্ষ্য গোপন	বাক্বারাহঃ ২৮৩	আমানত রক্ষা করা এবং সময় মত ফিরিয়ে দেওয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করার বিধান	সমাজনীতি
ওয়াদা পূর্ণ করা	মাইদাহঃ ১	ওয়াদা করলে ওয়াদা পূর্ণ করতে হয়	ওয়াদা
অঙ্গিকার পূর্ন করা	মাইদাহঃ ৮৯	শপথ বা অঙ্গিকার করলে এটা পূর্ণ করতে হয়	শপথ ও অঙ্গিকার
শয়তানগন	বাক্বারাহঃ ১৪ (মোট ৭৫বার)	দ্বীন পালনের একটি মূলনীতি হচ্ছেঃ সকল শয়তানকে শত্রু হিসেবে দেখা	শত্রু ও মিত্র
ত্বাগূত	বাক্বারাহঃ ২৫৬, ২৫৭, নিসাঃ ৫১,৬০,৭৬, মাইদাঃ৬০, নাহলঃ ৩৬, যুমারঃ ১৭,	ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত, ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহনযোগ্য হয় না	শত্রু ও মিত্র
ওয়ালী/অলি-আওলিয়া	বাক্বারাহঃ ২৫৭ (মোট ২৩৩বার)	পরিচিতি ও বিধান। ওয়ালী বানানো ও ওয়ালী হিসেবে কাউকে মান্য করার বিধান ও নীতিমালা	শত্রু ও মিত্র
তাযকিয়্যাহ	নাজমঃ ৩২	তাযকিয়্যাহর ৪টি ধাপ রয়েছে। এরমাঝে ২টি ধাপের জন্য আমরা চেষ্টা করব আর একটি ধাপ আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারবে না	
শত্রু ও মিত্র	বাকারাহঃ ১০৭	শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা	শত্রু ও মিত্র
জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ	বাক্বারাহঃ ২১৩	এটা একটা বিরাট বিষয় এবং বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী পালনীয় একটি কুফর	জাতীয়তা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
প্রতিরক্ষানীতি ও যুদ্ধনীতি	বাক্বারাহঃ১৯০-১৯৫, ২১৬-২১৮,		প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ
মৃত্যু থেকে পালানো	বাক্বারাহঃ২৪৩-৪৪,	মৃত্যু থেকে না পালিয়ে রুখে দাড়াতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়	প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ
গোপন রহস্য	বাক্বারাহঃ ২৫৩	যুদ্ধ বিগ্রহের গোপন রহস্য	প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ
দ্বীন পালনের পদ্ধতি	বাক্বারাহঃ ১৩৫ (সহ মোট ১২বার)	ইসলাম ছাড়া অন্য সকল নীতি, আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, ইত্যাদি সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র ইসলামী রীতিনীতি ও আদর্শ মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা	হানীফ পদ্ধতি
ভেজালমুক্ত	বাক্বারাহঃ ১৩৯ (সহ মোট ৩১বার)	দ্বীন পালন করতে হয় ভেজালমুক্ত থেকে, ভেজালযুক্ত দ্বীন বা ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়।	ভেজালমুক্ত
সাহায্য চাওয়ার পদ্ধতি	বাক্বারাহঃ ১৫৩	বিপদ আপদ ও মুসীবতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি	সাহায্য চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি
শরনার্থীনীতি	তাওবাহঃ ৬	যুদ্ধরত শত্রুসেনা আশ্রয় চাইলে তাকেও আশ্রয় দিতে হয়	শরনার্থীনীতি
আইনের উৎস	নিসাঃ ১০৫	আইনের মূল উতস হলো আল-কুরআন	আইনের উৎস
ফুরকান	বাক্বারাহঃ ৫৩	সত্যমিথ্যা নির্ধারনের মূলনীতি	
বিচার ও শাসনের মূলনীতি	নিসাঃ ৫৮ (আদল শব্দে ২৯ আর ক্বিসত শব্দে ২৭ মোট ৫৬ বার)	বিচার ও শাসনের মূলনীতি হচ্ছে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ	আইনের মূলনীতি
সাক্ষ্য দেওয়ার মূলনীতি	নিসাঃ ১৩৫	সাক্ষ্য হলো ন্যায় বিচারের মূলভিত্তি। আর সাক্ষ্য দেওয়ার মূলনীতি হলো ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ	সাক্ষ্য দেওয়ার মূলনীতি
মুহকাম মুতাশাবিহ	আল ই'মরানঃ ৭	কুরআন বুঝার মূলনীতি	
তাহরীফ	বাক্বারাহঃ ৭৫	কুরআন বুঝার মূলনীতি	
আযীমাত ও রুখসাত	নাহলঃ ১০৬		দ্বীন পালনের নীতি
আসল হিকমাহ	বাক্বারাহঃ ২৬৯		
বিচারে লজিক	ইউসুফঃ ২৬-২৯		যুক্তি /লজিক
দাওয়াতে লজিক	ইউসুফঃ ৩৭-৪০		যুক্তি /লজিক
তর্কে লজিক	বাক্বারাহঃ ২৫৮		যুক্তি /লজিক
শিক্ষায় লজিক	স্বোয়াদঃ ২১-২৬		যুক্তি /লজিক
হালাল হারাম	বাক্বারাহঃ ১৬৮-৬৯ আল ই'মরানঃ ৯৪		খাদ্য ও পানীয়

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
হারাম খাদ্যের কিছু তালিকা	বাক্বারাহঃ ১৭২-১৭৩		খাদ্য ও পানীয়
হারামের প্রভাব	বাক্বারাহঃ ৩৬-৩৮		খাদ্য ও পানীয়
হারাম উপার্জন	বাক্বারাহঃ ৬৫		খাদ্য ও পানীয়
হারাম পানীয়	মাইদাহঃ ৯০		খাদ্য ও পানীয়
জোয়া ও লটারী	মাইদাহঃ ৯০		জোয়া /লটারী
আসল পূন্য	বাক্বারাহঃ ১৭৭	আসল পূন্যকাজের কিছু তালিকা	
অধিকার	নাহল; ২৬		অধিকার
অপচয়	নাহলঃ ২৭		অপচয়
বিচ্যুতি	বানী-ইসরাঈলঃ ৭৩	ওহীর বিধান থেকে বিচ্যুতি	
বিপরীতে কাজ	হাজ্জঃ ৫১	আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কাজ করা কুফর	
কুফরের প্রতিক্রিয়া	মাইদাহঃ ৫	কুফর করলে ঈমান নষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়	
সন্দেহ	হাজ্জঃ ৫৫	আল্লাহর বিধানে অথবা আল্লাহ প্রদত্ব কোনো তথ্যে সন্দেহ করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ	
বিদয়া'ত ও মাওদ্বু হাদীছ	কাহাফঃ ১০৪-৬	ইসলামের মূল বিষয় আনুগত্য ও অনুকরন, আমাদেরকে ইবাদাত ও ইবাদাতের পদ্ধতি শিখাতে পাঠানো হয়েছে রাসূল। তাই রাসূল সাঃএর শিখানো পন্থা ছেড়ে মনগড়া পন্থায় ইবাদাত গ্রহনযোগ্য নয় আর এরই নাম বিদয়া'ত। বিদয়া'তের মূল উৎস বানানো হাদীছ বা রাসূলের উপর মিথ্যাচার। বিদয়া'ত জাহান্নাম এর পথ সুগম করে দেয়	বিদয়া'ত
ইলমু-ল-গাইব	নামলঃ ৬৫		
জাল হাদীছের উৎস	হাজ্জঃ ৫২-৫৩	জাল হাদীছের মূল উৎস শয়তানগন। তারাই নবী সাঃএর নামে নানা কথা রটনা করে মানব সমাজে ছড়িয়ে দেয়	
বিচার, ফতোয়া ও মিমাংসা	হুজরাতঃ ৯ আম্বিয়াঃ ৭৯		সমাজনীতি
বাহ্যিক কথা	নিসাঃ ৯৪	বিচার বা ফতোয়া হবে বাহ্যিক কথার ভিত্তিতে	সমাজনীতি
দান	বাক্বারাহঃ ২৬৭	আল্লাহর পথে দান করতে হয় উত্তম ও উতকৃষ্ট বস্তু	অর্থনীতি
দানের নিয়ম	বাক্বারাহঃ ২৭১		অর্থনীতি
দানে প্রাধান্য	বাক্বারাহঃ২৭৩-৭৪,	দ্বীনের জন্য যে যত বেশী ত্যাগ স্বীকার করবে দানের বেলায় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।	অর্থনীতি
ঋণ,মেয়াদী লেনদেন, বন্ধকী	বাক্বারাহঃ ২৮২	ঋণ, মেয়াদি লেনদেন ও বন্ধকীর বিধান	অর্থনীতি
ঋণ পরিশোধ	বাক্বারাহঃ ২৮০-৮১		অর্থনীতি
সূদ	বাক্বারাহঃ২৭৫-৮১,	বিধান ও পরিণতি	অর্থনীতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
হেদায়াত ও দান	বাক্বারাহঃ ২৭২	হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে, আল্লাহ ছারা অন্য কেও (এমন কি নবী চাইলে) কাউকে হেদায়াত করতে পারবে না। সরকারি অনুদানে মুসলিম অমুসলিম, ভালো ও মন্দ সকলেরই অধিকার আছে।	
ভন্ডামী	বাক্বারাহঃ ৪৪	অন্যকে সৎকাজের আদেশ করা এবং নিজের বেলায় ভুলে থাকা	
রাশিফল	বাক্বারাহঃ ৬২		
অধিক প্রশ্ন	বাক্বারাহঃ ৬৭-৭১	অধিক প্রশ্নের কুফল	
তাযকিয়্যাহ	বাক্বারাহঃ১২৯, ১৫১		
যিকর/যিকির	আম্বিয়াঃ ৭,৫০		
আওছান ও আনস্বাব	হাজ্জঃ ৩০ মাইদাহঃ ৩,৯০		ভাস্কর্যনীতি
নাফস ও ক্বারীন	ফুসসিলাতঃ ২৫		নাফস ও ক্বারীন
সম্প্রচার ও মিডিয়া	নিসাঃ ৮৩,১৪৮ হুজরাতঃ ৬		সম্প্রচার নীতি
নাটক, উপন্যাস ও চলচ্ছিত্র	লুক্বমানঃ ৬		সম্প্রচার নীতি

৯- আল-কুরআনে উল্লেখিত জুলম/অত্যাচার সাধারন ঘটনা ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ

বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
ইতিহাসের ১ম হত্যাকান্ড	আদম আঃএর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিলের ঘটনা, এটাই মানব ইতিহাসে ১ম কুরবানী ও ১ম হত্যা	মাইদাহঃ ২৭-৩১	জুলম
নূহ আঃ	দাওয়াত, মানুষের প্রতিক্রিয়া, নবীর বদ-দোয়া ও আল্লাহর আযাব	সূরাহ নূহ	জুলম, বদ-দোয়া ও আযাব
গোপন হত্যা চক্রান্ত	নবী সালিহ আঃ এবং উনার প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদের সবাইকে গোপনে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে তখনকার সমাজপতিরা	নামলঃ ৪৫-৫৩	চক্রান্ত
একটি বিচার	দাউদ আঃ ও সুলাইমান আঃএর বিচারের ঘটনা	আম্বিয়াঃ ৭৮-৭৯	বিচার
বিচার	যে বিচারের মাধ্যমে দাউদ আঃএর পরীক্ষা নেওয়া হয়	স্বোয়াদঃ ২১-২৬	বিচার
পিপিলিকা ও হুদহুদ পাখি	পিপিলিকা, হুদহুদ পাখি ও রানী বিলকিসের ঘটনা	নামলঃ ১৫-৪৪	সাধারন ঘটনা
রানী বিলকিস ও সাবা বাসী		সূরাহ সাবা	সাধারন ঘটনা
জিন্ন দ্বারা কাজ করানো	সুলাইমান আঃ জিন্নদের দিয়ে অনেক কাজ করাতেন	সাবাঃ ১২-১৪ স্বোয়াদঃ ৩৭-৩৮	সাধারন ঘটনা
জিন্ন রাজা	সুলাইমান সেজে জিন্নের রাজ্য শাসন	স্বোয়াদঃ ৩৪-৪০	সাধারন ঘটনা
আল্লাহর উটনী		শামছঃ ১১-১৫ হূদঃ ৬১-৬৮	অলৌকিক ঘটনা
মূর্তী ভাঙ্গা	ইবরাহীম আঃ ও মুর্তী ভাঙ্গার ঘটনা	স্বাফফাতঃ৮৩-৯৯	সাধারন ঘটনা

বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
ইবরাহীম আঃকে আগুনে নিক্ষেপ		আম্বিয়াঃ ৩১-৭৭	জুলম
ইবরাহীম আঃএর ছেলে কুরবানী		স্বাফফাতঃ ৯৯-১০৯	আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নমুনা
ইউসুফ আঃএর ভাইদের অবিচার	ঘটনাটি মানব জীবনের জন্য খুবই শিক্ষনীয়। হিংসা, প্রেম, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং একটি দেশ ও জাতির পরিবর্তন তথা সামাজিক বিপ্লবের এক উজ্জল নমুনা	সূরাহ ইউসুফ	জুলম, প্রেম, সামাজিক বিপ্লব, তাক্বদীর
সমকামীদের আক্রমন	নবী লূত্ব আঃএর প্রতি কীভাবে ধেয়ে এসেছিল সমকামীরা	হূদঃ ৭৭-৮৩	সাধারন ঘটনা
শিশু হত্যা	ফেরাউন ২বার ইসরাঈলী শিশুদেরকে হত্যা করেছিল। একবার মূসা আঃএর আগমনের আগে আর একবার মূসা আঃএর আগমনের পরে।	বাক্বারাহঃ ৪৯ গাফিরঃ ২৩-২৫ আ'রাফঃ ১২৭	জুলম
নদীতে ভাসমান শিশু মূসা	শিশু মূসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া, রাজ পরিবারের উদ্ধার ও লালন পালন	ক্বাস্বাস্বঃ ৭-১৩	অলৌকিক ঘটনা
মূসা আঃ ও পাথর	মূসা আঃএর আরোগ্যতার প্রমাণ	আহযাবঃ ৬৯ শুয়া'রাঃ ৬৩	অলৌকিক ঘটনা
বাছুর পূজা	বানী-ইসরাঈলের বাছুর পূজা	ত্বাহাঃ ৮৩-১০০	সাধারন ঘটনা
পানির নীচে পথ	সাগর দুভাগ হয়ে বানী-ইসরাঈলের জন্য পথ তৈরি হলো	বাক্বারাহঃ ৫০	অলৌকিক ঘটনা
পাথর থেকে পানি	মূসা আঃএর পাথরের আঘাতে পাথর থেকে পানি নির্গত হয়েছিল	বাক্বারাহঃ ৬০	অলৌকিক ঘটনা
মানুষ থেকে বানর	আল্লাহর অবাধ্য হয়ে শনিবারে মাছ ধরার কারনে মানুষগুলো বানর হয়ে যায়	বাক্বারাহঃ ৬৫-৬৬	অলৌকিক ঘটনা
রোগ ও সুস্থতা	আয়্যুব আঃএর রোগ এবং পানির দ্বারা সুস্থতা অর্জন	স্বোয়াদঃ ৪০-৪২	সাধারন ঘটনা
স্ত্রীকে আঘাত	আয়্যুব আঃ আপন স্ত্রীকে আঘাত করে ছিলেন	স্বোয়াদঃ ৪৪	সাধারন ঘটনা
১০০পর জীবিত	শতবছর পর জীবিত হলেন নবী উজাইর আঃ	বাক্বারাহঃ ২৫৯	অলৌকিক ঘটনা
৪টি মৃত পাখি জীবিত হয়ে গেল	ইবরাহীম আঃএর সখ, ৪টি মৃত পাখির জীবিত হওয়া	বাক্বারাহঃ ২৬০	অলৌকিক ঘটনা
গাভীর ঘটনা	একটি হত্যাকান্ড ও বিশেষ গাভী	বাক্বারাহঃ ৬৭-৭৩	সাধারন ঘটনা
পালিয়ে যাওয়া	মৃত্যু থেকে পালানো এবং এর পরিণতি	বাক্বারাহঃ ২৪৩-৪৪	সাধারন ঘটনা
তালূত ও জালূত	বানী-ইসরাঈলের যুদ্ধে ফিরে আসার ঘটনা	বাক্বারাহঃ ২৪৬-৫২	সাধারন ঘটনা
আসহাবে কাহাফ		কাহাফঃ ৯-২৬	অলৌকিক ঘটনা
দুই বাগানের মালিক	এক বাগানের মালিক ছিল মুঅমিন আর অন্য বাগানের মালিক ছিল কাফির	কাহাফঃ ৩২-৪৪	সাধারন ঘটনা
একজন বাগান মালিক	বাগানটির মালিক ছিল ভালো মানুষ, সে গরীবদের সাহায্য করত কিন্তু তার সন্তানরা এমন ছিল না	ক্বালামঃ ১৭-৩৩	সাধারন ঘটনা
মূসা ও খাদ্বির	মুসা আঃ আর খাদ্বির আঃএর সাক্ষাত	কাহাফঃ ৬০-৮২	সাধারন ঘটনা
যু-ল-ক্বারনাইন	বাদশা যু-ল-ক্বারনাইন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ	কাহাফঃ ৮৩-৯৯	সাধারন ঘটনা
বদর যুদ্ধ		সূরাহ আনফাল	যুদ্ধের ঘটনা
ওহূদ যুদ্ধ		আল-ই'মরানঃ ১২২	যুদ্ধের ঘটনা
খন্দক যুদ্ধ		সূরাহ আহযাব	যুদ্ধের ঘটনা

বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
বানী নাদ্বীর ও বানী ক্বুরাইদ্বাহ		সূরাহ হাশর আহযাবঃ ২৬-২৭	যুদ্ধের ঘটনা
হুসাইওবিয়্যাহ		ফাতহঃ ১০-১৫,১৮,২৪-২৭	যুদ্ধের ঘটনা
তাবুক যুদ্ধ		সূরাহ তাওবাহ	যুদ্ধের ঘটনা
হুনাইনের যুদ্ধ		তাওবাহঃ ২৫-২৭	যুদ্ধের ঘটনা

১০- আল-কুরআনে উল্লেখিত কিছু উপমা ও তোলনা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত		মন্তব্য
উপমা ও তোলনা	হাজ্জঃ ৭৩	আল-কুরআনের তোলনা ও উপমা দেওয়ার কারন	
সামান্য মশার উপমা	বাক্বারাহঃ ২৬		
আল্লহর নূরের উপমা	নূরঃ ৩৫		
ওয়ালী বানানোর উপমা	আনকাবূতঃ ৪১	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ওয়ালী বানানোর বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়ার উপমা	
দাস ও মালিক	নাহ'লঃ ৭৫-৭৬	অক্ষম দাস আর ক্ষমতাবান মালিকের উপমা	
পাপিষ্ঠদের স্বচ্ছল	নাহ'লঃ ১১২	পাপিষ্ঠদের স্বচ্ছিল জীবন ও এর উপমা	
শিরক ও মুশরিক	যুমারঃ ২৯	শিরক ও মুশরিকের উপমা	
পাপিষ্ঠদের উপমা	তাহরীম ১০	যারা নিজে পাপ করে আর নেকলোকের আত্মীয় বলে পার পেয়ে যাওয়ার আশা করে তাদের উপমা	
মুঅমিনের উপমা	তাহরীমঃ ১১		
মুনাফিকের উপমা	বাক্বারাহঃ ১৭-২০	আগুন, বজ্র ও বিজলী	
কঠিন মনের উপমা	বাক্বারাহঃ ৭৪		
বিবেকহীন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত	বাক্বারাহঃ ১৭১	বিবেকহীন মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের উপমা	
কুরআনের উপর সাহাবাদের আমল	বাক্বারাহঃ ২৪৫	সাহাবা কীভাবে কুরআনের উপর আমল করতেন এর বাস্তব উপমা	
দানের উপমা	বাক্বারাহঃ ২৬১, ২৬৫	মাল্টিপুল হারে ছাওয়াব অর্জন	
ছাওয়াব নষ্টের উপমা	বাক্বারাহঃ২৬২-৬৪, ২৬৬ আল-ই'মরানঃ ১১৭	কারো উপকার করার পর কষ্ট দিলে বা খুটা দিলে এর ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়	
কুকুরের সাথে তোলনা	আ'রাফঃ ১৭৬		
জীবনের উপমা	হাদীদঃ ২০		
জীবনের তোলনা	ইউনুসঃ ২৪		
জান্নাতের প্রসস্তার উপমা	হাদীদঃ ২১		
মুঅমিন ও কাফির	হূদঃ ২৪		
বদলোকের নেক আমলের তোলনা	ইবরাহীমঃ ২৮	যারা কুফর করে আবার নেক কাজও করে তাদের এসব নেককাজের তোলনা	
যারা মন্দকাজে প্ররোচিত করে তাদের উপমা	হাশরঃ ১৬		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত		মন্তব্য
ইলমমত আমল না করা	জুমুয়াঃ ০৫	যারা ইলম মত আমল করে না তাদের উপমা	
ভালো কথার তোলনা	ইবরাহীমঃ ২৪		
মন্দ কথার তোলনা	ইবরাহীমঃ ২৬		
আদম ও ঈসা আঃ	আল-ই'মরানঃ ৫৯		

১১- দেশ, জাতি, সমাজ ও ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কিত কিছু আয়াত

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামে যেমন ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জাগতিক বিষয়াদির প্রতিও। দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন এবং সুষ্ঠভাবে এসব পরিচালনা করা ইসলামের অবিচ্ছেদ্দ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এরই নাম ইক্বামাতে দ্বীন তথা দ্বীন কায়েম করা। এসব ব্যাপারে আল-কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আর এসব আয়াতকে সহজ ভাবে খুজে পাওয়ার সুবিধার্থেই আমাদের এ সূচীপত্রের আয়োজন।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ	বাক্বারাহঃ ২১৩	বর্তমান যামানার সবচেয়ে বড় কুফর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, তাই ঈমান বাচাতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে জানতেই হবে	জাতী গঠনের মূল আদর্শ
খিলাফাহ	স্বোয়াদঃ ২৬	ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের নাম খিলাফাহ	রাজনৈতিক দর্শন
বিচার ও শাসন	নূরঃ ৪৭-৫১ মাইদাহঃ ৪৯	ইসলামে বিচার, শাসন ও আইনের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। এসব ব্যাপারে মানবরিচিত বা মনগড়া কোনোকিছু প্রনয়ন করা কুফর আর এসব মেনে নেওয়া বা মেনে চলা শিরক।	বিচার ও শাশন নীতি
মনগড়া কোনোকিছু মানা যাবে না	বাক্বারাহঃ ১২০	এ ছাড়া আল-কুরআনে "হাওয়া" এবং "আহওয়া" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ মানবরচিত ও মনগড়া এবং এসব বিষয় বর্জন করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে	মানবরচিত ও মনগড়া দর্শন
মুসলিম ভাতৃত্ববোধ	হুজরাতঃ ১০	ইসলামী সমাজ ও জাতী গঠনের মূলনীতি হলো মুসলিম ভাতৃত্ববোধ তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ	ভাতৃত্ববোধ
ইক্বামতে দ্বীন	শূরাঃ ১৩	ইক্বামতে দ্বীনের বিধান ও পদ্ধতি	ইক্বামতে দ্বীন
জাতীয় ঐক্য	আল-ই'মরানঃ ১০৩	দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পদ্ধতি	জাতীয় ঐক্য
দলাদলির পরিনাম	আনয়া'মঃ ১৫৯	যারা দলাদলি করে উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়	দলাদলি
দলবাজদের আত্মতৃপ্তি	রূমঃ ৩২	যারা দলাদলি করে তারা সবাই শুধু নিজের দল ও মতকেই একমাত্র সঠিক মনে করে	দলাদলি
বর্জন করতে হয়	আল-ই'মরানঃ ১০৫	যারা দলাদলি করে তাদেরকে বর্জন করতে হবে	দলাদলি
ইসলামী সমাজের কয়েকটি মূলনীতি	ইসরাঃ ২৩-৩৮		সমাজনীতি
আমর বি-ল-মা'রূফ	আল-ই'মরানঃ ১১০	"আমর বি-ল-মা'রূফ আর নাহি আ'নি-ল-মুনকার" হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার মূল চালিকা শক্তি	সামাজিক শৃঙ্খলা
জাতি, জাতীয়তাবাদ ও খিলাফাহ	মুঅমিনূনঃ ৫২	ইসলামী জাতী, সমাজ ও দেশ গঠন এবং পরিচালনার মূল দর্শনই খিলাফাহ দর্শন	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
হিজরত	আনফালঃ ৭২ হাজ্জঃ ৫৮ নিসাঃ ৯৭	মদীনায় হিজরতের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী দেশ, জাতী ও সমাজ গঠন। হিজরতের ১বছর আগেই আক্বাহাব'র বাইয়াতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাকাপুক্ত হয়ে গয়েছিল। এ হিজরতের মাধ্যমেই ইসলাম একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আসীন হয়েছিল।	হিজরত কখনো ফরজ হয়ে যায়
জিহাদ	আনকাবূতঃ ৬৯ (মোট ৪১বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে)	শব্দ বিশ্লেষণ ও বিধান, দেশ জাতি ও সমাজ গঠন, এর সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা এবং বিশ্ব দরবারে নিজেদের দেশ ও জাতিকে সমুন্নত রাখার একমাত্র মূল বিষয় হচ্ছে "জিহাদ"	জিহাদ দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি
যুদ্ধ /ক্বিতাল	বাক্বারাহঃ ১৯০-১৯৫, ২১৬-২১৮,	যুদ্ধ হচ্ছে জিহাদের সর্বোচ্চ রূপ। আল-কুরআনে মোট যুদ্ধের কথা **১০৬**বার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাঝে "হারব" শব্দে ১০বার আর "ক্বিতাল" শব্দে ৯৬বার।	যুদ্ধ /ক্বিতাল দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি
যুদ্ধ থেকে পালানো	আনফালঃ ১৬	যে মুসলিম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায় বা পালিয়ে থাকে সে চির জাহান্নামী	যুদ্ধ /ক্বিতাল
যুদ্ধে না যাওয়ার সাজা	তাওবাহঃ ১০২	যেদ্ধে না যাওয়ার কারনে যেসব সাহাবী সাজার সম্মুখীন হয়েছেন	যুদ্ধ /ক্বিতাল
সামাজিক বৈকট	তাওবাহঃ ১১৮	যেদ্ধে না যাওয়ার কারনে যেসব সাহাবী সামাজিক বৈকটের সম্মুখীন হয়েছেন	যুদ্ধ /ক্বিতাল
রুখে দাড়ানো	বাক্বারাহঃ ২৪৩-৪৪,	মৃত্যু থেকে না পালিয়ে যুদ্ধ করতে হয়	যুদ্ধ
শাহীদ ও শাহাদাত	বাক্বারাহঃ ১৫৩ আল-ই'মরানঃ ১৬৯-১৭১	শহীদরা মরেনা বরং তারা জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়	শাহীদ ও শাহাদাত
যে মুসলিম জিহাদ ভালোবাসে না	হুজরাতঃ ১৫	যে মুসলিম জিহাদ ভালোবাসে না সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়	মুনাফিক
যুদ্ধের অনুমতি	হাজ্জঃ ৩৯	যুদ্ধের অনুমোতি দিয়ে ১ম যে আয়াত নাযিল হয়	যুদ্ধ
যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	নিসাঃ ৭৫ আনফালঃ ৩৯	ইসলামী যুদ্ধের মূল লক্ষ্য দেশ জাতী ও সমাজ গঠন, সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও বজায় রাখা এবং অসহায় মানবতার মুক্তি ও অধিকার আদায়	যুদ্ধ
শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের মূলনীতি	বাক্বারাহঃ ১০৭	আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা	শত্রু ও মিত্র
ইসলামী সমাজনীতি	বানী-ইসরাঈলঃ ৩৮	আরও বিস্তারিত দেখতে ৮ম পাঠ দেখে নিন	সমাজনীতি
ঋণ পরিশোধের নিয়ম	বাক্বারাহঃ ২৮০-৮১,	আরও বিস্তারিত দেখতে ৮ম পাঠ দেখে নিন	অর্থনীতি
সূদ	বাক্বারাহঃ২৭৫-৮১,	বিধান ও পরিণতি	অর্থনীতি
আযীমাত ও রুখসাত	নাহলঃ ১০৬		দ্বীন পালনের পদ্ধতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
মিডিয়া ও সম্প্রচার নীতি	নিসাঃ ৮৩, ১৪৮ হুজরাতঃ ৬		মিডিয়া
বিনোদন নীতি	শুয়া'রাঃ২২৪-২২৭		বিনোদন

১২- বিচার ও শাসন

বিচার ও শাসন মানব জীবন ও মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম যেহেতু সর্বকালীন ও সার্বজনীন একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ তাই ইসলাম বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী বিধান মতে বিচার ও শাসন মানব ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই বিচার ও শাসন করতে হবে শুধুই আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে রাসূল সাঃএর বাতানো পদ্ধতিতে। আর এর ব্যতিক্রম করা কুফর তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে মুসলিম বিচার ও শাসনে ইসলামী বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান মেনে নেবে বা মেনে চলবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। তাই বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক উৎস থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আর এ ব্যাপারে আপনাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই আমাদের এ সূচীপত্র।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
খিলাফাহ	বাক্বারাহঃ ৩০	আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সমাজ ও শাসন। এ দুনিয়ায় আল্লাহর খালীফাহ হলো মানুষ।	শাসন ব্যবস্থা
মূলনীতি	নিসাঃ ৫৮	বিচার ও শাসনের মূলনীতি ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ। এব্যাপারে আল-কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্বিসত শব্দটি ২৭ আর আ'দল ২৯, দুয়ে মিলে মোট ৫৮বার ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের কথা বলা হয়েছে	বিচার ও শাসনের মূলনীতি
মূলনীতি ও মূল উৎস	মাইদাহঃ ৪৯	বিচার ও শাসনের মূল-নীতি ও আইনের মূল উৎস। সাথে মানবরচিত ও মনগড়া নীতি আদর্শ দর্শন আইন ও বিধান বর্জন এবং এসব মেনে নেওয়ার পরিণতি	
আইনের মূল উৎস	মাইদাহঃ ৪৯	আইনের মূল উৎস হলো আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী	
আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইন	নূরঃ ৪৭-৫১	মুঅমিন ও মুনাফিকের অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইন মেনে বিচার ও শাসন করা	আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইন
যারা মানে না	মাইদাহঃ ৪৪ (শেষাংশ)	যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ও বিধান মেনে বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির হয়ে যায়	বিচার ও শাসন
আনুগত্য	নিসাঃ ৫৯	আইনের মূলসূত্র আনুগত্য	আইনের মূলসূত্র
আইনের সূত্র	বাক্বারাহঃ ২৮৬	সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না	আইনের সূত্র
অনুকরন	আল-ই'মরানঃ ৩১ বাক্বারাহঃ ১৩৭	আইন বাস্তবায়নের মূল পদ্ধতি হচ্ছে রাসূল সাঃ এবং সাহাবাদের অনুকরন	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
আইন প্রনয়নে লক্ষনীয়	বাক্বারাহঃ ২৮৫	মনে রাখতে হবেঃ আইন ও বিধানের মূল লক্ষ্য মানুষের চলার পথ সহজ করা, কঠিন করা নয়।	আইন প্রনয়নে লক্ষনীয় বিষয়
কিছু মৌলিক আইন	ইসরাঃ ২৩-৩৮	ইসলামী সমাজের কিছু মৌলিক আইন ও বিধান	সামাজিক আইন ও বিধান
বিচার ফতোয়া ও মিমাংসা	হুজরাতঃ ৯	বিচার ফতোয়া ও মিমাংসা	বিচার ও ফতোয়া
আল্লাহর আইন	নিসাঃ ১০৫	বিচার করতে হবে আল্লাহর আইন মেনেই	বিচার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
বাহ্যিক কথা	নিসাঃ ৯৪	বিচার বা ফতোয়া হবে বাহ্যিক কথার উপর,	বিচার ও ফতোয়া
যুক্তি /লজিক	ইউসুফঃ ২৭	সঠিক এবিডেন্স না থাকলে যুক্তি বা লজিক দিয়ে বিচার	
কসম	নূরঃ ৬-৯ মাইদাহঃ ১০৬-১০৮	সঠিক এবিডেন্স না থাকলে আল্লাহর নামে কসমের মাধ্যমে সমাধান দেওয়া বা বিচার করা	বিচার
ক্বিস্বাস্ব	বাক্বারাহঃ১৭৮-১৭৯	বিচারে সমতা বা সাম্য	আইন ও বিধান
বিদ্রোহ, ডাকাতি	মাইদাহঃ ৩৩-৩৪	বিদ্রোহ, ডাকাতি ও রাহাজানি	
হত্যার বিচার	নিসাঃ ৯২-৯৩		
চুরির বিচার	মাইদাহঃ ৩৮		
যিনার বিচার	নূরঃ ০২		
যিনার অপবাদ	নূরঃ ৬-৯		
বিচার	স্বোয়াদঃ ২১-২৬	দাউদ আঃএর বিচার	
বিচার	আম্বিয়াঃ ৭৮-৭৯	দাউদ ও সুলাইমান আঃএর বিচার	

১৩- শারীয়া'হ আইন তথা বাস্তব জীবনে পালনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামের দুটি দিক রয়েছেঃ ঈমান ও আমল। ঈমান অর্থ বিশ্বাস আর আমল অর্থ কর্ম। ঈমান ইসলামের নৈতিক আদর্শিক ও বিশ্বাসগত দিক আর আমল ইসলামের বাস্তব অনুশীলন। সকল কর্ম আবার আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। সঠিক উদ্দেশ্যে সঠিক পদ্ধতিতে করা সঠিক কর্মই কেবল আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হয়। আর এমনভাবে কর্ম সম্পাদন করতে সঠিক বিধান ও নিয়ম নীতির প্রয়োজন হয়। আর এসব নিয়ম নীতি ও বিধানকেই বলা হয় ইসলামী শারীয়া'হ বা শারীয়া'হ আইন। শারীয়া'হ আইনের মূল উৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ তথা কুরআন ও হাদীছ। আল-কুরআনে শারীয়া'হ আইনের অনেক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতের মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ন কিছু আয়াত খুজে বের করতে পাঠকদের সহায়তা করতেই আমাদের এ সূচীপত্র।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
শারীয়া'হ	মাইদাহঃ ৪৮	প্রতিটি উম্মতকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে শারীয়াহ (কর্মের নীতিমালা ও আইন) ও মিনহাজ (কর্ম পদ্ধতি) ঠিক করে দেওয়া হয়।	শারীয়া'হ
মূল উৎস	মাইদাহঃ ৪৯ নূরঃ ৪৭-৫১	শারীয়াহ আইনের মূল উৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ	মূল উৎস
আইনের মূলনীতি	নিসাঃ ৫৮	বিচার, শাসন ও ইসলামী আইনের মূলনীতি হলো ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ। এব্যাপারে আল-কুরআনে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্বিসত শব্দটি ২৭ আর আ'দল ২৯, দুয়ে মিলে আল-কুরআনে মোট ৫৮বার ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের কথা বলা হয়েছে	বিচার, শাসন ও আইনের মূলনীতি
বাস্তবায়নকারী	মাইদাহঃ ৪৯	আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন রাসূল সাঃ আর রাসূলের অনুপস্থিতিতে উনার প্রতিনিধি তথা মুসলিম জাহানের খলিফাহগন।	আইন বাস্তবায়নকারী
আল্লাহর আইন ও মানবরচিত	নূরঃ ৪৭-৫১	মুঅমিন ও মুনাফিকের অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইন মেনে বিচার	আল্লাহর আইন ও মানবরচিত আইন

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
আইন		ও শাসন করা	
যারা মানে না	মাইদাহঃ ৪৪ (শেষাংশ)	যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ও বিধান মেনে বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির হয়ে যায়	বিচার ও শাসন
আনুগত্য	নিসাঃ ৫৯	আইনের মূলসূত্র আনুগত্য	আইনের মূলসূত্র
আইনের সূত্র	বাক্বারাহঃ ২৮৬	সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না	আইনের সূত্র
অনুকরন	আল-ই'মরানঃ ৩১ বাক্বারাহঃ ১৩৭	আইন বাস্তবায়নের মূল পদ্ধতি হচ্ছে রাসূল সাঃ এবং সাহাবাদের অনুকরন	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
শারীয়া'হর বিপরীতে কাজ করা	আনফালঃ ৪৭ তাওবাহঃ ৩৪ ইবরাহীমঃ ০৩ হাজ্জঃ ২৫,৫১	আল্লাহর বিধানের তথা শারীয়া'হর বিপরীতে কাজ করা আর মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা কুফর	কুফর (আরও অনেক আয়াত)
আল্লাহর আইন না মানা	নূরঃ ৪৬-৫১	যারা বিচার ও শাসনে ইসলামী আইন মেনে চলে না তাদের পরিণতি	পরিণতি
বিচার ফতোয়া ও মিমাংসা	হুজরাতঃ ০৯	বিচার ফতোয়া ও মিমাংসা	বিচার ও ফতোয়া
বাহ্যিক কথা	নিসাঃ ৯৪	বিচার বা ফতোয়া হবে বাহ্যিক কথার উপর,	বিচার ও ফতোয়া
অধিকার আদায় ও আমানত রক্ষা	নিসাঃ ৫৮	এ আয়াতটি আইন প্রনয়ন, অধিকার আদায় ও আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে এক মাইল ফলক	আইন ও বিধান
ক্বিস্বাস্ব	বাক্বারাহঃ১৭৮-১৭৯	বিচারে সমতা বা সাম্য	আইন ও বিধান
বিদ্রোহ, ডাকাতি ও রাহাজানি	মাইদাহঃ ৩৩-৩৪		আইন ও বিধান
হত্যার বিচার	নিসাঃ ৯২-৯৩		আইন ও বিধান
চুরির বিচার	মাইদাহঃ ৩৮		আইন ও বিধান
যিনার বিচার	নূর ২		আইন ও বিধান
যিনার অপবাদ	নূরঃ ৬-৯		আইন ও বিধান
সৎকাজের আদেশ	আল-ই'মরানঃ ১১০	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ	সামাজিক শৃঙ্খলা
জুলম প্রতিরোধ	শূরাঃ ৪২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	সামাজিক শৃঙ্খলা
ফাসাদ/অনিয়ম	বাক্বারাহঃ ১১		সামাজিক শৃঙ্খলা
ফাসাদের পরিণতি	ইসরাঃ ৪-৬	ফাসাদের পরিণতি আযাব	সামাজিক শৃঙ্খলা
ওয়াদা রক্ষা	ইসরাঃ ৩৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	সামাজিক শৃঙ্খলা
পরিবেশ বিকৃতি	রূমঃ ৪১	ফাসাদ বা পরিবেশ বিকৃতির মূল কারন	সামাজিক শৃঙ্খলা
উত্তরাধিকার সম্পদ ও উইল	বাক্বারাহঃ১৮০-১৮২		উত্তরাধিকার ও উইল
সম্পদ ভক্ষন /মিথ্যা মামলা	বাক্বারাহঃ ১৮৮	অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষন করা বা কারো বিরুদ্ধে মিত্যা মামলা দেওয়া মহাপাপ	সম্পদ/মামলা
এতীমের সম্পদ	বাক্বারাহঃ ২২০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে ইয়াতীমের	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
	নিসাঃ ০২,০৬,১০, আনয়ামঃ ১৫২ ইসরাঃ ৩৪	অধিকার এবং তাদের সম্পদের সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে	
জিহাদ ও যুদ্ধ	বাক্বারাহঃ১৯০-১৯৫	যুদ্ধের কিছু বিধান	যুদ্ধ করা ফরজ
পবিত্রতা	মাইদাহঃ ০৬	অযু, গোসল ও তায়াম্মুম	পবিত্রতা
শাহাদাহ	আল-ই'মরানঃ ১৮	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	
সালাত	বাক্বারাহঃ ৪৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	সালাত
সালাতে ক্বুনূত	বাক্বারাহঃ২৩৮	সালাতে ক্বুনূত আর স্বালাতু-ল-উস্তা	সালাত
ভীতির সালাত	বাক্বারাহঃ২৩৮	ভীতিকর অবস্থায় সালাত আদায়ের নিয়ম	সালাত
সাওম /সিয়াম	বাক্বারাহঃ১৮৩-১৮৫	রামাদ্বান মাস ও সিয়ামসাধনের কিছু বিধান	
সাওম /সিয়াম	বাক্বারাহঃ১৮৭	রামাদ্বানের রাতে স্ত্রী সহবাস ও পানাহার	
হাজ্জঃ	বাক্বারাহঃ১৯৬-২০৩	গুরুত্ব ও বিধান	
যুদ্ধ	বাক্বারাহঃ২১৬-১৮	যুদ্ধ করা মুঅমিনের উপর ফরজ, বড় ক্ষতি থেকে বাচার জন্য ছোট পাপ মেনে নেওয়া যায়	
হালাল ও হারাম	সূরাহ মাইদাহ	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	হালাল হারাম
হারাম খাদ্যের তালিকা	মাইদাহঃ ০৩	কয়েকটি হারাম খাদ্যের তালিকা	হালাল হারাম
কোন ধরনের খাবার হালাল	মাইদাহঃ ০৪	হালাল খাবারের মূলনীতি	হালাল হারাম
পশুপাখির শিকার	মাইদাহঃ ০৪	শিকারী কুকুর বা অন্য কোনো শিকারী পশু বা পাখি দিয়ে শিকার করালে শিকারকৃত এসব পশু বা পাখি খাওয়ার বিধান	হালাল হারাম
আহলে কিতাবের জবেহ খাওয়া	মাইদাহঃ ০৫	আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী বা খৃষ্টানের জবেহকৃত পশু বা পাখির মাংস খাওয়া বৈধ	হালাল হারাম
হারাম পানীয়	মাইদাহঃ ৯০		হালাল হারাম
মুর্তী, ভাস্কর্য ও লটারী সংস্কৃতি	মাইদাহঃ ৯০		মুর্তী, ভাস্কর্য ও লটারী
যাকাত	বাক্বারাহঃ ৪৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	যাকাত
যাকাতের খাত	তাওবাহঃ ৬০	যাকাত ব্যয় করার ৮টি খাত	যাকাত
অমান্য করা	ফুসসিলাতঃ ৭	যাকাতের বিধান অমান্য করা কুফর	যাকাত
না দেওয়ার পরিণতি	তাওবাহঃ ৩৪-৩৫	যাকাত না দেওয়ার পরিণতি	যাকাত
জিজিয়া বা খাজনা	তাওবাহঃ ২৯	ইসলামী সরকার মুসলিমদের থেকে আদায় করবে যাকাত যা ইবাদাতের অংশ আর অমুসলিমদের থেকে যা আদায় করবে একে বলা হয় জিজিয়া বা খাজনা যা শুধুই দুনিয়াবী ব্যাপার।	অর্থনীতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
খারাজ বা কর	কাহাফঃ ৯৪	সরকার কর্তৃক টাক্স বা কর আদায় করা	অর্থনীতি
দান	বাক্বারাহঃ ২৬৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	অর্থনীতি
দানের নিয়ম	বাক্বারাহঃ ২৭১		অর্থনীতি
দানে প্রাধান্য	বাক্বারাহঃ ২৭৩-৭৪,	দ্বীনের জন্য যে যত বেশী ত্যাগ স্বীকার করবে দানের বেলায় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।	অর্থনীতি
ঋণ, মেয়াদী লেনদেন, বন্ধকী	বাক্বারাহঃ ২৮২	ঋণ, মেয়াদি লেনদেন ও বন্ধকীর বিধান	অর্থনীতি
ঋণ পরিশোধ	বাক্বারাহঃ ২৮০-৮১		অর্থনীতি
সূদ	বাক্বারাহঃ ২৭৫-৮১,	বিধান ও পরিণতি	অর্থনীতি
আমানত রক্ষা ও সাক্ষ্য গোপন	বাক্বারাহঃ ২৮৩	আমানত রক্ষা করা এবং সময়মত ফিরিয়ে দেওয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করার বিধান	সমাজনীতি
বিবাহের জন্য পাত্র/পাত্রী	বাক্বারাহঃ ২২১	বিবাহের পাত্র/পাত্রী অবশ্যই দ্বীনদার তথা কুফর শিরক মুক্ত হতে হবে। কোনো কাফির বা মুশরিককে বিয়ে করা বৈধ নয়	বিবাহ
আহলে কিতাব নারীকে বিয়ে	মাইদাহঃ ৫	মুসলিম পুরুষের জন্য আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান নারীকে বিয়ে করা এবং তাদের জবেহকৃত পশুপাখির মাংস খাওয়া বৈধ	বিবাহ
যাদেরকে বিয়ে করা অবৈধ	নিসাঃ ২২-২৪	যেসব নারীকে বিয়ে করা অবৈধ এখানে উনাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে	বিবাহ
যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ	নিসাঃ ২৪		বিবাহ
চার বিয়ে	নিসা:০৩	একজন পুরুষের একত্রে চার স্ত্রী রাখার বিধান	বিবাহ
নিজে নিজে বিয়ে	বাক্বারাহঃ ২৩৪	নারী নিজেই নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে এবং বিয়ে করতে পারবে	বিবাহ
ইদ্দতরত নারীকে বিয়ের প্রস্তাব	বাক্বারাহঃ ২৩৫		বিবাহ
ঋতুবতী নারী	বাক্বারাহঃ ২২২	ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করার বিধান	যৌন সঙ্গম
সঙ্গমে পদ্ধতি	বাক্বারাহঃ ২২৩	যৌন মিলনের সময় ও পদ্ধতি	যৌন সঙ্গম
রামাদ্বানে সঙ্গম	বাক্বারাহঃ ১৮৭	রামাদ্বানের রাতে স্ত্রী সঙ্গম	যৌন সঙ্গম
ই'তিকাফ	বাক্বারাহঃ ১৮৭	ই'তিকাফ অবস্থায় যৌন মিলন	যৌন সঙ্গম
সঙ্গমের পথ	বাক্বারাহঃ ২২২	সঙ্গম করতে হবে শুধুই যোনীপথে, বায়ুপথে নয়	যৌন সঙ্গম
মোহর	নিসাঃ ০৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	মোহর
মোহর আদায়	বাক্বারাহঃ ২৩৬-৩৭,	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	মোহর
নবজাতককে দুধ পান করানো	বাক্বারাহঃ ২৩৩	দুধ পান করানোর মেয়াদ ও বিধান	দুধ পান
ধাত্রী মা	বাক্বারাহঃ ২৩৩		দুধ মা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
	নিসাঃ ২৩		
তালাকের বিধান	বাক্বারাহঃ২২৮-২৩২ সূরাহ তালাক	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে	তালাক
তালাকের ইদ্দত	বাক্বারাহঃ ২২৮ তালাকঃ ০৪		তালাকের ইদ্দত
স্বামী মরার ইদ্দত	বাক্বারাহঃ ২৩৪	স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত	স্বামী মরার ইদ্দত
ইলা তালাক	বাক্বারাহঃ ২২৬-২৭,		
ভরনপোষন ও বিদায়	বাক্বারাহঃ২৪০-২৪২	তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ও তাদের সন্তানের ভরনপোষন এবং বিদায়কালে তালাক প্রাপ্তাকে উপহার দেওয়া	তালাকের পর
কসমের বিধান	বাক্বারাহঃ২২৪-২২৫	কসমের প্রকার ও বিধান	কসমের বিধান
নাটক উপন্যাস, চলচ্চিত্র	লুক্বমানঃ ০৬		

১৪- কুরআনে উল্লেখিত কিছু পাপ, পাপের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি, পাপ মোচনের উপায় বা কাফফারাহ

পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়া। কোনো পাপ ঈমানকে বিনষ্ট করে ফেলে আর কোনো পাপ আ'মালকে নিস্ফল ও বরবাদ করে দেয়। তবে কোনো কোনো পাপ অতি সাধারন, এসবের তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না, এসব এমনিতেই মাফ হয়ে যায় বিধায় এগুলোকে বলা হয় সাধারন পাপ বা ছোট পাপ।

বড় পাপ বা মহাপাপ মাফের উপায় হচ্ছে ৩টি। যথাঃ তাওবাহ, ইস্তিগফার ও কাফফারাহ। আল-কুরআনে এসব বিষয়ে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আর এসব আয়াতের মাঝে অতিব গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত সহজে খুজে বের করার উপায় হিসেবেই আমাদের এ আয়োজন।

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
পাপ	নিসাঃ ৩৫	পরিচিতি, প্রকারভেদ, পাপ মোচনের উপায় ও পাপের প্রতিক্রিয়া	পাপ
কুফরের প্রভাব	মাইদাহঃ ০৫ (শেষাংশ)	কুফর ঈমানকে বিনষ্ট আর আ'মালকে নিস্ফল করে দেয়	পাপের প্রভাব
শিরকের প্রভাব	যুমারঃ ৬৫	শিরক ঈমানকে বিনষ্ট আর আ'মালকে নিস্ফল করে দেয়	পাপের প্রভাব
অপছন্দ করার প্রভাব	মুহাম্মাদঃ ০৯	আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো (তথ্য বিধান বা অন্য) কিছু অপছন্দ করলে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	পাপের প্রভাব
কষ্ট, খোটা ও রিয়ার প্রভাব	বাক্বারাহঃ ২৬৪	গ্রহীতাকে দেওয়া কষ্ট, খোটা অথবা রিয়া সকল আ'মালকে নিস্ফল করে দেয়	পাপের প্রভাব
অন্তরে মোহর	বাক্বারাহঃ ০৭	পাপের ফলে অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় আর চোখে ও কানে এটে দেওয়া হয় পর্দা	পাপের প্রভাব
হেদায়াত বঞ্চিত	মুনাফিক্বূনঃ ০৬	আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না	পাপের প্রভাব
মৃত্যু ভয়	বাক্বারাহঃ ৯৫	পাপের প্রভাবে মানব অন্তরে মৃত্যু ভয় চলে আসে	পাপের প্রভাব
আদম আঃএর তাওবাহ	বাক্বারাহঃ ৩৭	আদম আঃএর তাওবাহ যেভাবে কবুল হয়েছিল এবং তিনি কোন শব্দ দিয়ে ইস্তিগফার করেছিলেন	পাপ মোচনের পথ /তাওবাহ
তাওবাহ	আ'রাফঃ ১৫৩	সমস্ত পাপ ছেড়ে দিয়েই তাওবাহ করতে হয় অতঃপর ঈমান আনতে হয়	পাপ মোচন তাওবাহ
তাওবাহ	আল-ই'মরানঃ ৮৯	তাওবাহর পর নিজেকে সংশোধন করে নিতে হয়	পাপ মোচন

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
ইস্তিগফার	আল-ই'মরানঃ ১৩৫	পাপ মোচনের উপায় হচ্ছে তাওবাহ ও ইস্তিগফার	পাপ মোচন
পূণ্য পাপকে মোচন করে	হূদঃ ১১৪ আল-ই'মরানঃ ১৯৫		পাপ মোচন
ইহরাম অবস্থায় শিকার	মাইদাহঃ ৯৫	হাজ্জ বা উমরাহর ইহরাম অবস্থায় পশু/পাখি শিকার করলে পাপ হয় এবং এজন্য কাফফারাহ দিতে হয়	পাপ মোচনের পথ /কাফফারাহ
কসম	মাইদাহঃ ৮৯	কসম ভঙ্গ করা মহাপাপ। এর কাফফারাহ হচ্ছে	কাফফারাহ
হত্যা	নিসাঃ ৯২	কোনো মুসলিমকে ভুলবশত হত্যা করে ফেললেও পাপ হয় এবং এজন্য কাফফারাহ দিতে হয়	কাফফারাহ
যিহার	মুজাদালাহঃ ৩-৪	স্ত্রীর সাথে যিহার করে ভঙ্গ করলেও কাফফারাহ দিতে হয়	কাফফারাহ
দন্ডবিধি	মাইদাহঃ ৪৫	ইসলামী দন্ডবিধি মেনে যে সাজা ভোগ করবে এটা তার জন্য কাফফারাহ (পাপমোচনের মাধ্যম) হয়ে যাবে	কাফফারাহ
রোজার ফিদইয়াহ	বাক্বারাহঃ ১৮৪		ফিদইয়াহ
চুল কাটার ফিদইয়াহ	বাক্বারাহঃ ১৯৬	হাজ্জের ইহ'অরাম রত অবস্থায় চুল কেটে ফেললে এ জন্য ফিদইয়াহ দিতে হিবে	ফিদইয়াহ
দিয়াত	নিসাঃ ৯২	ভূলবশত কোনো মুঅমিনকে মেরে ফেললে এজন্য কাফফারাহ এর সাথে দিয়াত আদায় করতে হয়	দিয়াত
কুফর	বাক্বারাহঃ ৬-৭	পরিচিতি ও পরিণতি	কুফর
সন্দেহ	বাক্বারাহঃ ২৩-২৪	আল-কুরআনে উল্লেখিত কোনো ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করা কুফর এবং এর পরিণতি জাহান্নাম	কুফর
অঙ্গীকার	বাক্বারাহঃ ২৭	আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কুফর	কুফর
অবাধ্যতা	বাক্বারাহঃ ৩৪	আল্লাহর অবাধ্য হওয়া কুফর। আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতিতে ইবলিস যেভাবে কাফির হয়ে শয়তানে পরিণত হলো	কুফর
অবাধ্যতা	বাক্বারাহঃ ৬১,৬৫-৬৬	বানী-ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও কুফরের পরিণাম	কুফর
আদেশ লঙ্ঘন	বাক্বারাহঃ ৩৫-৩৬	আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা মহাপাপ। এমন করার পরিণতিতে আদম আঃ যেভাবে জান্নাত থেকে বের হয়ে গেলেন	পাপের পরিণতি
পালানোর পরিনাম	বাক্বারাহঃ ২৪৩-৪৪		পাপের পরিণতি
উপহাস	বাক্বারাহঃ ২১২	মুঅমিনদের নিয়ে উপহাস করার পরিণতি	পাপের পরিণতি
পুরস্কার ও পরিণতি	বাক্বারাহঃ ৩৮-৩৯	আল্লাহর বিধান মানার পুরস্কার ও না মানার পরিণতি	পাপের পরিণতি
অবৈধ জিদ্দ	বাক্বারাহঃ ৫৫-৫৬	আল্লাহকে দেখার জন্য বানী-ইসরাঈলের জিদ্দ এবং এর পরিণতি	পাপের পরিণতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
পরিবর্তন	বাক্বারাহঃ ৫৮-৫৯	আল্লাহর কথা বদলে ফেলার পরিণতি	পাপের পরিণতি
কষ্ট বা খোটা	বাক্বারাহঃ ২৬২-৬৪,	কারো উপকার করার পর কষ্ট দিলে বা খুটা দিলে এর ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়	পাপের পরিণতি
তথ্য গোপন	বাক্বারাহঃ ৭৬-৭৭	আল্লাহ ও রাসূল থেকে আসা কোনো তথ্য গোপন করার পরিণতি	পাপের পরিণতি
মনগড়া ওয়াজ	বাক্বারাহঃ ৭৮-৭৯	জ্ঞানশূন্য আলীম আর মনগড়া ওয়াজের পরিণতি	পাপের পরিণতি
মনগড়া উক্তি	বাক্বারাহঃ ৮০-৮২	দ্বীনি ব্যাপারে মনগড়া উক্তির পরিনাম	পাপের পরিণতি
অঙ্গীকার ভঙ্গ	বাক্বারাহঃ ৮৩-৮৫	আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতি	পাপের পরিণতি
ভিন্নমতের পরিণতি	বাক্বারাহঃ ১৭৬	আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিষয়ের সাথে ভিন্নমত বা দ্বিমত করার পরিণতি	পাপের পরিণতি
দলাদলির পরিনাম	আনয়া'মঃ ১৫৯	যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভক্ত হয়ে যায় রাসূল সাঃর সাথে তাদের সম্প্রক ছিন্ন হয়ে যায়	পাপের পরিণতি
দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি	আ'রাফঃ ৫৫		
অধিক প্রশ্ন	বাক্বারাহঃ ৬৭-৭১	অধিক প্রশ্নের কুফল	
কিছু মানা আর কিছু না মানা	বাক্বারাহঃ ৮৫-৮৭	আল্লাহর কিতাবের কিছু মানা আর কিছু না মানার পরিণতি	
এড়িয়ে চলা	বাক্বারাহঃ ৯১	আল্লাহর কিতাবকে এড়িয়ে চলার পরিণতি	পাপের পরিণতি
রাসূলকে অমান্য	বাক্বারাহঃ ৮৯	নবী ও রাসূলকে অমান্য করার পরিণতি	পাপের পরিণতি
কথা বদল	বাক্বারাহঃ ৫৮-৫৯	আল্লাহর কথা বদল করার পরিণতি	পাপের পরিণতি
অবাধ্যতা	বাক্বারাহঃ ৬১	আল্লাহর অবাধ্যতা এবং কুফরের পরিণতি	পাপের পরিণতি
হারাম উপার্জন	বাক্বারাহঃ ৬৫-৬৬	আল্লাহর অবাধ্যতা ও হারাম উপার্জন	পাপের পরিণতি
সূদ	বাক্বারাহঃ ২৭৫-৭৬,	বিধান ও পরিণতি	পাপের পরিণতি
ছেলের জন্য দোয়া	হূদঃ ৪৫	কাফির ছেলের জন্য নূহ আঃএর দোয়া	পাপের পরিণতি
বাবার জন্য দোয়া	মুমতাহানাহঃ ০৪ তাওবাহঃ ১১৪	কাফির বাবার জন্য ইবরাহীমাঃ এর দোয়ার প্রতিশ্রুতি	পাপের পরিণতি
যাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ	তাওবাহঃ ১১৩		পাপের পরিণতি
জানাযা নিষিদ্ধ	তাওবাহঃ ৮৪		পাপের পরিণতি
বিপরীত কাজ	হাজ্জঃ ৫১	আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কাজ করা	পাপের পরিণতি
ওহীর বিধান থেকে বিচ্যুতি	ইসরা/বানী-ইসরাঈলঃ ৭৩		পাপের পরিণতি
সন্দেহ	হাজ্জঃ ৫৫	আল্লাহর দেওয়া কোনো ব্যাপারে সন্দেহ করা	পাপের পরিণতি
অন্য ইলাহ	ফুরক্বানঃ ৪৩	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়ার পরিণতি	
পালানো	আনফালঃ ১৬	যে ব্যক্তি যুদ্ধ থেকে পালালো সে চির জাহান্নামী হয়ে গেলো	পাপের পরিণতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
হারাম উপার্জন	বাক্বারাহঃ ৬৫		
ওয়াদা ভঙ্গ	বাক্বারাহঃ ১০০	ওয়াদা ভঙ্গ মহাপাপ	কাবীরাহ গোনাহ
আল্লাহর পথে ব্যয়	বাক্বারাহঃ ২১৫	কেমন বস্তু ব্যয় করবে এবং কাকে দেবে	ব্যয় নীতি

১৫- আল-কুরআনে উল্লেখিত মানুষের কিছু উত্তম গুনাগুন

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা	মন্তব্য
ঈমান	বাক্বারাহঃ ০৩		৮১১ বার
আত্মসমর্পণ/ইসলাম গ্রহণ	বাক্বারাহঃ১৩০-৩৩	আত্মসমর্পণই ইসলামের মুল কথা	৮১ বার
ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ	নিসাঃ ৩৫	ইসলামী আইনের মূলবিষয় ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ	ক্বিসত্ব শব্দে ২৭বার আদল শব্দে ২৯বার
ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন	নিসাঃ ৩৫	ইসলামী সমাজনীতির মূল কথা ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন	ক্বিসত্ব শব্দে ২৭বার আদল শব্দে ২৯বার
ন্যায় বিচারের জন্য সঠিকভাবে সাক্ষ্য দান	নিসাঃ ৩৫	ন্যায় বিচারের জন্য সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য	
সকলের অধিকার দেওয়া	নিসাঃ ৫৮ ইসরাঃ ২৬	শান্তিময় সমাজ ও শান্তিময় জীবনের অপরিহার্য বিষয়	
আমানত পৌছে দেওয়া	নিসাঃ ৫৮	সকলের কাছে তাদের আমানত পৌছে দিতে হবে	
তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী	বাক্বারাহঃ ০২ হুজরাতঃ ১৩	আল্লাহর কাছে সম্মান অর্জনের একমাত্র পথ তাক্বওয়া, আল-কুরআনে তাক্বওয়া শব্দটি ১৫বার আর মুত্তাক্বী শব্দটি ৪৯বার এসেছে	
মুত্তাক্বী হওয়ার উপায়	বাক্বারাহঃ ৬৩	মুত্তাক্বী হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাবের বিধান মেনে চলা	
মুত্তাক্বীদের সাফল্য	নাবাঃ ৩১	মুত্তাক্বীদের জীবন সফল	মুত্তাক্বীদের পুরস্কার
মুত্তাক্বীদের জন্য জান্নাত	মুহাম্মাদঃ ১৫	মুত্তাক্বীদের পুরস্কার হলো জান্নাত	মুত্তাক্বীদের পুরস্কার
ইহসান ও মুহসীন	বাক্বারাহঃ ১৯৫	ইহসান অর্থ সুন্দর করা। মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে অনেক কিছুই সুন্দর করতে হবে	মোট ৩৭বার
আদর্শে ইহসান	বাক্বারাহঃ ১৩৮		ইহসান
দ্বীনে ইহসান	নিসাঃ ১২৫	দ্বীন তথা ঈমান ও ইসলামে ইহসান	ইহসান
ইবাদাতে ইহসান	বাক্বারাহঃ ১৯৫ আল ই'মরানঃ ১৭২		ইহসান
আচার ব্যবহারে ইহসান	বাক্বারাহঃ ৮৩ নিসাঃ ৩৬		ইহসান

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা	মন্তব্য
শুভেচ্ছায় ইহসান	নিসাঃ ৮৬		ইহসান
কথাবার্তায় ইহসান	বাক্বারাহঃ ৮৩		ইহসান
ইহসানের প্রতিদান	আর-রাহমানঃ ৬০		ইহসান
তাযকিয়্যাহ	নাজমঃ ৩২		তাযকিয়্যাহ
উপদেশ দেওয়া	সূরাহ আম্বর	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াত	উপদেশ
বিশেষ উপদেশ	সূরাহ লুক্বমান	লুক্বমান হেকীমের বিশেষ উপদেশ সমূহ	উপদেশ
ইয়াক্বুব আঃএর উপদেশ	বাক্বারাহঃ ১৩৩		উপদেশ
দূর দৃষ্টিতা /বিচক্ষনতা	হাশরঃ ২ (শেষাংশ)		
বিজ্ঞ ও জ্ঞানী হওয়া	রা'দঃ ১৯		
বিচারক ও শাসক হওয়া	নূরঃ ৪৭-৫১		
লেখক হওয়া	বাক্বারাহঃ ৮২		
সাক্ষী হওয়া	মায়া'রিজঃ ৩৩		
মুজাহিদ হওয়া	নিসাঃ ৯৫		
দায়ী' হওয়া	ফুসসিলাতঃ ৩৩		
সবর ও আল্লাহর পরীক্ষা	বাক্বারাহঃ১৫৫-১৫৭	দৃঢ়তা ও অবিচলতা	১০৩ বার
রহমতের আশা	বাক্বারাহঃ ২১৮	যারা আল্লাহর রহমত আশা করতে পারে	
সুন্দর করে কথা বলা	বাক্বারাহঃ ৮৩		
বিনীতভাবে কথা বলা	লুক্বমানঃ ১৯		
উচ্চস্বরে কথা না বলা	হুজরাতঃ ০২		
দম্ভ করে না চলা	লুক্বমানঃ ১৮, ১৯		
অপমানিত হওয়া থেকে বেচে থাকা	লুক্বমানঃ ১৮	মানুষের কাছে অপমানিত হওয়া থেকে বেচে নিজেকে বাচিয়ে রাখা	
বিনয় ও নম্রতা	হিজরঃ ৮৮ শুয়া'রাঃ ২১৫		
দায়িত্ব বোধ /ওয়ালায়াত	তাওবাহঃ ৭১	মুঅমিনদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	
একাগ্রতা/খুশু'	বাক্বারাহঃ ৪৫ আল ই'মরানঃ ১৯৯	খুশু শব্দটি আল-কুরআনে নানা ভাবে মোট ১৭বার এসেছে	মোট ১৭বার
সালাতে খুশু	মুঅমিনূনঃ ০২		
নিতব্যয়ীতা	ফুরক্বানঃ ৬৭		
আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা	বাক্বারাহঃ ১৬৫		
রাসূলের প্রতি ভালোবাসা	তাওবাহঃ ১২০		
পরস্পরের প্রতি বিনয়ী	ফাতহঃ ২৯		
সালাত আদায়	বাক্বারাহঃ ৪৩		মোট ৬২বার
সময় মত সালাত	নিসাঃ ১০৩(শেষাংশ)	সময় মত সালাত কায়েম করা	
নিয়মিত সালাত	মায়া'রিজঃ ২৩	নিয়মিত সালাত আদায় করা	
যাকাত আদায় করা	বাক্বারাহঃ ৪৩		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা	মন্তব্য
রামাদ্বানে সিয়ামসাধন	বাক্বারাহঃ১৮৩-৮৫		
হাজ্জ ও উমরাহ পালন	বাক্বারাহঃ ১৯৬		
রাতের নফল সালাত	ইনসানঃ ২৬ ইসরাঃ ৭৯		
যুদ্ধা হওয়া	তাওবাহঃ ১১১		
মুজাহিদ	নিসাঃ ৯৫		
আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য	তাওবাহঃ ১২০	আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করে যারা	
দৃঢ়তা ও অবিচলতা	ফুসসিলাতঃ ৩০ আহক্বাফঃ ৩৫	আল্লাহর পথে অটল, অবিচল ও সুদৃঢ় থাকা	
বিপদে ইন্নালিল্লাহ বলা	বাক্বারাহঃ ১৫৬		
বিপদে সবর ও সালাত	বাক্বারাহঃ ৪৫		
সফল মানুষ	বাকারাহঃ ৫		
আনুগত্য	নিসাঃ ৫৯		
আদর্শের অনুকরন	আল-ই'মরানঃ ৯৫		
বিধানের অনুকরন	আনয়া'মঃ ১০৬		
ব্যক্তির অনুকরন	আল ই'মরানঃ ৩১		
সমাজের অনুকরন	বাক্বারাহঃ ১৩৭		
জাতীয় ঐক্য	আল ই'মরানঃ ১০৩	মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ	
দলাদলি না করা	আল ই'মরানঃ ১০৩		
দলবাজদের থেকে দূরে থাকা	আল ই'মরানঃ ১০৫	যারা দলাদলি করে বা দলবাজি করে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে	
রাসূলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়	আনয়া'মঃ ১৫৯	যারা দলাদলি করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়	
অবৈধ যৌনাচার থেকে বেচে থাকা	মুঅমিনূনঃ ৫		
চোখকে সংযত রাখা	নূরঃ ৩০-৩১		
সতর ঢেকে রাখা	আ'রাফঃ ২৬		
হিজাব করা	নূরঃ ৩১		
মাদক থেকে বেচে থাকা	মাইদাহঃ ৯০		
জোয়া থেকে বিরত থাকা	মাইদাহঃ ৯০		
মুর্তী, ভাস্কর্য, সৌধ ও মিনার বর্জন	মাইদাহঃ ৯০	মুর্তী, ভাস্কর্য, সৌধ ও মিনার পুজা থেকে বেচে থাকা	
অবৈধ লটারী থেকে বেচে থাকা	মাইদাহঃ ৯০		
অপবাদ না দেওয়া	নূরঃ ২৩		
কূধারনা থেকে বিরত থাকা	হুজরাতঃ ১২		
গীবত না করা	হুজরাতঃ ১২		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা	মন্তব্য
কারো গোপনীয়তা অনুসন্ধান না করা	হুজরাতঃ ১২		
পরনিন্দা ও পরচর্চা না করা	সূরাহ হুমাযাহ		
সন্দেহ মুক্ত থাকা	ইউনুসঃ ৩৭ তাওবাহঃ ৪৫	দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিতে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত থাকা	
কোনো কাফিরকে ওয়ালী না বানানো	নিসাঃ ১৪৪	কোনো কাফিরকে ওয়ালী না বানানো বা ওয়ালী হিসেবে না মানা	
পাপ কাজে বাবা-মার কথা না শোনা	লুকমানঃ ১৫		
বাবাকেও অভিভাবক হিসেবে না মানা	তাওবাহঃ ২৩	কুফর পছন্দ করলে বাবাকেও অভিভাবক হিসেবে মানা যাবে না	
জানাযাহ না পড়া	তাওবাহঃ ৮৪	যে মুসলিম কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেল সে মুনাফিক হয়ে গেল, আর মুনাফিকের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা	
আত্মীয়স্বজনের জন্য দোয়া না করা	তাওবাহঃ ১১৩	যেসব আত্মীয়স্বজন কুফর বা শিরক করে মারা যায় তাদের জন্য দোয়া করা বৈধ নয়	
কাফিরদের সাথে গোপন সম্পর্ক না রাখা	বাক্বারাহঃ ১৪ মুমতাহানাহঃ ০১		
নিরন্নকে অন্ন দেওয়া	ইনসানঃ ০৮		
এতীমের সম্পদ সংরক্ষন করা	বাক্বারাহঃ ২২০		
সম্পদ হস্তান্তরের আগে এতীমকে পরীক্ষা করা	নিসাঃ ০৬		
কাউকে না ঠকানো	নিসাঃ ২		
বাস্তব জীবনে শুধুই ইসলাম মেনে চলা	বাক্বারাহঃ ২০৮	বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুই ইসলামী বিধান মেনে চলা	
ইসলাম ও কুফরকে একত্রে না মিশানো	বাক্বারাহঃ ৪২		
কারো অধিকার বা সত্যকে গোপন না করা	বাক্বারাহঃ ৪২		
মধ্যপন্থা না বানানো	নিসাঃ ১৫০	ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রনে মধ্যপন্থা না বানানো	
অন্য কোনো নীতি আদর্শ বা মতবাদের অনুসন্ধান না করা	আল-ই'মরানঃ ৮৫	ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো নীতি আদর্শ বা মতবাদের অনুসন্ধান করাও কুফর	
অন্য কোনো দর্শন বা আইন অনুসন্ধান না করা	মাইদাহঃ ৫০	ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন বা আইন অনুসন্ধান করাও কুফর	
ফসল তুলতে গরীবের হক দেওয়া	ক্বালামঃ ১৭-৩৩		
ভালো মানুষের সঙ্গে থাকা	তাওবাহঃ ১১৯		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা	মন্তব্য
সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করা	নাহ'লঃ ৩৬		
কাফির বা মুশরিককে বিয়ে না করা	বাক্বারাহঃ ২২১		
বিয়ের মোহর আদায় করা	নিসাঃ ০৪		
শিশুকে দুধ পান করানো	বাক্বারাহঃ ১৩৩		
কাজ করালে পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া	বাক্বারাহঃ ১৩৩	কারো দ্বারা কাজ করালে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া	
স্ত্রীর সম্পদ না রাখা		তালাকের পর স্ত্রীর বিদায়কালে তাকে দেওয়া কোনোকিছু রেখে না দেওয়া	
সত্যবাদী হওয়া	আহযাবঃ ৩৫ আল-ই'মরানঃ ১৭	এখানে আরও অনেক গুনের কথা বলা হয়েছে	
সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকা	তাওবাহঃ ১১৯		
সত্যবাদীতার উপকারিতা	মাইদাহঃ ১১৯		
সঠিক বিচার ও শাসন	আম্বিয়াঃ ৮০	দাউদ আঃ ও সুলাইমান আঃএর বিচার	

১৬- আল-কুরআনে উল্লেখিত মানুষের কিছু বদ-স্বভাব

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
আল্লাহর লা'নত	বাক্বারাহঃ১৫৯-১৬২	আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেন	
শিরক	যুমারঃ ৬৫ নিসাঃ ৪৮	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে মোট ১৬৯বার শিরক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এসেছে	শিরক
আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করা	তাওবাহঃ ৩০ ত্বূরঃ ৩৯		শিরক
অন্যের কাছে প্রার্থনা করা	ফুরক্বানঃ ৬৮	আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা অন্যকিছুর কাছে প্রার্থনা করা শিরক	শিরক
নতুন মতবাদ তৈরি করা	নিসাঃ ১৭১		শিরক
উলামা মাশাইখ ও নবী নিয়ে বাড়াবাড়ি	তাওবাহঃ ৩১	উলামা ও মাশাইখদেরকে বিধানদাতার আসনে বসানো	শিরক
কুফর	মাইদাহঃ ০৫ (শেষাংশ)		
আল্লাহ নিয়ে বিবাদ	বাক্বারাহঃ ১৩৯	আল্লাহকে নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া পাপ যা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে	কুফর
কিছু ব্যাপারে দ্বীন আর কিছু ব্যাপারে অন্যকিছু	বাক্বারাহঃ ৮৫	বাস্তব জীবনের কিছু ব্যাপারে দ্বীন আর কিছু ব্যাপারে অন্যকিছু মেনে চলা	কুফর
কুফর ও ঈমানের মিশ্রন	নিসাঃ ১৫০		কুফর
বিচার ও শাসনে দ্বীন না মানা	নূরঃ ৪৭-৫১		কুফর
দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া	আ'লাঃ ১৬-১৭		
রাসূল নিয়ে বিবাদ	ফুরক্বানঃ ০৭ বাক্বারাহঃ ২৫৩		বিভ্রান্তির পথ

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
পাপাচার	মাইদাহঃ ৫৯ ইউসুফঃ ১০৬ বাক্বারাহঃ ১০০	অশিকাংশ মানুষই কুফর, শিরক ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে	
রাসূলকে বাদ দিয়ে মন্দ লোকের অনুকরন	বাক্বারাহঃ ১৬৬-১৬৭ হূদঃ ৫৯	অধিকাংশ মানুষ নবী রাসূল ও আদর্শবান নেতাদের বদলে পাপিষ্ঠ ও বদলোকদের আনুগত্য ও অনুকরন করে থাকে। পরকালে এজন্য অনেক আফসোস করতে হবে	
বাপদাদা, ঐতিহ্য ও আকাবীর	বাক্বারাহঃ ১৭০ শুয়ারাঃ ৭৪	কুরআন সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে বাপদাদা, ঐতিহ্য ও আকাবীরদের আনুগত্য ও অনুকরন করা	বিভ্রান্তির পথ
ভিন্নমত/দ্বিমত	বাক্বারাহঃ ১৭৬ আল-ই'মরানঃ ১০৫	আল্লাহর কিতাবের সাথে ভিন্নমত বা দ্বীমত করা	বিভ্রান্তির পথ
কুসংস্কার	বাক্বারাহঃ১৭৭, ১৮৯ তাওবাহঃ৩৭ মাইদাহঃ১০৩	মানুষের স্বভাবগতভাবেই কুসংস্কার প্রিয়। আর বিশ্বাসগত কুসংস্কার কুফর পর্যন্ত হতে পারে	বিভ্রান্তির পথ কুফর
উপহাস করা	বাক্বারাহঃ ২১২	মুঅমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করা	বিভ্রান্তির পথ
মনগড়া পথে চলা	জাছিয়াহঃ ২৩ মুহাম্মাদঃ ১৪	আল্লাহর পথের বিপরিতে কারো মনগড়া পথে চলা কুফর ও শিরক	
আদর্শ থেকে বিচ্যুতি	বাক্বারাহঃ ১৩৩	ইবরাহীমী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় কেবল মূর্খরাই	
শয়তানের অনুকরন করা	নিসাঃ ৮৩		
সূদ খাওয়া	বাক্বারাহঃ ২৭৫		
মৃত্যু থেকে পালানো	বাক্বারাহঃ ২৪৩-৪৪,		
যুদ্ধ থেকে পালানো	আনফালঃ ১৬		
রুঢ় স্বভাব	আ-ল ই'মরানঃ ১৫৯		
কঠিন মনা হওয়া	আ-ল ই'মরানঃ ১৫৯		
অধিক প্রশ্ন	বাক্বারাহঃ ৬৭-৭১, ১০৮,		
শর্তারোপ	ইসরাঃ ৯০-৯৪	ঈমান আনতে বা ভালোকাজ করতে শর্তারোপ করা	
জীবনের জন্য অধিক লালায়িত থাকা	বাক্বারাহঃ ৯৬		
ওয়াদা ভঙ্গ করা	বাক্বারাহঃ ১০০		
মিথ্যা বলা	শিয়ারাঃ ২২৩		
মিথ্যা শোনা	মাইদাহঃ ৪২	মিথ্যা কথা শোনা ও মেনে চলা	
মিথ্যা শপথ করা	মুনাফিক্বূনঃ ০২ তাওবাহঃ ৯৫-৯৬,		
বাহানা তৈরি করা	তাওবাহঃ ৯৪		
আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখা	বাক্বারাহঃ ১০১		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাজ্য করে রাখা	ফুরক্বানঃ ৩০		
এতীমের সম্পদ ভক্ষন	নিসাঃ ১০		
আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন	তালাকঃ ০১		
চুরি করা	নিসাঃ ১০৫-১১৩		
পাপিষ্ঠদের পক্ষ নেওয়া	নিসাঃ ১০৮		
হারাম খাদ্য গ্রহণ	মাইদাহঃ ৪২		
যিনা করা	ফুরক্বানঃ ৬৮		
হত্যা করা	ফুরক্বানঃ ৬৮		
জুলম	আ'রাফঃ ১৪১		
প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচার	শুয়া'রাঃ ২৭, ৪৯ মুদ্দাছছিরঃ ২৫		
জাতীয় ঐক্য নষ্ট করা	আল-ই'মরানঃ ১০৩		
দলাদলি করা	আল-ই'মরানঃ ১০৩		
দলবাজদের সঙ্গ দেওয়া	আল-ই'মরানঃ ১০৫		
বিদ্রোহ	মাইদাহঃ ৩৩		
অবৈধ যৌনাচার	ফুরক্বানঃ ৬৮		
যুদ্ধ অপছন্দ করা	তাওবাহঃ ৮১		
সতর খোলা রাখা	আ'রাফঃ ২৭		
হিজাব না করা	আহযাবঃ ৩৩		
মাদক আসক্তি	মাইদাহঃ ৯০		
জোয়া খেলা	মাইদাহঃ ৯০		
মুর্তী, ভাস্কর্য, সৌধ ও মিনার প্রীতি	মাইদাহঃ ৯০	মুর্তী, ভাস্কর্য, সৌধ ও মিনার পুজা	
অবৈধ লটারী	মাইদাহঃ ৯০		
অপবাদ	নূরঃ ২৩		
কূ ধারনা	হুজরাতঃ ১২		
গীবত করা	হুজরাতঃ ১২		
কারো গোপনীয়তা অনুসন্ধান করা	হুজরাতঃ ১২		
পর নিন্দা ও পর চর্চা	সূরাহ হুমাযাহ		
সন্দেহ	ইউনুসঃ ৩৭ তাওবাহঃ ৪৫	দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিতে সন্দেহ	
কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো	নিসাঃ ১৪৪	কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানানো বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া বা মেনে চলা	
বাবা-মার কথা শোনা	লুক্বমানঃ ১৫	পাপ কাজে বাবা-মার কথা না শোনা	
বাবাকে অভিভাবক হিসেবে মেনে চলা	তাওবাহঃ ২৩	কুফর পছন্দ করা সত্ত্বেও বাবাকে অভিভাবক হিসেবে মেনে চলা	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
মুনাফিকের জানাযাহ পড়া	তাওবাহঃ ৮৪	যে মুসলিম কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেল সে মুনাফিক হয়ে গেল, আর মুনাফিকের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা	
কাফির আত্মীয়স্বজনের জন্য দোয়া করা	তাওবাহঃ ১১৩	যেসব আত্মীয়স্বজন কুফর বা শিরক করে মারা যায় তাদের জন্য দোয়া করা বৈধ নয়	
কাফিরদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখা	বাক্বারাহঃ ১৪ মুমতাহানাহঃ ০১		
নিরন্নকে অন্ন না দেওয়া	ইনসানঃ ০৮		
প্রতারণা	বাক্বারাহঃ ০৯		
খিয়ানত করা	আনফালঃ ২৭		
মুর্খতা বা জাহালত	বাক্বারাহঃ ২৭৩ আল-ই'মরানঃ ১৫৪		
নির্বোধ থাকা	বাক্বারাহঃ ১৪২		
অপছন্দ	মুহাম্মাদঃ ০৯	আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধান তথ্য বা অন্যকিছু অপছন্দ করলে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়	আ'মাল বরবাদ
রিয়া	নিসাঃ ৩৮		ছাওয়াব নষ্ট
খোটা দেওয়া	বাক্বারাহঃ ২৬৪		ছাওয়াব নষ্ট
গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া	বাক্বারাহঃ ২৬৪		ছাওয়াব নষ্ট
নামীমাহ	ক্বালামঃ ১০-১১		
ভালো কাজে প্রতিবন্ধকতা	ক্বালামঃ ১২		
সীমা লঙ্ঘন করা	ক্বালামঃ ১২		
পাপাচারে লিপ্ত থাকা	ক্বালামঃ ১২		

১৭- আল-কুরআনে উল্লেখিত মানব দেহের কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
মাথা /চুল	বাক্বারাহঃ ১৯৬	হাজ্জ	মাথা (রাস) শব্দটি ১৭বার এসেছে
মুখ মন্ডল	মাইদাহঃ ০৬	অযু	(৭০ স্থানে)
কান	মাইদাহঃ ৪৫	ক্বিস্বাস্ব	
দাত	মাইদাহঃ ৪৫	ক্বিস্বাস্ব	
নাক	মাইদাহঃ ৪৫	ক্বিস্বাস্ব	
হাত	মাইদাহঃ ০৬	অযু	আল-কুরআনে ১১২বার শব্দটি এসেছে
কনুই	মাইদাহঃ ০৬	অযু	
টাখনু/পায়ের উপরের অংশ	মাইদাহঃ ০৬	অযু	
চোখ	মাইদাহঃ ৪৫	ক্বিস্বাস্ব	
সিনা	৯৪ ইনশিরাহঃ ০১		৪৬বার
স্তন	নাবাঃ ৩৩		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
হৃদপিণ্ড/হার্ট	বাক্বারাহঃ ০৭ (আরও অনেক স্থানে)		পুরুষের হার্ট ৬৮বার মহিলার হার্ট ১বার সহ হার্টের কথা এসেছে মোট ১৩২বার
মেরূদন্ড	ত্বারিক্বঃ ০৭	সঙ্গমকালে বীর্যপাত	
বুকের হাড়	ত্বারিক্বঃ ০৭	সঙ্গমকালে বীর্যপাত	
পিঠ	৯৪ ইনশিরাহঃ ০৩		
পুরুষের যৌনাঙ্গ	মুঅমিনূনঃ ০৫ (আরও অনেক স্থানে)		৪বার
নারী যোনী	তাহরীমঃ ১২ (আরও অনেক স্থানে)		৩বার
বীর্য	ওয়াক্বিয়া'হঃ ৫৮		এছাড়াও আরও অনেক স্থানে
নারী জড়ায়ু	আল-ই'মরানঃ ০৬		এছাড়াও আরও অনেক স্থানে
পা	মাইদাহঃ ০৬ (আরও অনেক স্থানে)	অযু	
ফিঙ্গারপ্রিন্ট/আঙ্গূলের ছাপ	ক্বিয়ামাহঃ ০৪		

১৮- আল-কুরআনে উল্লেখিত কিছু জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ বস্ত্র ও সময়

নাম	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
গরু	বাক্বারাহঃ ৬৭-৭৩	সূরার নাম এবং বিশেষ একটি ঘটনা	
মশা	বাক্বারাহঃ ২৬	উপমা	
কুকুর	আ'রাফঃ ১৭৬	উপমা	
কুকুর	মাইদাহঃ ০৪	কুকুরের শিকার করা পশুপাখি খাওয়ার বিধান	
কুকুর	কাহাফঃ ২২	আসহাবে কাহাফের প্রহরী কুকুর	
নেকড়ে	ইউসুফঃ ১৭		
ঘোড়া	স্বোয়াদঃ ৩১		
হাতী	ফীলঃ ১		
বানর	বাক্বারাহঃ ৬৫	হারাম উপার্জনের সাজা স্বরূপ মানুষকে বানরে রূপান্তরিত করার ঘটনা	
শুয়র	বাক্বারাহঃ ১৭৩	কিছু হারাম খাদ্যের তালিকা	
হুদহুদ	নামলঃ ২০	সুলাইমান আঃএর গোয়েন্দা পাখি	
মাকড়শা	আনকাবূতঃ ১৪	যারা আল্লাহর বিপরিতে অন্যকে ওয়ালী হিসেবে মেনে নেয় তাদের উপমা	
মৌমাছি	নাহলঃ ৬৮	মৌমাছির জীবন, বাসা বাধা ও মধু সংগ্রহ	
ফড়িং	আ'রাফঃ ১৩৩	ফেরাউন পরিবারের সাজা	
উকুন	আ'রাফঃ ১৩৩	ফেরাউন পরিবারের সাজা	
ব্যাঙ	আ'রাফঃ ১৩৩	ফেরাউন পরিবারের সাজা	

নাম	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
সাপ	ত্বাহাঃ ২০	মূসা আঃএর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হয়েছিল	
পিপিলিকা	নামলঃ ১৮	পিপিলিকা রানীর সাথে সুলাইমান আঃএর কথোপকথন	
যাইতুন গাছ	মুঅমিনূনঃ ২০ নূর ৩৫		
খেজুর গাছ	ত্বাহাঃ ৭১	ফেরাউনের যাদুকরেরা ঈমান আনার পর তাদের ফাসি কার্যকর করা প্রসঙ্গে	
বরই গাছ	সাবাঃ ১৬	সাবা বাসীর আযাবের পরের অবস্থা বর্ননা	
যাক্কুম গাছ	স্বাফফাতঃ ৬২	জাহান্নামের একটি অভিশপ্ত গাছ	
লাউ/কুমড়া গাছ	স্বাফফাতঃ ১৪৬	ইদরীছ আঃএর খাদ্য ও পরিচর্চার জন্য	
রেশম /সিল্ক	দুখানঃ ৫৩		বস্ত্র
সুহুর /শেষরাত	যারিয়াতঃ ১৮		সময়
ফজর /ঊষা	সূরাহ আল-ফজর		সময়
জোহর /জাহীরাহ	নূরঃ ৫৮		সময়
আসর /বিকাল	সূরাহ আল-আ'সর		সময়
মাগরিব /সন্ধা	মুযযাম্মিলঃ ০৯		সময়
ইশা /রাত	নূরঃ ৫৮		সময়
সকাল বিকাল	আহযাবঃ ৪২		সময়
দিনের প্রথম প্রহর	সূরাহ দ্বোহা		সময়
রাতদিন	আল ই'মরানঃ ১৯০		সময়

১৯- আল-কুরআনে উল্লেখিত শাকসবজি, ফলমূল, খাদ্য ও পানিয়

নাম	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
ত্বীন/ ডুমুর	ত্বীনঃ ০১		
যাইতুন/জলপাই	ত্বীনঃ ০১		
খেজুর	আর-রাহমানঃ ৬৮		
আঙ্গুর	রা'দঃ ০৪		
বরই	ওয়াক্বিয়া'হঃ ২৮		
কলা	ওয়াক্বিয়া'হঃ ২৯		
ডালিম	আর-রাহমানঃ ৬৮		
পেয়াজ, রসুন,	বাক্বারাহঃ ৬১	পেয়াজ, রসুন, ডাল, ক্ষিরা/শশা, ছানাবুট	
লাউ/কুমড়া	স্বাফফাতঃ ১৪৬		
মাংস	হাজ্জঃ ৩৭	কুরবাণীর মাংস	মোট ৫৭ বার
পাখির মাংস	ওয়াক্বিয়া'হঃ ২১		
সীফুড/মাছ	নাহ'লঃ ১৪	সীফূডকে ফ্রেস মাংস বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে মানব দেহের জন্য সবচেয়ে উপকারী মাংস হচ্ছে সীফূড।	
মান্না ও সালওয়া	বাক্বারাহঃ ৫৭	বানী-ইসরাঈলের জন্য বিশেষ খাবার	
কাবাব	হূদঃ ৬৯		
পানি	বাক্বারাহঃ ২২		৪৫৬ বার

নাম	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
দুধ	নাহ'লঃ ৬৬	দুধের উৎস	
মধু	নাহ'লঃ ৬৯		
শারাব/পানীয়	বাক্বারাহঃ ২৫৯	উজাইর আঃএর সঙ্গে থাকা ফলের রস	
বিশেষ পানীয়	স্বোয়াদঃ ৪২	আইয়্যুব আঃকে নিরাময়ের জন্য দেওয়া বিশেষ পানীয়	
জাহান্নামের পানীয়	ইউসুফঃ ০৪	জাহান্নামীদের পানীয়/ আল-হা'মীম	
জান্নাতের শারাব	মুহাম্মাদঃ ১৫	জান্নাতের বিশেষ পানীয়	মাদকতামুক্ত মদ

২০- আল-কুরআনে উল্লেখিত যন্ত্রপাতি, ধাতু ও ধাতব পদার্থ

নাম	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
লোহা	সূরাহ হাদীদ		৬বার
তামা (ক্বিত্বর)	কাহাফঃ ৯৬ সাবাঃ ১২		
পিতল (নুহাস)	আর-রাহমানঃ ৩৫		
সোনা	আল-ই'মরানঃ ১৪ তাওবাহঃ ৩৪		৮ বার
রূপা	তাওবাহঃ ৩৪		৬ বার
ইয়াক্বূত /নিলকান্তমনি	আর-রাহমানঃ ৫৮		
মারজান /মুক্তা/প্রবাল	আর-রাহমানঃ ৫৮	উপমা হিসেবে	
মুক্তা (লু'লু')	আর-রাহমানঃ ২২		৬বার
পাথর	বাক্বারাহঃ ৭৪		
ইট	ক্বাস্বাস্বঃ ৩৮		
মাটি	রা'দঃ ০৪		
পানি	মুঅমিনূনঃ ১৮	পানির কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে	৫৯+৪=৬৩ বার

২১- আল-কুরআনে উল্লেখিত কিছু স্থান, স্থাপনা ও বস্তু সমূহ

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
বাক্কাহ (মাক্কাহ)	আল ই'মরানঃ ৯৬		
ছাউর পর্বতের গুহা	তাওবাহঃ ৪০		
জেরুসালেম /জেরুজালেম	বাক্বারাহঃ ৫৮		
সাইনা/সিনীন /সিনাই উপত্যকা	মুঅমিনূনঃ২০, তীনঃ ০২		
আইকাহ	ক্বাফঃ ১৪		
রাস	ফুরক্বানঃ ৩৮		
মিশর	ইউনুসঃ ৮৭		
সাবা (ইয়ামান)	সূরাহ সাবা		
ফিলিস্তীন	বাক্বারাহঃ ২৫৯		
তীহ উপত্যকা	মাইদাহঃ ২৬		
মাসজিদ হারাম	ইসরাঃ ০১		মোট ১৫বার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
মাসজিদ আক্বস্বা	ইসরাঃ ০১		
স্বাফা ও মারওয়া	বাক্বারাহঃ ১৫৮		
পাথর	বাক্বারাহঃ ৭৪	কঠিন মনের উপমা	
পাথর	বাক্বারাহঃ ৬০	মূসা আঃএর লাঠির এক আঘাতে পাথর থেকে বেরিয়ে ছিল পানির ১২টি ধারা	
সিন্দুক	বাক্বারাহঃ ২৪৮	নবী রাসূলগনের স্মৃতি বিজরিত সিন্দুক	
জগ মগ ও গ্লাস	ওয়াক্বিয়াহ'হঃ ১৮		
চৌবাচ্চা /পানির পুল, ডেগ, থালা	সাবাঃ ১৩		
জাহাজ /জলযান	বাক্বারাহঃ ১৬৪		
সাগর	তাকওয়ীরঃ ০৬		
নদী	বাক্বারাহঃ ২৪৯	নাম উল্লেখ না করে জর্ডান নদীর কথা বলা হয়েছে	ইঙ্গিতপূর্ণ আয়াত
নতুন চাঁদ	বাক্বারাহঃ ১৮৯		
চাঁদ	সূরাহ ক্বামার		
সূর্য	সূরাহ শামছ		৩২বার
গ্রহ	ইউসুফঃ ০৪		
নক্ষত্র	সূরাহ নাজম		
ব্লাক হোল	ওয়াক্বিয়া'হঃ ৭৫		
কলম	সূরাহ ক্বালাম		৪বার
আকাশ	বুরুজঃ০১		১২০বার
পৃথিবী	আনয়ামঃ ০১		৮৮বার
জান্নাত	মুহাম্মাদঃ ১৫		মোট ১৩৯বার
জাহান্নাম	বায়্যিনাহঃ ০৬	বিভিন্ন শব্দে অনেক বার	
আ'রাফ	আ'রাফঃ ৪৬		
আরশ	আ'রাফঃ ৫৪		মোট ২৫ বার
কুরসী	বাক্বারাহঃ ২৫৫	আয়াতু-ল-কুরসী	

২২- আল-কুরআনঃ গুরুত্ব, মর্যাদা, পরিচিতি ও কার্যকারিতা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ /পর্যালোচনা
সন্দেহ মুক্ত	বাক্বারাহঃ ০২	আল-কুরআনের সবকিছুই শতভাগ সত্য ও সঠিক। এখানে সন্দেহের অবকাশ নেই।
চ্যালেঞ্জ	বাক্বারাহঃ ২৩-২৪	আল-কুরআনের ওপেন চ্যালেঞ্জ
মর্যাদা	বাক্বারাহঃ ০২	আল-কুরআনের মর্যাদা সবকিছুর উপরে
ফুরকান	বাক্বারাহঃ ৫৩	আল-কুরআন হচ্ছে সত্যমিথ্যা নির্ধারনের মূলনীতি
অনুকরনীয়	আনয়া'মঃ ১০৬	আল-কুরআনে উল্লেখিত বিধানই আমাদের একমাত্র অনুকরনীয়
সংবিধান	নিসাঃ ১০৫ নূরঃ ৪৭-৫১	আল-কুরআনই বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র সঠিক সংবিধান
মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত	বাক্বারাহঃ ০৩	আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে জান্নাতে পৌছে দেবে

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ /পর্যালোচনা
মানবতার হেদায়াত	বাক্বারাহঃ ১৮৫	হেদায়াত /জীবন গাইড /জীবন পাথেয়
বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত		

২৩- আল কুরআনে উল্লেখিত কিছু ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
মানব সৃষ্টির ঘোষনা	বাক্বারাহঃ ৩০		
মানব মুর্তী সৃষ্টি	সূরাহ ইনসান/দাহর		
মানব দেহে রূহ সংযোজন	হিজরঃ ২৯		
শ্রেষ্টত্বের পরীক্ষা	বাক্বারাহঃ ৩১		
সম্মানের সিজদা	বাক্বারাহঃ ৩৪	ফিরিস্তারা আদম আঃকে সম্মানজনক সিজদা করল	
ইবলিসের অস্বীকৃতি	বাক্বারাহঃ ৩৪	আদমাঃকে সম্মান করতে ইবলিসের অস্বীকৃতি	
ইবলিসের অবাধ্যতা	আ'রাফঃ ১২	ইবলিস যেভাবে শয়তান হয়ে গেল	
আদম আঃকে জান্নাতে স্থান দেওয়া	বাক্বারাহঃ ৩৫		
শয়তানের ধোকা	আ'রাফঃ ২২		
বাদ জিনিষের ভালো নাম	ত্বাহাঃ ১২০		
দুনিয়ায় প্রেরণ	আ'রাফঃ ২৩		
আদম আঃএর তাওবাহ	বাক্বারাহঃ ৩৭		
দুনিয়ার প্রথম ঘর	আল-ই'মরানঃ ৯৬		
হাবিল ও ক্বাবিল	মাইদাহঃ ২৭-৩১	মানব ইতিহাসের হত্যা, প্রথম মৃত্যু ও প্রথম দাফন	
কুরবাণীর প্রচলন	মাইদাহঃ ২৭-৩১ স্বাফফাতঃ ১০২		
নূহ আঃএর জীবনী	সূরাহ নূহ	নূহ আঃএর দাওয়াত, জাতীয় নেতাদের দ্বীন বর্জন, নূহ আঃএর বদদোয়া ও আল্লাহর আযাবে জাতী ধ্বংস হয়ে যাওয়া	
প্রথম মূর্তি	নূহঃ ২৩	মানব ইতিহাসের প্রথম ৫টি মূর্তী	
ইরাম জাতির কথা	ফাজরঃ ০৭		
আ'দ জাতী ও হূদ আঃ	আ'রাফঃ ৬৫ হূদঃ ৫০-৫৯		
ছামূদ জাতী ও স্বালিহ আঃ	আ'রাফঃ ৭৩ হূদঃ ৬১-৬৮		
আল্লাহর উটনী	হূদঃ ৬৪ শামসঃ ১৪		
মাদইয়ানবাসী ও শুয়া'ইব আ.	হূদঃ ৮৪-৯৫		
আস্বহাবে উখদূদ	বুরুজঃ ৪-১১		
সাবাবাসীর কথা	সূরাহ সাবা		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
ইবরাহীম আঃ ও রাজা নুমরূয	বাক্বারাহঃ ২৫৮		
ইবরাহীম আ. ও তার পিতা	মারইয়ামঃ ৪১-৫০		
ইবরাহীম আঃএর ঘোষনা	মুমতাহানাহঃ ৪		
ইবরাহীম আঃর মূর্তী ভাঙ্গা	আম্বিয়াঃ ৫১-৭৩		
ইবরাহীম আঃকে আগুনে নিক্ষেপ	আম্বিয়াঃ ৬৮-৭৩		
ইবরাহীম আঃএর হিজরত	আম্বিয়াঃ ৭১		
ইবরাহীম আঃএর মেহমান	হূদঃ ৬৯-৭৬		
ইবরাহীমাঃর ছেলে কুরবাণী	স্বাফফাতঃ৮৩-১১৩		
ইবরাহীম আঃ ও কাবা পুনঃনির্মান	বাক্বারাহঃ১২৪-১৩৪		
লূত্ব আঃ ও সমকামী জাতী	আ'রাফঃ ৮০ হূদঃ ৭৭-৮৩	লূত্ব আঃ, সমকামী জাতী ও মৃত সাগর	
নবী উজাইর আঃ ও জেরুসালেম /জেরুজালেম	বাক্বারাহঃ ২৫৯		
মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ	কাহাফঃ ২১	স্মৃতি বিজড়িত স্থানে মসজিদ বানাতে হয় স্মৃতি সৌধ নয়	
ইউসূফ আঃএর জীবনী	সূরাহ ইউসূফ	ভাইদের হিংসা, দাসত্বের জীবন, জুলেখার উন্মাদনা, মিশরের ক্ষমতায় আরোহন, মিশরের সামাজিক পরিবর্তন, বানী-ইসরাঈলের মিশর গমন	
মূসা আঃ ও ফেরাউন	ত্বাহাঃ ৯-৯৯	এ ছাড়া আরও অনেক জায়গায় মূসা আঃএর কথা আলোচনা করা হয়েছে	
বানী ইসরাঈলের মিশর ত্যাগ	বাক্বারাহঃ ৫০		
ফেরাউনের ডুবে মরা	ত্বাহাঃ ৭৭-৭৯ ইউনুসঃ ৯০		
মূসা আঃ ও বানী-ইসরাঈল	বাক্বারাহঃ ৪৭-১২৩		
বানী-ইসরাঈলের বাছূর মূর্তী প্রীতি	আ'রাফঃ ১৩৮		
বানী-ইসরাঈলের বাছূর পূজা	ত্বাহাঃ ৮৩-১০০		
বানী-ইসরাঈলের তাওবাহ	বাক্বারাহঃ ৫৪		
বানী-ইসরাঈলের নানা বদস্বভাব	বাক্বারাহঃ ৪৭-১২৩		
যুদ্ধ বিমুখতা	মাইদাহঃ ২৪		
৪০ বছরের সাজা	মাইদাহঃ ২০-২৬		
মেঘের ছায়া ও মান্না সালওয়া	বাক্বারাহঃ ৫৭		
পানির ঝর্না	বাক্বারাহঃ ৬০		
অঙ্গিকার আদায়	বাক্বারাহঃ ৬৩-৬৪		

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
যুদ্ধে ফিরে আসা	বাক্বারাহঃ২৪৬-২৫২	যুদ্ধ বিমুখ হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে এক সময় নিজের ভুল বুঝতে পারে বানী-ইসরাঈল, পরে তারা আবার যুদ্ধে ফিরে আসে	
দাউদ আঃএর পরীক্ষা	স্বোয়াদঃ ২১-২৬		
দাউদ ও সুলাইমান আঃএর বিচার	আম্বিয়াঃ ৭৮		
সুলাইমান আঃ ও রানী বিলকিস	নামলঃ ১৬-৪৪		
মদিনায় হিজরত	তাওবাহঃ ৪০		
হিজরতের পটভূমি	হাশরঃ ০৯		
যুদ্ধে শৃঙ্খলা	আল-ই'মরানঃ ১৫২	অহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারন যুদ্ধের শৃঙ্খলা বা কমান্ড ভঙ্গ করা	
অধিক সেনা	তাওবাহঃ ২৫-২৭	হুনাইন যুদ্ধে পরাজয়ের কারন সেনা সংখ্যা অধিক হওয়ার কারনে অতি খুশী হয়ে যাওয়া।	
বদর যুদ্ধ	সূরাহ আনফাল		যুদ্ধের ঘটনা
ওহূদ যুদ্ধ	আল ই'মরানঃ ১২২		যুদ্ধের ঘটনা
খন্দক যুদ্ধ	সূরাহ আহযাব		যুদ্ধের ঘটনা
বানী নাদ্বীর ও বানী ক্বুরাইদ্বাহ	সূরাহ হাশর আহযাবঃ ২৬-২৭		যুদ্ধের ঘটনা
হুসাইওবিয়্যাহ	ফাতহঃ১০-১৫,১৮,২৪-২৭		যুদ্ধের ঘটনা
তাবুক যুদ্ধ	সূরাহ তাওবাহ		যুদ্ধের ঘটনা
হুনাইনের যুদ্ধ	তাওবাহঃ ২৫-২৭		যুদ্ধের ঘটনা

২৪- আল-কুরআনে উল্লেখিত কিছু তথ্য ও রহস্য

বিষয়	সূরাহ	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
সৃষ্টির সূচনা	হূদঃ ০৭		
মানব সৃষ্টি রহস্য	মুঅমিনূনঃ১২-১৬ সাজিদাহঃ০৯		
মানব সৃষ্টির ঘোষনা	বাক্বারাহঃ ৩০		
মানুষ মাটির তৈরি	আ'রাফঃ ১২		
মানুষ বীর্য থেকে তৈরি	ওয়াক্বিয়া'হঃ ৫৮		
বীর্যের উৎসস্থল	ত্বারিক্বঃ ৫-৭		
মানবদেহ তৈরির ধাপসমূহ	মুঅমিনূনঃ ১২-১৬		
জিন্ন আগুনের তৈরি	আ'রাফঃ ১২		
সৃষ্টির উদ্দেশ্য	যারিয়াতঃ ৫৬	জিন্ন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	
দুনিয়ার জীবনের লক্ষ্য	মুলকঃ ২		
স্বামীস্ত্রীর ভালোবাসা	রূমঃ ২১		
মানুষের জীবন চক্র	গাফিরঃ ৬৭		

বিষয়	সূরাহ	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
মানব দেহের গঠন	আল-ই'মরানঃ ৬		
রোজীর সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে যাওয়া	মুলকঃ ১৫		
আন্তর্জাতিক ব্যবসা	ইসরাঃ ৬৬ নাহ'লঃ ৫-৮		
সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণ	আর-রাহমানঃ ২২ নাহ'লঃ ১৪		
পরিবহন ও বাহন	নাহ'লঃ ৫-৮ নূরঃ ৪৫		
সবকিছু সৃষ্টির মূল প্রক্রিয়া পানি	নূরঃ ৪৫		
বিপরীত লিঙ্গ ও বিপরীত বস্তুর প্রতি আকর্ষন	যারিয়াতঃ ৪৯		
মধূপোকার জীবন রহস্য	সূরাহ নাহল		
পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের কথা বলা	নামলঃ ১৬-৩১		
ঘুম রহস্য	যুমারঃ ৪২		
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব	বাক্বারাহঃ৩০-৩৩	আল্লাহ প্রতিনিধিত্ব এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব	
আদমকে সিজদাহ করা	বাক্বারাহঃ ৩৪	সম্মান জনক সিজদাহ এবং এর বিধান	
আদম আঃএর তাওবাহ	বাক্বারাহঃ ৩৭	আদম আঃএর তাওবাহ এবং একটি মিথ্যার অবসান	
রূহ	ইসরাঃ ৮৫		
ইয়াজুজ মাজুজ	কাহাফঃ ৯৪		
পৃথিবীর উপরিভাগ	যারিয়াতঃ ৪৮	পৃথিবীর উপরিভাগকে আলাদা করে বিছানো হয়েছে	
পাহাড় সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য	নাবাঃ ০৭		
মান্না সালওয়া	বাক্বারাহঃ ৫৭		
উল্কা পিন্ড	স্বাফফাতঃ ০৭		
ব্লাকহোল	ওয়াক্বিয়া'হঃ ৭৫		
লোহা পৃথিবীর অংশ নয়	হাদীদঃ ২৫	লোহাকে সৌর জগতের বাইরের কোনো গ্রহ থেকে এ পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে	
সূর্যের নিজস্ব আলো আছে তবে চাঁদের আলো নেই	ইউনুসঃ ০৫		
চাঁদের মানাযিল সমূহ	ইউনুসঃ ৫		
চাঁদ রহস্য	বাক্বারাহঃ ১৮৯		
চন্দ্র সূর্য সৃষ্টির লক্ষ্য	আর-রাহমানঃ ৫		
সাগরের অবস্থা বর্ণনা	নূরঃ ৪০		
পানিচক্র	নূরঃ ৪৩		
বৃষ্টি রহস্য	আ'রাফঃ ৫৭		

বিষয়	সূরাহ	পর্যালোচনা/গুরুত্ব	মন্তব্য
	নূরঃ ৩৪		
বৃষ্টির লক্ষ্য	ক্বাফঃ ৯-১১		
বৃষ্টির ব্যবহার	রা'দঃ ১৭		
বজ্র গর্জন ও বজ্রপাত	রা'দঃ ১৩		
নদী ও ঝর্নার প্রবাহ	ইয়াসীনঃ ৩৪		
পাহাড় ও পাখি দাউদ আঃএর কথা শুনত	আম্বিয়াঃ ৭৯		
বাতাস সুলাইমান আঃর কথা মানত	আম্বিয়াঃ ৮১		
জিন্ন সুলাইমান আঃএর কথা মানত	আম্বিয়াঃ ৮২		
আকাশ ভ্রমন	সাবাঃ ১২ ইসরাঃ ১		
আ'ইশাহ রাঃএর উপর যিনার অপবাদ	নূরঃ ১১		
নাফস ও ক্বারীনঃ	ফুসসিলাতঃ ২৫		
পশ্চিম থেকে সূর্য উদয়	ক্বিয়ামাহঃ ৬-১২ আনয়া'মঃ ১৫৮	কিয়ামতের আগে চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করে পশ্চিম থেকে উদয় করানো হবে	
দাব্বাতু-ল-আরদ্ব	নামলঃ ৮২	কিয়ামতের আলামত	

২৫- আল-কুরআনে উল্লেখিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কিছু আয়াত

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
মহাগোলক	বাক্বারাহঃ ২৫৫	পৃথিবী, মহাশূন্য, ৭ আকাশ, সিদরাতু-ল-মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নাম ও আরশের অবস্থান	মহা গোলক
বিগবাং থিউরী	আনবিয়াঃ ৩০	পৃথিবী থালা আকাশকে আলাদা করন	বিগবাং থিউরী
পৃথিবীর গঠন	বাক্বারাহঃ ২২	পৃথিবীর উপরী ভাগের আবরন	মৃত্তিকা বিজ্ঞান
মাটির গঠন	রা'দঃ ০৪	পৃথিবীতে ২ ধরনের মাটি রয়েছে, উর্বর আর অনুর্বর	মৃত্তিকা বিজ্ঞান
পাহাড়	নাবাঃ ০৭ (৩৯বার)	পৃথিবীকে স্থীর রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছে পাহাড়	মৃত্তিকা বিজ্ঞান
উদ্ভিদ	আনয়া'মঃ ১৪১		উদ্ভিদ
উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের ইবাদাত	হাজ্জঃ ১৮	উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের ইবাদাতের কথা বলা হয়েছে সূরাহ হাজ্জে। এতে বুঝা যায় এদের ইবাদতের সাথে আমাদের হাজ্জের সম্পর্ক আছে। হাজ্জে আমরা তাওয়াফ করি আর অবস্থান করি। আর উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কোনোটি ঘুর্নায়মান বা তাওয়াফরত আর কোনোটি স্থীর বা অবস্থানরত।	উদ্ভিদ

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
উদ্ভিদের তেল	মুতমিনূনঃ ২০		উদ্ভিদ
বরকতময় গাছ	নূর ৩৫		উদ্ভিদ
গাছ থেকে কলম	লুকমানঃ ২৭		উদ্ভিদ
গাছ থেকে আগুন	ইয়াসীনঃ ৮০		উদ্ভিদ
পবিত্র/উপকারী গাছ	ইবরাহীমঃ ২৪		উদ্ভিদ
নিকৃষ্ট/ক্ষতিকর গাছ	ইবরাহীমঃ ২৬		উদ্ভিদ
উদ্ভিদের জীবনী শক্তি ও রূপান্তর	যুমারঃ ২১	উদ্ভিদের জীবনী শক্তি পানি	উদ্ভিদ
আসল জীবনী শক্তি	আনবিয়াঃ ৩০ নাহ'লঃ ৬৫	উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আসল জীবনী শক্তি হচ্ছে পানি	পানি বিজ্ঞান
পানিই প্রথম	হূদঃ ০৭	আল-কুরআনে পানির কথা বলা হয়েছে ৫৯+৪=৬৩বার	পানি বিজ্ঞান
পানি পবিত্র	ফুরক্বানঃ ৪৮		পানি বিজ্ঞান
পবিত্রতার প্রধান উপকরন পানি	নিসাঃ ৪৩ মাইদাহঃ ৬ আনফালঃ ১১		পানি বিজ্ঞান
পরিচ্ছন্নতার প্রধান উপকরন পানি	রা'দঃ ১৭		পানি বিজ্ঞান
জীবিকার প্রধান উপকরন পানি	ইবরাহীমঃ ৩২		পানি বিজ্ঞান
পানিই প্রাণীদের প্রধান পানীয়	হিজরঃ ২২ নাহ'লঃ ১০		পানি বিজ্ঞান
পানি চক্র	বাক্বারাহঃ ২২		পানি বিজ্ঞান
সমুদ্র বিজ্ঞান	ইবরাহীমঃ ৩২		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্র বানিজ্য	ইসরাঃ ৬৬		সমুদ্র বিজ্ঞান
উত্তাল সমুদ্র	শূরাঃ ৩২		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্র ভ্রমন	ইসরাঃ ৭০		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্রের পানি	ফুরক্বানঃ ৫৩		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্রের ক্ষতিসাধন	রূমঃ ৪১		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্রের সম্পদ ও খাদ্যভান্ডার	আর-রাহমানঃ ২২ নাহ'লঃ ১৪		সমুদ্র বিজ্ঞান
ডুবুরী	স্বোয়াদঃ ৩৭		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্রের আবরন	আর-রাহমানঃ ১৯-২০		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্রতলের পথ	বাক্বারাহঃ ৫০		সমুদ্র বিজ্ঞান
সমুদ্রের শেষ অবস্থা	তাকওয়ীরঃ ৬ ইনফিত্বারঃ ৩		সমুদ্র বিজ্ঞান

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
প্রাণীকুলের মূল উপাদান পানি	নূরঃ ৪৫	প্রাণীকুলের বাচ্চা জন্ম হয় বীর্য বা ডিম থেকে আর এ ২টিই পানি আর অনেক কীটপতঙ্গ সরাসরি পানি থেকেই জন্ম হয়	জীব বিজ্ঞান
মানুষ সৃষ্টি ও জন্ম	মুঅমিনূনঃ ১২-১৪		জীব বিজ্ঞান
মানুষের জন্ম, বেড়ে উঠা ও মৃত্যু	গাফিরঃ ৬৭		জীব বিজ্ঞান
জিন্ন সৃষ্টি	আর-রাহমানঃ ১৫		জীব বিজ্ঞান
হিংস্র পশু	মাইদাহঃ ০৩	অভ্যাসগতভাবে পশু ২প্রকার হয়ে থাকেঃ নিরিহপশু ও হিংস্রপশু	জীব বিজ্ঞান
নিরিহ পশু	আনয়া'মঃ ১৪২	নিরিহ পশু আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে	জীব বিজ্ঞান
উপকারী পশু	নাহ'লঃ ৫-৬		জীব বিজ্ঞান
কর্মঠ পশু	নাহ'লঃ ৭-৮		জীব বিজ্ঞান
শিকারী পশু	আনয়া'মঃ ৪		জীব বিজ্ঞান
পাখি	নাহ'লঃ ৭৯	আল-কুরআনে ২১বার পাখির কথা বলা হয়েছে	জীব বিজ্ঞান
জলচর প্রাণী	মাইদাহঃ ৯৬		জীব বিজ্ঞান
মাছ	আ'রাফঃ ১৬৩		জীব বিজ্ঞান
কীটপতঙ্গ	আ'রাফঃ ১৩৩		জীব বিজ্ঞান
মহাকাশ বিজ্ঞান	নাহ'লঃ ১২	মহাকাশের বিষয়গুলো বুঝতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন	মহাকাশ বিজ্ঞান
মহাকাশে সবকিছুই গতিশীল	আম্বিয়াঃ ৩৩ নাহ'লঃ ১২	মহাকাশে সবকিছুই গতিশীল ও ঘুর্নায়মান	মহাকাশ বিজ্ঞান
সৌর জগত	আম্বিয়াঃ ৩৩	নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের একমাত্র নক্ষত্র সূর্য, পৃথিবী হচ্ছে এর একটি গ্রহ এবং চন্দ্র একটি উপগ্রহ। আর এসবের গতিশীলতার ফলেই দিন ও রাত হয়।	মহাকাশ বিজ্ঞান
সূর্য আলোকময় আর চাঁদ আলোকহীন	ইউনুসঃ ০৫	সূর্যের নিজস্ব আলো আছে আর চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। চাদ সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে থাকে	মহাকাশ বিজ্ঞান
সূর্য ও চাদ হিসাবের জন্য	আর-রাহমানঃ ০৫ বাক্বারাহঃ ১৮৯	মহান আল্লাহ সূর্য ও চাঁদের মাধ্যমে আমাদেরকে দিন, মাস ও বছরের হিসাব সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন	মহাকাশ বিজ্ঞান
ব্লাকহোল	ওয়াক্বিয়াহঃ৭৫-৭৬	মহাকাশের ভয়ংকরতম সৃষ্টি হচ্ছে ব্লাকহোল	মহাকাশ বিজ্ঞান
আকাশ পথে ভ্রমন /বায়ু পথে ভ্রমন	ইসরাঃ ০১ সাবাঃ ১২	নবী মুহাম্মাদ সাঃ এবং নবী সুলাইমান আঃ আকাশ পথে ভ্রমন করেছেন।	মহাকাশ বিজ্ঞান
আকাশ ও পৃথিবী	বাক্বারাহঃ ১৬৪	আকাশ, পৃথিবী, রাতদিনের পরিবর্তন	
মধু দিয়ে চিকিৎসা	নাহ'লঃ ৬৮-৬৯		চিকিৎসা বিজ্ঞান
পানি দিয়ে চিকিৎসা	স্বাদঃ ৪২		চিকিৎসা বিজ্ঞান

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	প্রসঙ্গ	মন্তব্য
অন্তরের রোগ	বাক্বারাহঃ ১০		চিকিৎসা বিজ্ঞান
অন্তরের চিকিৎসা	ইউনুসঃ ৫৭		চিকিৎসা বিজ্ঞান
শিক্ষা /জ্ঞান	আর-রাহমানঃ ২-৪		জ্ঞান বিজ্ঞান
শিক্ষিত /জ্ঞানী	যুমারঃ ৯ বাক্বারাহঃ ১৬৪ রা'দঃ ১৯ ফাজরঃ ৫		জ্ঞান বিজ্ঞান
জাহাজ নির্মাণ	হূদঃ ৩৭		প্রযুক্তি /কারিগরি
ঘর নির্মাণ	বাক্বারাহঃ ১২৭	ঘরের ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন	প্রযুক্তি /কারিগরি
স্থাপনা নির্মাণ	কাহাফঃ ২১		প্রযুক্তি /কারিগরি
যানবাহন	নাহ'লঃ ০৮ নূরঃ ৪৫	অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত যানবাহন	প্রযুক্তি /কারিগরি
নিরাপদ ভ্রমণ	সাবাঃ ১৮	এজন্য নিরাপদ রাস্তা ও সার্বিস সুবিধা তৈরি করা	প্রযুক্তি /কারিগরি
জাহাজ চালানো	ইউনুসঃ ২২ হূদঃ ৪১		প্রযুক্তি /কারিগরি
নানান বস্তু বানানো	সাবাঃ ১২-১৩		প্রযুক্তি /কারিগরি
কৃত্রিম ঝর্ণা ও ব্রিজ	নামলঃ ৪৪	সুলাইমান আঃএর কৃত্রিম ঝ ঝর্ণা ও ব্রিজ	প্রযুক্তি /কারিগরি
আরশ /সিংহাসন	নামলঃ ৩৮-৪২		প্রযুক্তি /কারিগরি
হাইপারসনিক পরিবহন	নামলঃ ৩৯-৪০		প্রযুক্তি /কারিগরি
পাহাড়ে বাধ নির্মাণ	কাহাফঃ ৯৪-৯৭		প্রযুক্তি /কারিগরি
পানি থেকে প্রতিরক্ষা বাধ	সাবাঃ ১৫-১৭		প্রযুক্তি /কারিগরি
প্রযুক্তির কাচামাল	সাবাঃ ১২ হাদীদঃ ২৫	প্রযুক্তি ও কারিগরির প্রধান কাচামাল গলিত তামা ও লোহা	প্রযুক্তি /কারিগরি

২৬- বনি-ইসরাঈল, তাদের বদ-স্বভাব ও বিভ্রান্তির ৭২ পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
	একপথ	ইসলামের পথ শুধুই ১টি বাকি সব বিভ্রান্তি	আনয়া'মঃ ১৫৩	ইসলামের পথ
	একতা	ইসলামে একতা বজায় রাখা ফরজ আর বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করা হারাম	আল ই'মরানঃ ১০৩	ইসলামের পথ
	দলবাজদের সঙ্গ না দেওয়া	যারা উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের সঙ্গ দেওয়াও নিষিদ্ধ	আল-ই'মরানঃ ১০৫	ইসলামের পথ
	নবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন	যে/যারা দলাদলি করে উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে নবী সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়	আনয়া'মঃ ১৫৯	দলাদলির কুফল
	কাফির হয়ে যাবে	যে বা যারা বানী-ইসরাঈলের অনুকরন করবে তারা কুফরে ফিরে যাবে তথা ঈমানহারা মুনাফিক হয়ে যাবে	আল-ই'মরানঃ ১০০	বিজাতীয় অনুকরন
	বানী-ইসরাঈল	পরিচিতি এবং তাদের বেশ কিছু বদ-স্বভাব	বাক্বারাহঃ ৪০-১২৩	পরিচিতি
	মুক্তি	ফেরাউন ও তার অত্যাচার থেকে মুক্তি	বাক্বারাহঃ ৪৯	মুক্তি
	দুনিয়ার জীবন	দুনিয়ার জীবনের প্রতি অধিক লালায়িত থাকা	বাক্বারাহঃ ৯৬	বদ-স্বভাব
	ওয়াদা ভঙ্গ	ওয়াদা ভঙ্গ করা	বাক্বারাহঃ ১০০	বদ-স্বভাব
	শব্দ বদল	হিত্তাহ (ক্ষমা চাই)র বদলে হিনতাহ (গম চাই) বলা	বাক্বারাহঃ ৫৯	বদ-স্বভাব
১	আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক করেছে, তাদের নবী রাসূলকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে আল্লাহর জাতিসত্ত্বার অংশ বানিয়েছে আর আজকাল কিছু মুসলিম আমাদের নবী সাঃকে আল্লাহর নূরের অংশ মনে করে একইভাবে শিরক করে যাচ্ছে	তাওবাহঃ ৩০	বিভ্রান্তির পথ
২	আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করেছে, তারা বাছুরকে সিজদাহ করেছে আর আজকাল আমাদের কিছু মানুষ তাদের পীর ও মাজারকে সিজদাহ করা সহ নানা ভাবে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে	বাক্বারাহঃ ৯২ নিসাঃ ১৭১	বিভ্রান্তির পথ
৩	আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করেছে, তাদের উলামা ও পীরদেরকে বিধান দাতার আসনে বসিয়েছে, মাঝে মাঝে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়েও উলামা ও পীরদের কথা মেনে নিয়েছে। আর আজকাল আমাদের কিছু মানুষও তাদের উলামা ও পীরদেরকে একই আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে	তাওবাহঃ ৩১	বিভ্রান্তির পথ
৪	আল্লাহকে	বানী-ইসরাঈল আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি,	আনয়া'মঃ ৯১	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
	যথাযথ মর্যাদা না দেওয়া	তারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করেছে। আর আজকাল আমাদের কিছু মানুষ একই আচরন করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে		
৫	মনগড়া বিশ্লেষন	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষন করেছে, তারা আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষণ করে সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।	আল-ই'মরানঃ ৫২ নিসাঃ ৫৭	বিভ্রান্তির পথ
৬	অঙ্গিকার ভঙ্গ করা	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে, তারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলেনি। আর আজকাল আমাদের অনেকেই একই পথে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে	মাইদাহঃ ১৩ নিসাঃ ১৫৫	বিভ্রান্তির পথ
৭	অবাধ্যতা	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কুফর করে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৫০-১৫১	বিভ্রান্তির পথ
৮	আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন	বানী-ইসরাঈল যেভাবে আল্লাহ ও রাসূলকে একত্রে মিশিয়ে নিলে শিরক করেছে তদ্রূপ ভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করেও বিভ্রান্ত হয়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৫০-১৫১	বিভ্রান্তির পথ
৯	ঈমানের উপর অবিচল না থাকা	বানী-ইসরাঈল ঈমানের উপর অবিচল থাকতে পারেনি, তারা বারবার কুফর করে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৩৭	বিভ্রান্তির পথ
১০	আল্লাহর দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আল্লাহর দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে বিভ্রান্ত হয়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৬৫	বিভ্রান্তির পথ
১১	সকল নবীকে না মানা	বানী-ইসরাঈল সকল নবীকে মানত না, তারা অনেক নবীকেই অমান্য করেছে ফলে তারা আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ১৩৬-১৩৭	বিভ্রান্তির পথ
১২	নবীকে অবিশ্বাস করা	বানী-ইসরাঈল তাদের নবীকে অবিশ্বাস করে কুফর করেছিল আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কিছু মানুষ	বাক্বারাহঃ ৫৫	বিভ্রান্তির পথ
১৩	নবীকে অমান্য করা	নবীর যেসব কথা তাদের মনঃপুত হতনা ওইসব বিষয়ে নবীর অবাধ্য হয়ে আল্লাহর পথ	বাক্বারাহঃ২৪৬-২৫২	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
		থেকে ছিটকে পড়েছিল বানী-ইসরাঈলের অনেক উলামা, নেতা ও জনতা। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ		
১৪	কোনো নবী বা মুঅমিনকে হত্যা করা	বানী-ইসরাঈল তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে বিরোধের জেরে অনেক নবী ও মুঅমিনকে হত্যা করে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছিল আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৫৫ আল-ই'মরানঃ ২১	বিভ্রান্তির পথ
১৫	যাদু	যাদু আসলে কুফরেরই নামান্তর। তথাপিও বানী-ইসরাঈলের উলামা ও জনতা যাদুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১০২	বিভ্রান্তির পথ
১৬	দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি	দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বানী-ইসরাঈলের উলামা সমাজের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৭১	বিভ্রান্তির পথ
১৭	নবী নিয়ে বাড়াবাড়ি	নবী রাসূল নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বানী-ইসরাঈলের উলামা সমাজের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	তাওবাহঃ ৩০	বিভ্রান্তির পথ
১৮	উলামা নিয়ে বাড়াবাড়ি	আলিম উলামা ও পীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বানী-ইসরাঈলের উলামা সমাজের সভাবে পরিণত হয়েছিল, আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	তাওবাহঃ ৩১	বিভ্রান্তির পথ
১৯	নবীর কথা মানতে শর্তারোপ	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৫৫ মাইদাহঃ ২১-২২	বিভ্রান্তির পথ
২০	বিদয়াত		হাদীদঃ ২৭	বিভ্রান্তির পথ
২১	তদন্ত ছাড়া সিদ্ধান্ত	যথাযথ তদন্ত ছাড়াই ফতোয়া দেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহন করা	মারইয়ামঃ ২৭-২৮	বিভ্রান্তির পথ
২২	আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১০১	বিভ্রান্তির পথ
২৩	আল্লাহর কিতাব নিয়ে দলাদলি	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৭৬	বিভ্রান্তির পথ
২৪	দ্বীন নিয়ে	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ	আল-ই'মরানঃ ১০৫	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
	দলাদলি	আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আনয়া'মঃ ১৫৯	
২৫	আল্লাহর বিধান নিয়ে ধারনা ভিত্তিক তর্ক ও মন্তব্য	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১২৩	বিভ্রান্তির পথ
২৬	আল্লাহর কিতাব মত বিচার ও শাসন না করা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ই'মরানঃ ২৩ মাইদাহঃ ৪৪	বিভ্রান্তির পথ
২৭	মুঅমিনদের সাথে শত্রুতা		মাইদাহঃ ৮২	বিভ্রান্তির পথ
২৮	ফিরিস্তার সাথে শত্রুতা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৯৮	বিভ্রান্তির পথ
২৯	কিছু মানা আর কিছু না মানা	বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব বা দ্বীনের কিছু বিধান মানা আর কিছু না মানা।	নিসাঃ ১৫০-১৫১ বাক্বারাহঃ ৮৫	বিভ্রান্তির পথ
৩০	তাহরীফ		নিসাঃ ৪৬	বিভ্রান্তির পথ
৩১	ভালোকে বর্জন আর মন্দকে গ্রহন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আ'রাফঃ ১৪৫-১৪৬	বিভ্রান্তির পথ
৩২	বদলে ফেলা	আল্লাহর কিতাবের কোনো বিধান না মানা এবং দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর বিধান বদলে ফেলা	বাক্বারাহঃ ৪১, ১৭৪	বিভ্রান্তির পথ
৩৩	আল্লাহর কিতাবের তথ্য গোপন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৪৬,১৭৪	বিভ্রান্তির পথ
৩৪	কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ৪১ নিসাঃ ১৩৭ মাইদাহঃ ৫ (শেষাংশ) যুমারঃ ৬৫	বিভ্রান্তির পথ
৩৫	সূদকে মেনে নেওয়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৬০-১৬১ বাক্বারাহঃ ২৭৫	বিভ্রান্তির পথ
৩৬	অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৬১ তাওবাহঃ ৩৪ আ'রাফঃ ১৬৯	বিভ্রান্তির পথ
৩৭	মনগড়া বা মানবরচিত নীতি আদর্শ বা দর্শন	মনগড়া বা মানবরচিত নীতি আদর্শ দর্শন মতবাদ বা আইন মেনে নেওয়া বিভ্রান্তির পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ	বাক্বারাহঃ ১২০ জাছিয়াহঃ ২৩ স্বোয়াদঃ ২৬	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
	মেনে নেওয়া	আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আনয়ামঃ ১১৪ মাইদাহঃ ৫০	
৩৮	পাপিষ্ঠদের পথে চলা	মূসা আঃএর কথা অমান্য করে পাপিষ্ঠ সামিরীর পথে চলে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈলের ৭০ হাজার মানুষ আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আ'রাফঃ ১৪২	বিভ্রান্তির পথ
৩৯	দ্বীনহীন নেতৃত্ব মেনে চলা	রাজনৈতিক, সামাজিক বা জীবনের কোন ক্ষেত্রে দ্বীনহীন নেতৃত্ব মেনে নেওয়া বা মেনে চলা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	ত্বাহাঃ ৮৫-৯০, ৯৫-৯৭	বিভ্রান্তির পথ
৪০	মনগড়া বিধান মেনে বিচার ও শাসন	বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত ও মনগড়া বিধান মেনে বিচার ও শাসন করা। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	স্বোয়াদঃ ২৬ মাইদাহঃ ৪৪, ৪৭	বিভ্রান্তির পথ
৪১	জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ৫১	বিভ্রান্তির পথ
৪২	মুজাহিদদের বিপক্ষে অবস্থান	যারা আল্লাহর বিধান কায়েমকরতে চায় তথা আল্লাহত পথে জিহাদরত আছে তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া	আল-ইমরানঃ ২১-২২	বিভ্রান্তির পথ
৪৩	আদেশ লঙ্ঘন	ইসলামী দেশের নেতার আদেশ অমান্য করা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা বিদ্রোহ করা	বাক্বারাহঃ ২৪৯	বিভ্রান্তির পথ
৪৪	অধিক ভয় ও যুদ্ধ বিমুখতা	শত্রুর শক্তিতে ভীত হয়ে আল্লাহর বিধান পালন থেকে বিরত থাকা	বাক্বারাহঃ২৪৯-২৫১ মাইদাহঃ ২৪	বিভ্রান্তির পথ
৪৫	যুদ্ধ থেকে পালানো	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ২৪ আনফালঃ ১৬	বিভ্রান্তির পথ
৪৬	দলগত প্রতিহিংসা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ১৪৬-১৪৭ শূরাঃ ১৪	বিভ্রান্তির পথ
৪৭	দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে মশকারা	আল্লাহর বাণী বা বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা বিভ্রান্তির পথ	আল-ইমরানঃ ১৮১	বিভ্রান্তির পথ
৪৮	অধিক প্রশ্ন		বাক্বারাহঃ ৬৭-৭৪, ১০৮	বিভ্রান্তির পথ
৪৯	রাশিফল বা	রাশিফল বা জ্যোতিষীবিদ্যা বিশ্বাস করা। এক	বাক্বারাহঃ ৬২	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
	জ্যোতিষী বিদ্যায় বিশ্বাস	সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈলের কিছু মানুষ আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত লোক		
৫০	সংমিশ্রণ বা মিশ্রিত জীবন	বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফরকে তথা মানবরচিত মতবাদকে একত্রে মিশিয়ে ফেলা এবং মিশ্রিত জীবনযাপন করা	বাক্বারাহঃ ৪২, ৮৫ নিসাঃ ১৫০-১৫১	বিভ্রান্তির পথ
৫১	বিজাতীয় অনুকরন ও মূর্তী প্রীতি	নৈতিক, আদর্শিক ও ইবাদাতসহ মৌলিক বিষয়াদিতে বিজাতীয় অনুকরণ করা এবং মূর্তী, সৌধ, মিনার বা ভাস্কর্য	আ'রাফঃ ১৩৮	বিভ্রান্তির পথ
৫২	দল বা মতাদর্শ তৈরি করা ও মেনে চলা	দ্বীনি বিষয়ে আল্লাহর কিতাবের আদর্শের সাথে নিজেদের মতামত মিশিয়ে আলাদা মতাদর্শ তৈরি করা, মেনে চলা এবং এসব মতাদর্শকেই একমাত্র সঠিক ও হেদায়াতের মাধ্যম মনে করা	বাক্বারাহঃ১৩৫, রূমঃ ৩২	বিভ্রান্তির পথ
৫৩	দলীয় লোকের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে ফেলা এবং নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন মনে করা	"শুধু আমাদের দলের লোকজনই জান্নাতে যাবে"/"জান্নাতে একমাত্র পথ আমাদের পথ",/"জান্নাতে জেতে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে" এমন মন্তব্য করা এবং নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন মনে করা। এক সময় এমন করত ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা আর আজকাল একই পথে এগুচ্ছে আমাদের মাঝে তৈরি দল-উপদলগুলো	বাক্বারাহঃ ১১ মাইদাহঃ ১৮	বিভ্রান্তির পথ
৫৪	জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে মনগড়া মন্তব্য	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ইমরানঃ ২৪	বিভ্রান্তির পথ
৫৫	দলীয় স্বার্থের জন্য দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৮৮, নিসাঃ ১৫৫	বিভ্রান্তির পথ
৫৬	হেদায়াতের বিপরীতে গিয়ে বিভ্রান্তি গ্রহন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ৪৪ বাক্বারাহঃ ১৬	বিভ্রান্তির পথ
৫৭	নিজে নিজের /একে অপরের তাযকিয়্যাহ করা বা তাযকিয়্যাহর সনদ দেওয়া	তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। তাযকিয়্যাহর ৩টি ধাপ রয়েছে। যথাঃ **ক**- কুফর শিরক থেকে তাযকিয়্যাহ। **খ**- মহাপাপ থেকে তাযকিয়্যাহ। **গ**- সকল প্রকার পাপ থেকে তাযকিয়্যাহ তথা পাপমুক্তি। ১ম দুই প্রকার তাযকিয়্যাহর জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি আর ৩য় প্রকার তাযকিয়্যাহ	নিসাঃ ৪৯	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
		একমাত্র আল্লাহর হাতে।		
৫৮	মুঅমিনদের বিপক্ষে ফতোয়া দেওয়া	এক সময় একাজটি করত কিছু ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে আমাদের উলামাদের অনেকেই এমন করে জাতিকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন	নিসাঃ ৫১	বিভ্রান্তির পথ
৫৯	দলাদলি এবং একে অন্যের বিরূদ্ধে যুদ্ধ	এক সময় একাজটি করত ইয়াহুদ আর বর্তমানে আমাদের অনেকেই এমন করে জাতিকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন	বাক্বারাহঃ ৮৪-৮৫ মুঅমিনূনঃ ৫৩	বিভ্রান্তির পথ
৬০	আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৮৭, ১০১,	বিভ্রান্তির পথ
৬১	ধারনা ভিত্তিক ফতোয়া ও ওয়াজ	এক সময় এমন করত কিছু ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে আমাদের উলামাদের অনেকেই এমন করে জাতিকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন	বাক্বারাহঃ ৭৮	বিভ্রান্তির পথ
৬২	মুসলিমদের বিপক্ষে শত্রুকে সাহায্য করা	এক সময় একাজটি করত ইয়াহুদ আর বর্তমানে আমাদের অনেকেই এমন করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন	বাক্বারাহঃ ৮৪-৮৫	বিভ্রান্তির পথ
৬৩	দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া	দ্বীন ও আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৮৬	বিভ্রান্তির পথ
৬৪	আল্লাহর নির্ধারিত হালাল হারাম না মানা	আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করা। একসময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	তাওবাহঃ৩১ মাইদাহঃ ৮৭ আনয়ামঃ ১৩৮-১৫০ নাহ'লঃ ১১৬	বিভ্রান্তির পথ
৬৫	আল্লাহর কালামে জবান ঢুকিয়ে দেওয়া	আল্লাহর কথার সাথে মিশিয়ে নিজের বা নিজ দলীয় কথাকে এমন ভাবে উপস্থাপন করা যাতে মানুষ এ কথাকেও আল্লাহর কথা মনে করে মেনে নেয়। এক সময় এমন করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছেন আমাদের অনেক আলিম উলামা	আল-ইমরানঃ ৭৮ বাক্বারাহঃ ৭৯	বিভ্রান্তির পথ
৬৬	কথায় ও কাজে মিল না থাকা	অন্যকে সৎকাজের কথা বলা আর নিজের বেলায় ভূলে থাকা। এক সময় এমন করত একদল ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৪৪ স্বাফফঃ ২	বিভ্রান্তির পথ
৬৭	বিনা দলীলে কাউকে ভ্রান্ত বলা	একসময় এমন করত একদল ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১১৩	বিভ্রান্তির পথ

ক্রমিক	বিষয়	প্রসঙ্গ	সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
৬৮	নবী নিয়ে বিরোধ ও মনগড়া মন্তব্য	একসময় এমন করত ইয়াহুদ উলামা আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৪০ আল-ইমরানঃ ৬৫	বিভ্রান্তির পথ
৬৯	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করা	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ৬৩, ৭৮-৭৯	বিভ্রান্তির পথ
৭০	কাফিরদেরকে ওয়ালী বানানো	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ৮০ মাইদাহঃ ৫১ আল-ইমরানঃ ২৮	বিভ্রান্তির পথ
৭১	আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করা বা দোষ খোজা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ইমরানঃ ৯৯ নিসাঃ ১৬০-১৬১	বিভ্রান্তির পথ
৭২	পাপচার ও হারামের প্রতি ঝুকে পড়া	কুফর শিরক পাপাচার ও হারাম কাজের প্রতি ঝুকে পড়া এবং পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেওয়া।	মাইদাহঃ ৬২, ১১২-১১৫ আল-ইমরানঃ ১৭৬	বিভ্রান্তির পথ
		উল্লেখিত ৭২ পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ ও নাসারা। আর আমাদের অনেক মানুষও একই পথে বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামী হবে বলে নবী সাঃ সতর্ক করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যে বা যারা এসব পথের যে কোনো একটি বা একাধিক পথে চলবে সে অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের পথ ধরবে। তাই সাবধান! বন্ধুগন সাবধান!!		
	মুক্তির একমাত্র পথ		আল-ইমরানঃ ৩১,১০৩,১০৫ আনয়ামঃ ১০৬ ইউসুফঃ ১০৮ যুমারঃ ৬৫	

২৭- জান্নাত, জান্নাতে যাওয়ার উপায় ও জান্নাতের নিয়ামত

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
জান্নাত	নাজমঃ ১৪-১৫ আর-রাহমানঃ ৬২	আল-কুরআনে ১৩৯বার জান্নাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে	
আদম আঃ ও মা হাওয়ার জান্নাতে বসবাস	বাক্বারাহঃ ৩৫ আ'রাফঃ ১৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাত থেকে বের হয়ে আসা	আ'রাফঃ ২২, ২৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
জান্নাতে যাওয়ার উপায়		ঈমান, সৎকর্ম, তাকওয়া, ইহসান, তাযকিয়্যাহ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, ইত্যাদি	
জান্নাতের বিশালতা	আল-ইমরানঃ ১৩৩ হাদীদঃ ২১	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
আল্লাহ আহ্বান করছেন জান্নাতের প্রতি	বাক্বারাহঃ ২২১	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
সফল জীবনের অধিকারী যারা	আল-ইমরানঃ ১৮৫ হাশরঃ ২০	যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে আর জান্নাতে প্রবেশ করবে তারাই সফল	
জান্নাতে প্রবেশের মূলসনদ	গাফিরঃ ৪০ তাওবাহঃ ৭২	জান্নাতে প্রবেশের মূল সনদ হচ্ছে ঈমান	
জান্নাতে প্রবেশের প্রস্তুতী	আ'রাফঃ ৪৩	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
খরিদাসূত্রে জান্নাতের মালিক যারা	আল-ইমরানঃ ১৯৫ তাওবাহঃ ১১১ ইয়াসীনঃ ২৬	যারা আল্লাহর পথে শহীদ হবে তারা খরিদা সূত্রে জান্নাতের মালিক হবে এবং ততক্ষনাত জান্নাতে চলে যাবে	
জান্নাত কাদের জন্য	আল-ইমরানঃ১৫,১৯৮ নিসাঃ ১৩ মারইয়ামঃ ৬৩ শুয়া'রাঃ ৯০ ক্বাফঃ ৩১ হিজরঃ ৪৫ যারিয়াতঃ ১৫ নাবাঃ ৩১	যারা মুত্তাক্বী হতে পারবে, যারা যাবতীয় কুফর শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে বেচে থাকতে পারবে জান্নাত তাদের জন্য	
কারা জান্নাতের অধিবাসী হবে	বাক্বারাহঃ ৮২ নিসাঃ ১২২, ১২৪ ইউনুসঃ ০৯ হূদঃ ২৩ কাহাফঃ ১০৭	যারা ঈমান আনবে এবং ঈমানের সহিত সৎকাজ করবে কেবল তারাই জান্নাতী হবে	
জান্নাত হবে চিরস্থায়ী	হূদঃ ১০৮	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতে পরিবার ও আত্মীয় নিয়ে বসবাস	রা'দঃ ২৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি	মাইদাহঃ ১১৯	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের কিঞ্চিত বর্ণনা	মুহাম্মাদঃ ১৫ রা'দঃ ৩৫	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
যেসব মুসীবতের সম্মুখীন হতে হবে	বাক্বারাহঃ ২১৪ আল-ইমরানঃ ১৪২	জান্নাতে যেতে হলে যেসব মুসীবতের সম্মুখীন হতে হবে	
মৃত্যুকালেই জান্নাতের সুসংবাদ	নাহ'লঃ ৩২ ফুসসিলাতঃ ৩০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
জান্নাতে নেওয়ার ধরন	যুমারঃ ৭৩	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
ফিরিস্তাগন জান্নাতে স্বাগত জানাবে	রা'দঃ ২৩ যুখরুফঃ ৭০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের শুভেচ্ছা	যুমারঃ ৭৩ ইউনুসঃ ১০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের নিয়ামত	ইয়াসীনঃ ৫৫ নাহ'লঃ ৩১ কাহাফঃ ৩১ ওয়াক্বিয়াহঃ ১৫-৪০ সূরাহ আর-রাহমান	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের ঘরবাড়ি	স্বাফফঃ ১২ যুমারঃ ২০ ফুরক্বানঃ ৭৫ সাবাঃ ৩৭ সূরাহ আর-রাহমান	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের আড্ডা	মুদ্দাছছিরঃ ৪০ ত্বূরঃ ২০ স্বোয়াদঃ ৫১ সূরাহ আর-রাহমান ওয়াক্বিয়াহঃ ১৫-৪০ স্বাফফাতঃ ৪৪,৫০-৬১	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের ফলমূল ও খাদ্য	বাক্বারাহঃ ২৫ ওয়াক্বিয়াহঃ ১৫-৪০ আনয়ামঃ	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের পানীয়	ইনসানঃ ০৫ স্বাফফাতঃ ৪৫ ত্বূরঃ ২৩ ওয়াক্বিয়াহঃ ১৫-৪০ স্বোয়াদঃ ৫১ স্বাফফাতঃ ৪৫-৪৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের পোশাক ও অলংকার	কাহাফঃ ৩১ ফাতিরঃ ৩৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের আসন ও বিছানা	কাহাফঃ ৩১ সূরাহ আর-রাহমান ত্বূরঃ ২০ স্বোয়াদঃ ৫১ ওয়াক্বিয়াহঃ ১৫-৪০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
জান্নাতের হূর ও গিলমান	আর-রাহমানঃ ৭২ দুখানঃ ৫৪ ত্বূরঃ ২০, ২৪ ওয়াক্বিয়াহঃ ১৫-৪০ স্বাফফাতঃ ৪৮-৪৯	জান্নাতের সেবক ও সেবিকাগন। এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতী রমনীগন	আর-রাহমানঃ ৫৬,৫৮,৭০-৭৪ ওয়াক্বিয়াহঃ২৩,৩৪-৩৭ নাবাঃ ৩৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জান্নাতের পরিবহন, সেবা ও প্রযুক্তি	যুমারঃ ৭৪ ওয়াক্বিয়াহঃ ২১ সূরাহ আর-রাহমান	জান্নাতের পরিবহন হবে কল্পনা। জান্নাতে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে ততক্ষনাত সেখানে পৌছে যাবে। আর জান্নাতের প্রযুক্তি হবে ইচ্ছা বা চাহিদা। জান্নাতীরা যা চাইবে তাই তাদের কাছে চলে আসবে	
জান্নাতে যাওয়ার উপায়	বাক্বারাহঃ ২৫	ঈমান ও আমল	
জান্নাত সম্পর্কে ভুল ধারনা	বাক্বারাহঃ ১১১	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	

২৮- জাহান্নাম, জাহান্নামে যাওয়ার কারন ও জাহান্নামের আযাব

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
জাহান্নাম	মুহাম্মাদঃ ১২ ইয়াসীনঃ ৬৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	১৪৫ বার
জাহান্নাম ভরা হবে জিন্ন ও ইনসান দিয়ে	হূদঃ ১১৯ সাজিদাহঃ ১৩ হূদঃ ১১৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	জিন্ন ও ইনসান
জাহান্নামের আগুন	সূরাহ হুমাযাহ	জাহান্নামের প্রধান সাজা হচ্ছে আগুন	আগুন
জাহান্নামের ইন্দন বা জালানী	বাক্বারাহঃ ২৪ জিন্নঃ ১৫ তাহরীমঃ ৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	ইন্দন
যাদেরকে বানানোই হয়েছে জাহান্নামের জন্য	আ'রাফঃ ১৭৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জাহান্নামের রাক্ষুসীপনা	ক্বাফঃ ৩০		
জাহান্নাম কেমন জায়গা	বাক্বারাহঃ ২০৬ আল-ইমরানঃ ১২,১৬২	জাহান্নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর জায়গা	
জাহান্নাম আযাব গযব ও লা'নতের স্থান	নিসাঃ ৯৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	লা'নত
জাহান্নামের সাজা কেমন হবে	আ'রাফঃ ৪১ আ'লাঃ ১১-১৩ হূদঃ ১০৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	সাজা

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
জাহান্নামীদের বেধে রাখা হবে	হাক্কাহঃ ৩২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
গলার বেড়ী	ইয়াসীনঃ ০৪	আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
যারা জাহান্নামে সাজা দেবে	তাহরীমঃ ৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জাহান্নামের ফল ও খাদ্য	স্বাফফাতঃ ৬২-৭৩ হাক্কাহঃ ৩৬-৩৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	খাদ্য
জাহান্নামের পানীয়	ইবরাহীমঃ ১৬		পানীয়
জাহান্নামীদের আর্তচিৎকার	হূদঃ ১০৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	চিৎকার
জাহান্নামীদের আকুতী ও ফিরিস্তাদের জবাব	গাফিরঃ ৪৯-৫০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	আকুতী
জাহান্নামীদের আফসোস	হাক্কাহঃ ২৫-৩৭		
জাহান্নামীদের কোনো বন্ধু থাকবে না	হাক্কাহঃ ৩৫	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জাহান্নামীদের অপমান ও লাঞ্ছনা	ফুরক্বানঃ ৩৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	অপমান ও লাঞ্ছনা
জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না	বাক্বারাহঃ ১৬৭ মাইদাহঃ ৩৭	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
কারা জাহান্নামে যাবে	মারইয়ামঃ ৬৮	সকল প্রকার শয়তান ও তাদের অনুসারীরা	
যে নাস্তিক হয়ে যাবে	জাছিয়াহঃ ২৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
যে বা যারা শিরক করবে	ইসরাঃ ৩৯ ফাতহঃ ৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	শিরক
যে বা যারা কুফর করবে	কাহাফঃ ১০২, ১০৬ ক্বাফঃ ২৪, তাহরিমঃ ৯ মুলকঃ ৬, নাবাঃ ৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	কুফর
যে ব্যক্তি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে না	হূদঃ ১৮	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	সাড়া না দেওয়া
যে মুসলিম মুনাফিক হয়ে যাবে	তাওবাহঃ ৬৮ ফাতহঃ ৬ তাহরিমঃ ৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	মুনাফিক
যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যা করবে	নিসাঃ ৯৩	যে বা যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যা করবে তারা জাহান্নামে যাবে	হত্যা
যে বা যারা মুঅমিনকে কষ্ট দেবে	বুরুজঃ ১০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
যে বা যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হবে	জিন্নঃ ২৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
যে মুসলিম ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হিজরত করবে না	নিসাঃ ৯৭		হিজরত না করা
যে মুসলিম রাসূল সা. ও মুঅমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরবে	নিসাঃ ১১৫		অন্য পথ
যে মুসলিম কুফরের বৈঠকে বসবে	নিসাঃ ১৪০	যে সভায় কুফর করা হয় অথবা আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা হয়; যে মুসলিম এমন সভায় বসে থাকবে	সভা/বৈঠক
যে বা যারা পাপ পথে প্ররোচিত করবে	মুজাদালাহঃ ৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস	কাহাফঃ ১০৬	যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করবে	উপহাস
যে মুসলিম যুদ্ধ থেকে পালাবে	আনফালঃ ১৬		যুদ্ধ
যে মুসলিম যুদ্ধকে ফিতনা মনে করে	তাওবাহঃ ৪৯		যুদ্ধ
যে মুসলিম যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকে	তাওবাহঃ ৮১, ৯৫		যুদ্ধ
বিভাজন বা দলাদলির জন্য মসজিদ বানানো	তাওবাহঃ ১০৭-১১০	যে মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন বা দলাদলির জন্য মসজিদ বানাবে	বিভাজন
যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে বাধার সৃষ্টি করবে	আনফালঃ ৩৬ নিসাঃ ৫৫	যে বা যারা আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করবে অথবা আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে	বাধা
ইসলামী সরকারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ	তাওবাহঃ ৬৩	যে ব্যক্তি ইসলামী সরকারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করে	বিদ্রোহ
যে যাকাত দেবে না	তাওবাহঃ ৩৫		যাকাত
দুনিয়ার জন্য কাজ করা	ইসরাঃ ১৮	যে বা যারা শুধু দুনিয়ার জন্য কাজ করবে	দুনিয়া
শয়তানগন ও তাদের অনুগত ব্যক্তিরা	আ'রাফঃ ১৮ স্বোয়াদঃ ৮৫	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	শয়তানগন ও তাদের আনুগত
যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত থাকতে	মারইয়ামঃ ৮৬, ত্বাহাঃ ৭৪ যুখরুফঃ ৭৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	পাপাচার
ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া	নিসাঃ ৬০	যে ব্যক্তি ত্বাগূত হয়ে যাবে বা ত্বাগূতকে মেনে নেবে	ত্বাগূত
আল্লাহর বিপরীতে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানানো	জাছিয়াঃ ১০	যা বা যারা আল্লাহর বিপরীতে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানাবে	ওয়ালী
যে বা যারা আল্লাহর উপর কুধারনা করবে	ফাতহঃ ৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	কুধারনা
যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর	আনকাবূতঃ ৬৮	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি	মিথ্যাচার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
মিথ্যাচার করবে	যুমারঃ ৩২, ৬০	বর্ণিত হয়েছে	
যে ব্যক্তি সঠিক দ্বীন প্রত্যাখ্যান করবে	যুমারঃ ৩২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
খোদা বা রাব্ব দাবী করা বা মেনে নেওয়া	আম্বিয়াঃ ২৯, ৯৮	যে নিজেকে খোদা বা রাব্ব বলে দাবী করবে আর এমন দাবী মেনে নেবে	খোদা বা রাব্ব দাবী করা
যাদের নেকীর ওজন কম হবে	মুঅমিনূনঃ ১০৩	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	ওজন কম হওয়া
যারা দম্ভ ও অহমিকায় মেতে থাকবে	গাফিরঃ ৬০	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	দম্ভ
জাহান্নামীদের অবস্থা	ইসরাঃ ৯৭ ফাত্বিরঃ ৩৬	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	অবস্থা
কেমন করে জাহান্নামে ফেলা হবে	ফুরক্বানঃ ৩৪ যুমারঃ ৭১, ৭২	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
জাহান্নামীদের তিরস্কার করা হবে	যুমারঃ ৭১ গাফিরঃ ৪৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	তিরস্কার
জাহান্নামে কতদিন থাকতে হবে	নাহ'লঃ ২৯	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
যারা জাহান্নামে গেল তারা চিরতরে নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলল	মুঅমিনূনঃ ১০৩ ফুরক্বানঃ ৩৪	এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	সর্বনাশ

২৯- পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
প্রতিযোগিতা	বাক্বারাহঃ ৩১-৩৩	আসম আঃ ও ফিরিস্তাদের মাঝে জ্ঞান প্রতিযোগিতা	
পুরুস্কার ও পরিণতি	বাক্বারাহঃ ৩৮-৩৯	আল্লাহর বিধান মেনে চলার পুরুস্কার ও না মানার পরিণতি	
ইবরাহীম আঃএর পরীক্ষা	বাক্বারাহঃ ১২৪	ইবরাহীম আঃএর পরীক্ষা ও পুরস্কার	
আগুন দিয়ে পরীক্ষা	আম্বিয়াঃ ৬৮-৭০		
ছেলের জীবন দিয়ে পরীক্ষা	স্বাফফাতঃ ১০২		
মূসা আঃ ও যাদুকরগন	আ'রাফঃ ১০৩-১২৬	মূসা আঃ ও যাদুকরদের মাঝে শক্তির প্রতিযোগিতা	
দাউদ আঃএর পরীক্ষা	স্বোয়াদঃ ২১-২৬		
সুলাইমান আঃএর পরীক্ষা	স্বোয়াদঃ ৩৪-৪০	সুলাইমান আঃএর পরীক্ষা ও পুরস্কার	
আয়্যুব আঃএর	স্বোয়াদঃ ৪১-৪২	আয়্যুব আঃএর পরীক্ষা ও পুরস্কার	

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
পরীক্ষা			
পরীক্ষা দিতেই হবে	আনকাবূতঃ ২	ঈমানের পথে পরীক্ষা দিতেই হবে, বিনা পরীক্ষায় ছেড় পাওয়া যাবে না	
পরীক্ষা হয় মুসীবতে ফেলে	বাক্বারাহঃ ২১৪		
কীট পতঙ্গ দিয়ে পরীক্ষা	আ'রাফঃ ১৩৩		
পরীক্ষার বিষয়	বাক্বারাহঃ ১৫৫		

৩০- কথোপকথন

বিষয়	সূরাহ ও আয়াত	পর্যালোচনা /মন্তব্য	
আল্লাহ ও ফিরিস্তা	বাক্বারাহঃ ৩০-৩৩	মানব সৃষ্টি নিয়ে আল্লাহ কথোপকথন	
আল্লাহ ও শয়তান	স্বোয়াদঃ ৭১-৮৫	এছাড়াও আরও অনেক আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে	
ইবরাহীম ও নমরূদ	বাক্বারাহঃ ২৫৮	আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে	দুনিয়াতে
মূসা আঃ ও ফেরাউন	আ'রাফঃ১০৩-১১০		দুনিয়াতে
মূসা আঃ ও যাদুকর	আ'রাফঃ১১৫-১১৬		
মুসা ও হারুন আ;	আ'রাফঃ ১৫০		
যাদুকর ও ফেরাউন	আ'রাফঃ১১৩-১২৬		
নেতা ও জনতার কথোপকথন	সাবাঃ ৩১-৩৩ স্বাফফাতঃ ২৮ স্বোয়াদঃ ৬০-৬৪ গাফিরঃ ৪৭-৫২		আখেরাতে
জান্নাতী ও জাহান্নামী	আ'রাফঃ ৪৪-৫০ স্বাফফাতঃ ৫০-৬১ গাফিরঃ ৪৭-৪৮		আখেরাতে
মুঅমিন ও মুনাফিক	হাদীদঃ ১৩-১৪		আখেরাতে
মুঅমিন ও শয়তান	ইবরাহীমঃ ২২	মুঅমিনদের লক্ষ্য করে শয়তানের ভাষন	আখেরাতে
ক্বারীনের জবানবন্দি	কাফঃ ২৭		আখেরাতে

সূচিপত্র

সূরাহ	পৃষ্ঠা
১. সূরাহ আল-ফাতিহা'হ	৮৩
২. সূরাহ আল-বাক্বারাহ	৯০
৩. সূরাহ আ-ল ইমরান	২১৪
৪. সূরাহ আল-নিসা	২৬৯
৫. সূরাহ আল-মাইদাহ	৩৩৭
৬. সূরাহ আনয়াম	৩৮৯
৭. সূরাহ আল-আ'রাফ	৪৪৩
৮. সূরাহ আল-আনফাল	৪৯৭
৯. সূরাহ তাওবাহ/বারাআত	৫২০
১০. সূরাহ ইউনুস	৫৬১
১১. সূরাহ হুদ	৫৮৯
১২. সূরাহ ইউসুফ	৬১৮
১৩. সূরাহ রা'দ	৬৪১
১৪. সূরাহ ইবরাহীম	৬৫৫
১৫. সূরাহ আল-হিজর	৬৬৫
১৬. সূরাহ নাহ'ল	৬৭৭